NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ পণ্ডিত হীরালাল চক্রবর্তী: একালের বিরল শিক্ষক

'এক নির্বাচন কমিটি' বিতর্কে 'সোর্স' জানতে চাইলেন অধীর ৭

কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১৮ ভাদ্র ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 5.9.2023, Vol.17, Issue No.86, 8 Pages, Price 3.00

ভাঙড়ে ফের ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ১৪৪ ধারা ভাঙড়ের একাংশে। আজ ভাঙড় ২ ব্লকে পঞ্চায়েত উপসমিতি গঠন প্রক্রিয়ার সময় যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, তা নজরে রেখেই কাশীপুর থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জারি থাকবে ১৪৪ ধারা। সোমবার এলাকায় মাইকিং করে তা ঘোষণা করেছেন কাশীপুর থানার পুলিশ আধিকারিকেরা। বারুইপুরের মহকুমাশাসক সুমন পোদ্দার বলেন, 'আগামিকাল সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতেই এই সিদ্ধান্ত।'

উপত্যকায় গুলির লড়াইয়ে খতম জঙ্গি

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর: ফের উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। জম্মু-কাশ্মীরে পুলিশ ও সেনার যৌথ অভিযানে খতম এক জঙ্গি। অন্য এক জঙ্গির খোঁজে চলছে তল্লাশি। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন এক পুলিশকর্মী-সহ এক সেনা জওয়ান। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার চাসানা অঞ্চলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের কাছে ওই অঞ্চলে দুই জঙ্গির উপস্থিতির খবর ছিল। সেই তথ্য অনুযায়ী পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। এরপরই যৌথ বাহিনীর হাতে নিকেশ হয় এক জঙ্গি। অন্য এক জনের খোঁজে এখনও অভিযান চলছে। এ বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীরের শীর্ষ পুলিশকর্তা মুকেশ সিং জানিয়েছেন, 'পুলিশের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী রিয়াসি জেলার চাসানা অঞ্চলে যৌথ অভিযান চালানো হয়। এই তল্লাশিতে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এখনও এক জঙ্গির খোঁজে অভিযান চালানো হচ্ছে চাসানার তুলি এলাকার গলি সোহাব অঞ্চলে।'

রাজস্থানে আত্মঘাতী মেডিক্যাল পড়ুয়া

কোটা, ৪ সেপ্টেম্বর: এই ঘটনা কোটার না, তবে রাজস্থানেরই। ফের উচ্চাকঙ্খার বলি এক পড়ুয়া। এবার ডাক্তারির প্রবেশিকার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এক পড়ুয়া আত্মঘাতী হলেন। হস্টেলের ঘর থেকে পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে দেহ। খবর দেওয়া হয়েছে মৃতের পরিবারকে। মৃত পড়ুয়ার নাম কুশল কুমার। রাইসানা গ্রামের বাসিন্দা। সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষা নিট-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কারাউলি জেলার অ্যালেন কোচিং ইনস্টিটিউট পড়ছিলেন তিনি। অ্যালেনের কোচিং সেন্টার রয়েছে গোটা দেশেই। কারাউলে হস্টেলে কাছেই থাকছিলেন পড়ুয়া। সোমবার পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছে হস্টেলের ঘর থেকে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন ওই পড়ুয়া।

এরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রীর

কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিযায়ী শ্রমিকদের ফের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যেই এইসব শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথাও বলেন তিনি। ইতিমধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে রাজ্য। উল্লেখ্য, সোমবার ক্রেডাইয়ের রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি রাজ্যের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের কথা শিল্পপতিদের মাথায় রাখার কথা বলেন।

একইসঙ্গে এই সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমার পরিবারকে হেনস্তা করা হচ্ছে। আমি জীবনে অন্যের টাকায় এক কাপ চাও খাইনি। তবু ইডি-সিবিআই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনাদেরও হেনস্তা করা হতে পারে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। সরকার আপনাদের পাশে আছে।'

আবাসন শিল্পের 'অ্যাপেক্স বডি' ক্রেডাইয়ের সম্মেলনে হাজির ছিলেন রিয়েল এস্টেট শিল্পের বড় বড় মাথারা। তাঁদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর আরজি, 'শিল্পে বাংলার শ্রমিকদের ব্যবহার করুন। রাজ্যে ৪৪ লক্ষ দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। ওরা প্রশিক্ষিত। দক্ষ। পরিযায়ী শ্রমিকদের নামের তালিকা তৈরি করে আপনাদের হাতে তুলে দেব। সেটা থেকে কাজে নিয়োগ করতে পারেন। আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ওঁরা রাজ্যে ফিরলে রাজ্যের মানুষ খুশি হবে।

ওদেরও বোঝানোর চেষ্টা করব এখানে এলে থাকা-খাওয়ার, যাতায়াতের খরচ কমবে।' পাশাপাশি বাংলায় আবাসন শিল্পের জন্য রাজ্য সরকার কী কী কাজ করেছে, তাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের কাজে খুশি আবাসন শিল্পের 'অ্যাপেক্স বডি'র সদস্যরাও। সম্মেলনে সেকথা জানিয়েছেন ক্রেডাইয়ের রাজ্য ও জাতীয় সভাপতিও।

ধনধান্য স্টেডিয়ামে শিল্পোদ্যোগীদের অনুষ্ঠানে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গেল ইডি-সিবিআইয়ের কথা। এবার তাঁর দাবি, তাঁর পরিবারকে 'ডিসটার্ব' করা হচ্ছে। 'প্রতিহিংসা' শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই 'কেস বন্ধ হবে না'বলেও মন্তব্য করেন মমতা।

কসবার স্কুলের ৫ তলা থেকে পড়ে ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু

স্কুলের বিরুদ্ধে মানসিক চাপ সৃষ্টির অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরকাণ্ডের রেশ এখনও টাটকা। এরই মধ্যে ফের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল কলকাতায়। কসবা এলাকার একটি স্কুলের পাঁচ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রের। দশম শ্রেণির ওই ছাত্র আত্মঘাতী হয়েছে কি না, স্পষ্ট নয়। তবে তার পরিবারের তরফে স্কুলের বিরুদ্ধে মানসিক চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ তোলা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে ওই ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ছাত্রটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

ছাত্রের বাবা বলেন, 'আজ একটি প্রজেক্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল। দিতে পারেনি বলে ওকে বকাবকি করা হয়েছিল। কান ধরে দাঁড় করিয়েও রাখা হয়েছিল সবার সামনে। নিশ্চয়ই ও অপমানিত বোধ করেছিল।'

কী ভাবে পাঁচ তলায় পৌঁছল, সেই প্রশ্ন তুলে স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে মৃত ছাত্রের পরিবার। এমনকী, তাদের দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের বয়ানেও অসঙ্গতি রয়েছে।

ছাত্রের বাবার অভিযোগ, তাঁর উপর আগে থেকেই অন্য কারণে ক্ষোভ ছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের। তিনি বলেন, 'করোনাকালে এই স্কুলের বেতন কমানো হচ্ছিল না বলে আমি অন্য অভিভাবকদের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একত্রিত করেছিলাম। অভিভাবকদের চাপে ৩৩ শতাংশ বেতন কমানো হয়েছিল। সেই সময়েই প্রধানশিক্ষিকা আমাকে বলেছিলেন, 'আপনাকে চিহ্নিত করে রাখা হল'। তখনই বুঝেছিলাম, আমার ছেলের ক্ষতি করবে ওরা। আমার ধারণা, স্কুলেই ওকে মারধর করা হয়েছে। পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।'

ছাত্রের বাবা দাবি করেছেন, তাঁর ছেলের শরীরের কোনও হাড় ভাঙেনি। কেবল কান এবং মুখ থেকে রক্ত পড়ছিল। পাঁচ তলা থেকে পড়ে গেলে হাড় ভাঙাই স্বাভাবিক বলে জানিয়েছেন তিনি। সেই কারণেও সন্দেহ দানা বেঁধেছে। তাঁর আরও অভিযোগ, ঘটনার পর স্কুল থেকে তাঁকে ফোন করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়, তাঁর ছেলে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে। তবে চিকিৎসার পর সুস্থ আছে। হাসপাতালে পৌঁছে তাঁরা ছেলের মৃত্যুসংবাদ পান। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিচার চেয়েছে মৃত ছাত্রের পরিবার। এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানা যায়নি।

যাদবপুরের মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে নবান্নে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মা'কে চাকরি, ভাইয়ের পড়াশোনার খরচের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরে নিহত পড়ুয়ার পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃতের মাকে চাকরি এবং ভাইয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দিলেন তিনি। সোমবার সদ্য সন্তানহারা বাবা-মায়ের সঙ্গে নবান্নে দেখা হয় মুখ্যমন্ত্রীর। এমনকী, ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় যুক্ত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে বলেও ফের একবার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। মৃত ছাত্রের বাবা রামপ্রসাদ কুণ্ডু ও মা স্বপ্না কুণ্ডু সোমবার নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। পরে সাংবাদিকদের তাঁরা বলেন, এই ঘটনায় যুক্ত কেউ যেন ছাড়া না পায় সেটা দেখে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ব্যাপারে তাঁদের সামনেই প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি নদিয়ার বগুলায় তাদের গ্রামে যে সরকারি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে সেটিও ওই মৃত ছাত্রর স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আজ তাদের ছোট ছেলে

রত্নজিত কুণ্ডুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। তার পড়াশোনোর খরচ ও পরিবারের নিরাপত্তা রাজ্য সরকার দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ওই ছাত্রকে জানান। সূত্রের খবর, মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ নবান্নে আসেন যাদবপুরের মৃত পড়ুয়া বাবা এবং মা।

ছাত্রমৃত্যুর পর নদিয়ায় ছাত্রের বাড়িতে গিয়েছিল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধি দল। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলও গিয়েছিলেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত ছাত্রের বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। সুবিচার অবশ্যই পাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার সরাসরি এই বিষয়ে কথা বলতে নবান্নে এলেন মৃতের বাবা-মা।

৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘোরাটোপে আজ ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই সেখানে এসে পৌঁছেছে দুই দফায় ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। আজ সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। ধূপগুড়ির বিধানসভা উপনির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ২,৬৯, ৪১৬ জন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ১, ৩৮, ০৯০ জন ও মহিলা ভোটার ১, ৩১, ৩২৪ জন। মোট বুথের সংখ্যা ২৬০টি যার মধ্যে ১৫৫টি বুথে ওয়েবকাস্টিং করা হবে এবং ১১০ টি বুথে সিসিটিভি থাকবে। এছাড়াও থাকছে ৪০ জন মাইক্রো অবজার্ভার। পাশাপাশি থাকছে ২৭ টি কুইক রেসপন্স টিম যাতে এক সেকশন অর্থাৎ আটজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ ও লাঠি গাড়ি পুলিশ থাকবে ভোটের লাইন ঠিক করার জন্য এবং এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নজরদারি করার জন্য।

সোমবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে জারি হয়ে গিয়েছে ১৪৪ ধারা যা ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে। ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনে মোট প্রার্থী সংখ্যা সাত জন যার মধ্যে পুরুষ পাঁচজন ও মহিলা দুইজন। ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনে ২৬০ টি বুথের মধ্যে দুটি বুথ সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত বোধ থাকবে বলে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব জানিয়েছেন। যে সমস্ত জায়গায় এক বা দুইটি বুথ থাকবে সেখানে ন্যূনতম ১ সেকশন অর্থাৎ আট জন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে এবং যেখানে তিন ও চারটি বুথ থাকবে সেখানে ন্যূনতম দুই সেকশন অর্থাৎ ১৬ জন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। নির্বাচন কমিশন এখনো পর্যন্ত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেই জায়গা থেকে কমিশন আশা করছে কোনওরকম অশান্তি ছাড়াই সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবেই ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন সম্পন্ন করতে তারা সক্ষম হবেন।

এখন দেখার বিষয়, রাজ্যের সম্প্রতি হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে ছবি সকলের সামনে ধরা পড়েছে সেখান থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সাগরদিঘী নির্বাচনের পর ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে করাতে কতটা সক্ষম হয়।

রিপোর্টে অখুশি, যাদবপুরে ইউজিসির প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এল ইউজিসি-র প্রতিনিধি দল। পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় এর আগে দু'বার রিপোর্ট পাঠিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। কিন্তু তাতে খুশি হয়নি মঞ্জুরি কমিশন। এ দিন সকাল ১১টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন তাঁরা। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনের গেট থেকে অরবিন্দ ভবনে প্রবেশ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ ও রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুর সঙ্গে করেন বৈঠক। সূত্রের খবর, এরপর তাঁরা যেতে পারেন মেইন হস্টেলে। কথাবার্তা বলতে পারেন পড়ুয়াদের সঙ্গেও। প্রসঙ্গত, সিসিটিভি লাগানো থেকে নিরাপত্তাব্যবস্থা, বহু ক্ষেত্রেই হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট এমনকী ইউজিসির গাইড লাইন মানছে না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কেন তা মানা হবে না সেই প্রশ্ন তুলে আগেই যাদবপুরে চিঠি দেয় ইউজিসি। উত্তরও দেয় যাদবপুর। গুঞ্জন ওঠে ক্যাম্পাসে আসতে পারে ইউজিসির প্রতিনিধি দল। রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু আবার জানিয়েছিলেন তাঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে ইউজিসি। জল্পনা বাড়তে বাড়তেই এক চিঠি আসে যাদবপুরে। আগের উত্তরে যে সন্তুষ্ট নয় মঞ্জুরি কমিশন, তা জানানো হয়। এরপর ক্যাম্পাসে এল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল।

রাজ্যপালকে চিঠি পাঠাল বিকাশ ভবন

আইন ভাঙার চিঠি গেল উপাচার্যদের কাছেও

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ এবার চরম পর্যায়ে। রাজভবনের বিজ্ঞপ্তির পাল্টা চিঠি দিল বিকাশ ভবন। তা-ও আবার একটি নয়, দু'টি। প্রথম চিঠিটির প্রাপক রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যেরা। দু'দিন আগে এই উপাচার্যেরাই রাজভবনের তরফে একই ধরনের একটি চিঠি পেয়েছিলেন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় চিঠিটি গিয়েছে খাস রাজভবনেরই সচিবালয়ে। রাজ্যপালের সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারির কাছে। দু'টি চিঠিতেই বিকাশ ভবন জানিয়েছে, গত ২ সেপ্টেম্বর যে বিজ্ঞপ্তিটি রাজভবন থেকে জারি করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ বেআইনি। রাজ্যে এ সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে, তা ভাঙা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

রাজভবনের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, আচার্যের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সার্বভৌম অধিকর্তা হলেন উপাচার্যই। তাঁর অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা তাঁরই নির্দেশ মেনে কাজ করবেন। সরকার তাঁদের নির্দেশ দিতেই পারে। কিন্তু সেই নির্দেশ তাঁরা মানতে বাধ্য নন। গত ২ সেপ্টেম্বর

জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসার পরে শিক্ষাজগতের অনেকেই মনে করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যত শূন্যে নামিয়ে আনল রাজভবন। এমনকী, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরকে ওই নির্দেশে অপাঙক্তেয় করে দেওয়া হয়েছে বলেও মত দেন অনেকে। কিন্তু সোমবার সেই বিজ্ঞপ্তির পাল্টা চিঠি দিয়ে বিকাশ ভবন জানিয়ে দিল, রাজভবন যা করেছে, তা মেনে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাজভবনের সেই ক্ষমতাই নেই। এ সংক্রান্ত আইন এবং তার বিশদ ব্যাখ্যা-সহ ওই চিঠি পাঠানো হয়েছে প্রাপকদের।

নাম না করে রাজ্যপালকে বেনজির আক্রমণ ব্রাত্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাম না করে সিভি আনন্দ বোসকে গোপাল ভাঁড় বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্য বসুর কথায়, 'কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার শ্রেষ্ঠ বিদূষককে রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়েছে। তাঁর আত্মা আবার জাগ্রত করা হয়েছে।' উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনায় যাচ্ছে না রাজভবন। যা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, প্রাক্তন রাজ্যপাল অন্তত আলোচনা করতেন। বর্তমান রাজ্যপালের সঙ্গে তো শেষবার ফেব্রুয়ারি মাস কথা হয়েছে। উপাচার্য নিয়ে নিয়োগ জটের মাঝেই রাজ্যের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যা নিয়ে রাজ্যপাল তথা আচার্য রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করেননি বলেই দাবি। সোমবার দুপুরে বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলন করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর কথায়, 'কোনও নিয়ম মানছেন না সিভি আনন্দ বোস। উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে ফাইল পাঠাচ্ছেন না। নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকেও মানছেন না।' রাজ্যপালের সঙ্গে বন্ডেরও তুলনা করে বলেন, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করছেন রাজ্যপাল।

নিম্নচাপের জের, দক্ষিণের তিন জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণাবর্তের কারণেই বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতা এবং আশপাশের জেলাগুলিতে। সোমবার তেমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তারা জানিয়েছে, আপাতত কলকাতায় বৃষ্টি চলবে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের অন্য তিনটি জেলায়।

মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃষ্টির কারণ হিসাবে ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ অক্ষরেখাকে দায়ী করা হচ্ছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

এ ছাড়া, দিঘা থেকে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে এই ঘূর্ণাবর্ত

এবং অক্ষরেখার জোড়া ফলায়।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি চলবে। সোমবারের পর আজ উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। ঘূর্ণাবর্তের গতিবিধির উপর পরবর্তী পূর্বাভাস নির্ভর করছে।

কলকাতা এবং শহরতলিতে গত কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টি চলছে। কখনও মুষলধারে ভিজছে শহর। কোথাও আবার হালকা বৃষ্টি হচ্ছে।

এই বৃষ্টির কারণে শহরের একাধিক রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও চরমে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল হাওয়া অফিস।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 01/09/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13535 নং এফিডেভিট বলে আমি Arun Kumar Bhowal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hemchandra Bhowal ও ও Lt. H. Ch. Bhowal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 01/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13538 নং এফিডেভিট বলে Subrata Kumar Adhikary S/o. Jaygopal Adhikary ও Subrata Adhikary S/o. J. G. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NOTICE

By affidavit No. 13141 dt. 29.08.2023 sworn before the Judicial Magistrate, 1st class, Paschim Medinipur I, the undersigned, affirmed that the real and correct names of my wife and daughter in the Birth Certificate of my daughter No. 205 dt. 09.04.2008 would be as under :
i. Dipti Rani Shee ---- wife
ii. Jyoti Kiran Shee ..... daughter
(Date of Birth: 06.02.2008)

Debasish Shee
S/O Sri Jatindra Nath Shee
R/O Plot No. 169,
Hijli Co-op. Society,
P.O. Hijli Co-op.-721306,
P.S. - Kharagpur (T),
Dist.- Paschim Medinipur

CHANGE OF NAME

I, SANAROOL SEKH, S/O- Mubarak Sekh, aged 22 years Residing at Barkalikapur, P.O. - Bakrahat, south 24 pgs. PIN -743377 have changed my name to SANAROLIR SEKH vide affidavit dated 25-Aug-2023 before 1st class Judicial Magistrate, Alipore kolkata.

Change of Name

I, **Sultana Khatun** D/o **Sk Mantaj Ali**, residing at Palbari, P.O. : Midnapore, P.S.: Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721101 have changed my name from **SULTANA KHATUN** D/o **Sk Montaj** to **SULTANA KHATUN** D/o **Sk Mantaj Ali** for all purpose by affidavit No. : 12530 dated : 19/08/2023 In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), at Midnapore. That **SULTANA KHATUN** D/o **Sk Montaj** & **SULTANA KHATUN** D/o **Sk Mantaj Ali** is same & one identical person i.e. myself & my fathar.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৫ ই সেপ্টেম্বর । ১৮ ভাদ্র। মঙ্গলবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে মেষরাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। বন্ধুবেশে ছলনাময় শত্রুকে চিনে নিতে পারবেন। যে কাজটা আটকে ছিল আজ তা হয়ে পড়তে পারে। সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজে আছেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য করেন যারা তাদের অর্থ প্রাপ্তি। বেতনভোগ কর্মচারীদের সুযোগ বৃদ্ধি। ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন সুযোগ আসবে, কর্মের চেষ্টা যারা করছেন আজ অতীব শুভ তাদের জন্য। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে লাল বস্ত্র দ্বারা আরতি করুণ নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন ,মিডিয়াতে কাজ করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজকে একটি বিরোধ চলবে। বিবাদ বিতর্ক হবে। বাড়ির নারীর সাথে গৃহ বিবাদ চরমে পৌঁছুবে। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা আছে। বিদ্যার্থীদের অশুভ। সন্তানের কারণে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, নারিকেল দ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান আপনার শুভ হবে। বাড়ির পরিবেশে শান্তি থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তি যাকে ভরসা করে অনেকটা এগিয়েছিলেন আজ তিনি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন। বেতন ভোগী কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহযোগিতায় নতুন পথের সন্ধান মিলবে, বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মিডিয়াতে কাজ করেন লেখালেখি করেন, সাংবাদিকতা করেন, তাদের জন্য আজ শুভ দিন। প্রভাবশালী কোন মানুষের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজ হয়ে পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে আরত করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পর্কে গুপ্ত শত্রুতা। আজ কেউ বান্ধব বলে সম্মানিত করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা শিক্ষকতা করেন, বিদ্যালয়ে যারা উপদেষ্টামূলক কাজে থাকেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। আইনি বিষয়ে যে জটিলতা ছিল আজ আপনার পক্ষে রায় যাবে বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বেলে তিনটি নারিকেলসহ দেব দেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে গবেষণামূলক কাজ যারা করছেন, তাদের জন্য শুভযোগ। বিদেশ ভ্রমণ করবেন ? করুন। শুভ গ্রহ যোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে গিয়ে সম্মান প্রাপ্তির দিন।

কন্যা রাশি : যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। যারা গাড়ি যানবাহন বিষয়ে ব্যবসা করেন, তাদের সতর্ক থাকার দিন। যারা পরামর্শদাতা রূপে কাজ করেন, তাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যের অর্থনৈতিক চুক্তিতে আপনি সই করবেন না। আইন আপনার বিরুদ্ধে হতে পারে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শারীরিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে। সতর্ক থেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া শুভ। গৃহ মন্দিরে যে কোন নতুন পাঁচটি ফল দিয়ে, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন, ভোগ প্রদান করুন। শুভ হবে।

তুলা রাশি : পরিবারে স্বজন বান্ধবসহ ছোট ভ্রমণ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। পিতা-মাতার সমর্থন ছিল না যে বিষয়ে, আজ সেই বিষয়ে তারা সমর্থন দিতে পারেন। প্রবীণ নাগরিক, ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে কিছু প্রাপ্তি। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি সম্ভব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে আতপ চালসহ ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ সদস্য দ্বারা বাস্তু গৃহ ভূমি বিষয় শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। ধৈর্য ধরলে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা বেতনভোগী কর্ম করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বিবাহের প্রচেষ্টা করছিলেন কিন্তু সময় শুভ ছিলনা আজ শুভ হবে। প্রবীণ নাগরিকের সাথে ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন এবং পঞ্চ ফল নিবেদন করুন বাবা বিশ্বনাথের চরণে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের নতুন যোগাযোগের পথ তৈরি হবে। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ। নিশ্চয়ই পশুপালন পশু খামারের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র ছিল। আজ তার সমাধান হয়ে পড়বে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরে আসার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর চরণে পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি ধৈর্য ধরতে হবে। কথা বললেই বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। সকালবেলায় দোকান করা, বাজার করা, নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। বাড়িতে পুরাতন বন্ধুর ফোনে অশান্তি বৃদ্ধি হবে, অপরিচিত ফোন, না ধরা শুভ। যে ছলনাময়ী নারী আপনার পাশে ছিল আজ তিনি স্বরূপ ধারণ করতে পারেন। বিশ্বাসের আগে পরীক্ষা করে দেখে নিন, তিনি আপনার আপনজন কিনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালান, ঘন্টা বাদ্য বাজিয়ে, দেব দেবীর পূজা করুন। কীর্তন আরতি করুন সমস্ত বিপদ নাশ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ অত্যান্ত সতর্ক থাকার দিন। ধৈর্য না ধরলে শান্ত না হলে বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সম্মানহানি যোগ। কর্মে দুশ্চিন্তা। যারা বেতনভোগী কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নইলে অশান্তি করা পরিবেশ তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য বাধা প্রাপ্ত দিন। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরতে হবে। গৃহবধূদের মন মানসিকতা কষ্টদায়ক থাকবে। বাড়ির অসুস্থ রোগীর কারণে ধৈর্যহানি ঘটতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা কর্মের আবেদন করছিলেন তাদের জন্য শুভ দিন। প্রেমের জন্য আজ শুভ। পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকরা আজ আপনাকে সমর্থন দিতে পারে। ভ্রমণে শুভ। যারা তরল পদার্থ। জল। মাছের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ। হারিয়ে যাওয়া কিছু আবার ফেরত আসতে পারে। আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে নারিকেলসহ সর্ব দেব দেবীর উদ্দেশ্যে সারতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(শিক্ষক দিবস। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এর ভূমিষ্ঠ দিবস)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অমীমাংসিত কর সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা বাড়ল আরও ১৫ দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার তরফে অমীমাংসিত কর সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা আরও ১৫ দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এধরণের মামলা নিষ্পত্তির জন্য ৩১ অগস্ট পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছিল সরকার । বকেয়া কর, সুদ, পেনাল্টি, লেট ফি প্রভৃতির মীমাংসার জন্য নামমাত্র টাকা মেটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। শিল্প সংগঠন ও বণিকসভাগুলির আর্জি মেনে সেই সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্যের অর্থ দপ্তর। চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে এই সুবিধাটি চালু করা হয়েছিল। প্রথম আড়াই মাসে ১২ হাজার সংস্থা এই প্রকল্পের সুযোগ নিয়েছে বলে দাবি রাজ্যের অর্থ দপ্তরের। এর ফলে রাজ্যের আয় হয়েছে ১০০ কোটি টাকারও বেশি।

জিএসটি চালুর আগে কর সংক্রান্ত যে বিরোধগুলি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল এবং নিষ্পত্তি হয়নি সেগুলির বকেয়া করের ১৫ শতাংশ মেটালে সংস্থাগুলি তাদের আর্থিক বিবরণী আরও অনেক বেশি স্বচ্ছ রাখতে পারবে বলে দাবি রাজ্যের অর্থ দপ্তরের। শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তা অনেকটাই আর্থিক রেহাই দেবে বলেও দাবি। ভ্যাট, জিএসটি এবং সেলস ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এভাবে বিরোধের মীমাংসা করা যাবে ১৫ শতাংশ কর মিটিয়ে। এক্ষেত্রে পেনাল্টি, সুদ এবং লেট ফি বাবদ যা বকেয়া আছে, সেখানেও ১০০ শতাংশ রেহাইয়ের সুযোগ পাবেন করদাতারা। এন্ট্রি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে বকেয়া করের ৫০ শতাংশ মেটালেই মীমাংসা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পেনাল্টি ও অন্যান্য বকেয়া দেওয়ার প্রয়োজন নেই।রাজ্যের ট্রান্সপোর্ট সংস্থাগুলিও রাজ্য সরকারের এই স্কিমের আওতায় আসতে পারবে। সেক্ষেত্রে কর বকেয়া রাখার জন্য যে পেনাল্টি দেওয়ার কথা, তার দু'শতাংশ বা ১৫ হাজার টাকা; দুয়ের মধ্যে যেটি কম, সেটুকু মিটিয়ে দিলেই হবে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, গত অর্থবর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন কোর্ট ও ট্রাইব্যুনালে ২৫ হাজার মামলা ঝুলেছিল। তাদেরই এই সুযোগ করে দিয়েছে রাজ্য সরকার।

'শিক্ষারত্ন' পাচ্ছেন রঘুনাথপুর নফর অ্যাকাডেমির ড. অপূর্বকুমার বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শিক্ষক হিসেবে যাঁরা গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে কিছু করেছেন, পড়ুয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ অবদান রেখেছেন, প্রতি বছরের মতো এবারও তাঁদেরও হাতে তুলে দেওয়া হবে 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কার । আজ, মঙ্গলবার শিক্ষকদিবসে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই পুরস্কার পেতে চলেছেন নিশ্চিন্দা রঘুনাথপুর নফর অ্যাকাডেমির শিক্ষক অপূর্বকুমার বিশ্বাস। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সম্মান তুলে দেবেন শিক্ষকদের হাতে।

দমদমের বাসিন্দা অপূর্বকুমার বিশ্বাস। হাওড়ার রঘুনাথপুর নফর অ্যাকাডেমি হাই স্কুলের দুই শিক্ষক এই বছর পুরস্কৃত হচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক ড. চন্দন মিশ্র পাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও সহ শিক্ষক পাচ্ছেন 'শিক্ষারত্ন'। আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে জাতীয় শিক্ষক সম্মান পুরস্কার পাচ্ছেন। তার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'শিক্ষা রত্ন' সম্মান পাচ্ছেন ড. অপূর্বকুমার বিশ্বাস।

অপূর্বকুমার বিশ্বাস বলেন, 'শিক্ষক কখনও তৈরি করা যায় না। শিক্ষক জন্মায়। হাজার দুর্নীতি থাকুক, সব অন্ধকারকে কাটিয়ে তারা এগিয়ে যাবে, আমি সেই সদর্থক চিন্তাভাবনাতে বিশ্বাস করি। যারা দুর্নীতি পরায়ন, ফাঁকিবাজ তারা তাদের কাজ করে যাবে, প্রশাসন যতই শক্ত হোক না কেন, আলো আর আঁধার দুটোই থাকবে। যারা প্রকৃত শিক্ষক তাঁরা সমাজকে আলোকিত ও সেবা করে যাবেন। আমি ৩৫ বছর ধরে এভাবেই কাজ করে এসেছি, আজও তাই করে যাচ্ছি। আর এই সম্মান পাওয়ার পর আরও উদ্যম ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাব।'

একইসঙ্গে জোড়া পুরস্কারের খবরে খুশি হাওড়া রঘুনাথপুর নফর অ্যাকাডেমি স্কুলে। স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস বলেন, 'এই সম্মানে তাঁরা খুশি। এটা একদিনের ঘটনা নয়। এটা অনেক বছরের পরিশ্রমের ফল।' স্কুলের অন্য এক শিক্ষক দীপ্ত নস্কর জানান, 'আমাদের স্কুলের দুই শিক্ষক একজন দেশব্যাপী, অন্য জন রাজ্যব্যাপী আমাদের স্কুলের নাম ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এটা আমাদের কাছে দারুণ আনন্দের ও গর্বের বিষয়। এই সম্মানে স্কুল ও এলাকার সমস্ত মানুষ খুশি।' উল্লেখ্য প্রতি বছরের মতই শিক্ষক দিবসে কেন্দ্র ও রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রকের থেকে দেশের ও রাজ্যের সেরা শিক্ষকদের সম্মানিত করা হয়।

শিক্ষারত্ন পুরস্কারে মনোনীত কাঁকসার সুকুমার রুইদাস

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

গত ৩০ বছর ধরে কাঁকসার বিরুডিহা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুকুমার রুইদাস। এই বছর শিক্ষারত্ন পুরস্কারে মনোনীত হয়েছেন সুকুমারবাবু। মঙ্গলবার কলকাতার ধনধান্যে স্টেডিয়াম থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষারত্ন পুরস্কারের মনোনীতদের নাম ঘোষণা করবেন। তারপরেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে জেলার একমাত্র শিক্ষারত্ন পুরস্কারে মনোনীত সুকুমার রুইদাসের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেবেন জেলাশাসক।

গত ৩১ অগস্ট তিনি শিক্ষারত্ন পুরস্কারে মনোনীত হয়েছেন। সেই খবর জানাজানি হতেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানান তাঁর সহকর্মীরা। সুকুমারবাবুর সহকর্মীরা এই খবর পাওয়ার পরই রীতিমতো তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করছেন। তাঁদের দাবি, জেলার মধ্যে সুকুমারবাবু একজন যোগ্য শিক্ষক। মানুষ হিসাবে যেমন তিনি অত্যন্ত গুণী, তেমনই সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগুরু হওয়ার সঙ্গে তিনি বিদ্যালয়ের একজন অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বিদ্যালয়ে তিনি ভূগোল এবং শরীর শিক্ষা বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা শেখানোর পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ বাড়ান। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা জানায়, সুকুমার রুইদাসের কাছে লেখাপড়া শিখে বহু ছাত্রছাত্রী বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষক হিসাবে তিনি অত্যন্ত প্রিয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে। সুকুমার রুইদাস জানিয়েছেন, প্রায় ৩০ বছর ধরে তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। আর কয়েক মাস পর অবসর নেবেন। অবসর পাওয়ার আগেই এই সম্মান তাঁকে আলাদা পরিচয় এনে দিয়েছে গোটা এলাকায়। তিনি জানিয়েছেন, এতদিন তিনি দেখে এসেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকারাই এই সম্মান পেয়ে আসতেন। কিন্তু এবার প্রথম সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি শিক্ষারত্ন পুরস্কার পেয়ে সেই সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন।

পুরুলিয়ার সিমেন্ট কারখানার ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রাজ্যের শিল্পায়নের মুকুটে নতুন পালক সংযোজন হল। সোমবার দুপুরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের হাতে গড়া পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরীতে উদ্বোধন করলেন শ্রী সিমেন্ট গ্রুপের নতুন একটি কারখানার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি এই কারখানার উদ্বোধন করেন।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরী শিল্পতালুকের মধ্যে নিতুড়িয়া থানার দিঘা এলাকায় ৬২ একর জমির ওপর ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই কারখানা গড়ে উঠেছে। এই কারখানায় স্থায়ী কর্মসংস্থান হচ্ছে ৫০০ জন শ্রমিকের। ইতিমধ্যেই এই কারখানায় পরীক্ষামূলক ভাবে উৎপাদন শুরু করা হয়েছে। দৈনিক ১২-১৩ হাজার ব্যাগ সিমেন্ট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই রঘুনাথপুর জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরীতে নির্মাণকাজ শুরু করেছে আরও কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠী, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্যাম স্টিল শিল্পগোষ্ঠী ,ডিপিএস (ডিসেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই) শিল্পগোষ্ঠী। এদের কারখানা গড়ার জন্য সীমানা প্রাচীর দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, পুরুলিয়ার জেলাশাসক রজত নন্দা, জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, সহ-সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনাথপুরের এসডিও তামিল ওভিয়া এস সহ অন্যান্যরা।

এদিকে অনুষ্ঠান মঞ্চে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো। সোমবার সকালে তিনি পুরুলিয়া থেকে নিতুড়িয়ার ওই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে মফস্বল থানার আমজোড়ার কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঘমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো সহ অন্যান্যরা। যদিও পুরুলিয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতির তেমন ভাবে কোনও আঘাত লাগেনি। পরে তিনি অন্য গাড়িতে করে ওই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌঁছন।

'সম্পর্কের সুতো, সুতোর সম্পর্ক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মরে যেতে নেই বলেই বেঁচে থাকাটা সহজ, কিন্তু ভালো থাকাটা কঠিন। ভালো থাকতেই আড্ডায় আসুন'। সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এমনটাই লিখেছিলেন তিনি। বিশিষ্ট কোলাজ শিল্পী তপন সাহা 'চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাট'-এর পঞ্চম সপ্তাহের আড্ডাটিকে বেঁধে দিলেন রাখি বন্ধন উৎসবের অন্য এক মাত্রায়। প্রায় ছয় হাজার বছরের পুরোনো এই উৎসব এবারে ছিল গত ৩০ শে অগস্ট। তারই রেশ টেনে গতকাল দিদি ও বোনেরা বেঁধে দিলেন ভাইদের হাতে নানা রঙ ও ভিন্ন ভিন্ন কারুকাজের রাখি। পথচলতি মানুষ উপভোগ করেছেন এদিনের অনুষ্ঠানের গান, কবিতা-সহ একটা জমজমাটি আড্ডার মধ্য দিয়ে প্রাণখোলা হাসি। যে হাসি হাসতেই প্রতি রবিবার এই বকুলতলা ঘাটে নিয়মিত আড্ডা বসে।

মহিলাদের মধ্যে ডায়াবেটিসের লক্ষণ

ডাঃ দেবাদিত্য দাস
MD (মেডিসিন), DM (এন্ডোক্রাইনোলজি)
IPGMER এবং SSKM হাসপাতাল. কলকাতা

ডায়াবেটিস একবিংশ শতাব্দীতে মানব স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় উদ্বেগের একটি এবং সারা বিশ্বে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ডায়াবেটিস দীর্ঘমেয়াদী রোগের অবস্থা যেখানে হয়ত শরীর ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না বা পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন ব্যবহার করতে পারে না, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস হওয়ার কারণের মধ্যে রয়েছে একজন ব্যক্তির জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস, জেনেটিক্স ইত্যাদি। ডায়াবেটিসে স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য হার্ট-সম্পর্কিত ব্যাধি সহ বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।

ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে, ভারতের ৬৪০টি জেলার মধ্যে ২৫৪টিতে মধ্যবয়সী মহিলাদের মধ্যে ডায়াবেটিসের প্রবণতা খুব বেশি (১০% এর বেশি) এবং ১৩০টিতে মাঝারি (৮.৭-১০.৬%) প্রবণতা রয়েছে। এই হার মধ্য ভারতে সবচেয়ে কম তবে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে মহিলাদের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি। শহরের পরিবেশে বসবাস, অতিরিক্ত ওজন এবং উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।১

বেশিরভাগ সময়, ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলি অজানা থাকতে পারে যার ফলে ভবিষ্যতে জটিলতা হতে পারে। ডায়াবেটিসের যে লক্ষণগুলো বুঝতে হবে তা হলো২

অতিরিক্ত প্রস্রাবের প্রবণতা
ডায়াবেটিস রোগীদের অত্যধিক এবং ঘন ঘন প্রস্রাব হয়, যা ডায়াবেটিসের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ। সাধারণত, কিডনির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় গ্লুকোজ শরীর দ্বারা পুনরায় শোষিত হয়। তবে, যখন ডায়াবেটিসের কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়, তখন কিডনি সমস্ত শর্করা পুনরায় শোষণ করতে পারে না। ফলস্বরূপ, শরীর আরও তরল নির্গত করে এবং বেশি প্রস্রাব তৈরি করে।

তীব্র তৃষ্ণা
ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণে জলের পরিমাণ কমে যায় যার ফলে তীব্র তৃষ্ণার্ত অনুভব করতে পারেন এবং মুখে শুষ্কতা হতে পারে।

প্রচণ্ড ক্ষুধা/খাওয়ার ইচ্ছা
ডায়াবেটিসের একটি সাধারণ লক্ষণ হল প্রচণ্ড ক্ষুধা। ব্যক্তির উপর বেশি খাবার খাওয়ার চাপ থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায় এবং অতিরিক্ত ওজন বাড়ায়। ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণে গ্লুকোজ নষ্ট হয়ে যায়, যা কোষকে ক্ষুধার্ত করে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। শরীরে পর্যাপ্ত ইনসুলিন না থাকলে বা ইনসুলিন প্রতিরোধী না হলে কোষগুলি গ্লুকোজ গ্রহণ করতে পারে না এবং শক্তি উৎপাদন করতে পারে না; এতে ক্ষুধা ও ক্লান্তি বাড়ে।

ঝাপসা দৃষ্টি
ব্লাড সুগারের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে গেলে চোখে জলীয় পদার্থ আনাগোনার কারণে দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে। ফলস্বরূপ, জলীয় পদার্থের ভারসাম্য পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে চোখের আকৃতি এবং ফোকাস করার ক্ষমতা পরিবর্তন হতে পারে, যার ফলে দৃষ্টি ঝাপসা হতে পারে।

হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া
ইনসুলিনের অভাব শরীরকে শক্তি ব্যবহারের জন্য কোষে রক্তের গ্লুকোজ সরবরাহ করতে বাধা দেয়। যখন এটি হয়, শরীর সাধারণভাবে শক্তির জন্য তার পেশী এবং চর্বি সঞ্চয় করে, ফলে ওজন হ্রাস হয়।

ধীরে গতিতে ক্ষতস্থান বা কাটা নিরাময়
সময়ের সাথে সাথে অত্যধিক রক্তে শর্করার মাত্রা স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে এবং রক্ত প্রবাহ ব্যাহত করতে পারে, আপনার শরীরের ক্ষত নিরাময় করা কঠিন করে তোলে।

হাতে এবং পায়ে ঝিনঝিন
উচ্চ রক্তে শর্করার মাত্রা শরীর জুড়ে স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে তবে প্রায়শই পায়ে এবং পায়ের পাতায় হতে পারে, যার ফলে হাত ও পা ঝনঝন করে।

জেলার গর্ব আনন্দময় ঘোষ পাচ্ছেন শিক্ষারত্ন পুরস্কার

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন সোনামুখী ব্লকের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ। আগামিকাল অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন রাজ্যের তরফ থেকে আনন্দময় ঘোষকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এই শিক্ষক মহাশয় শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাই দেন না ছাত্রদের, তিনি সমাজকে সচেতন করার কাজ করে চলেছেন প্রতি মুহূর্তে। বৃষ্টির জল যখন স্কুলের ছাদে পড়ে সেই জল সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা হয় এই স্কুলে। এমনকি ব্যবহার করা জল সরাসরি যাতে ভূগর্ভে যায় সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শিক্ষক মহাশয় গ্রামের সকল মানুষকে বলেছেন, কেউ যাতে প্লাস্টিক যেখানে সেখানে না ফেলে তা নিজেরা সংরক্ষণ করে যাতে স্কুলে পৌঁছে দেন, প্লাস্টিক সংরক্ষণের জন্য শিক্ষক মহাশয় ইকো ব্রিক্স তৈরি করেছেন, বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য গ্রামে গ্রামে প্রচারও করেন তিনি। এই এত কিছুর জন্য শিক্ষক মহাশয় আনন্দময় ঘোষ এলাকার মানুষের কাছে নয়নের মণি হয়ে আছেন।

স্বাভাবিকভাবেই আনন্দময় ঘোষকে নিয়ে গর্বিত পরিবার, আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে জেলাবাসী সকলেই। ইতিমধ্যেই তাঁর এই সাফল্যের জন্য তাঁকে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা সংবর্ধনা জানাচ্ছেন। তাঁর এই সাফল্যের জন্য সহধর্মিনী ও পরিবারের যে যথেষ্ট অবদান রয়েছে তা বলতে ভোলেন না আনন্দময়বাবু। আনন্দময় বাবুর স্ত্রী নিপা ঘোষও একজন শিক্ষিকা। আগামীদিনে তিনিও স্বামীর পথে চলতে চান বলে জানালেন।

আনন্দময় ঘোষ বলে, 'এটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের। এই পুরস্কার পেয়ে বিদ্যালয়ের প্রতি ও সমাজের প্রতি আরও দায় দায়িত্ব বেড়ে গেল। আমার কাজ দেখে রাজ্য সরকার আমাকে শিক্ষারত্ন পুরস্কার দিয়েছে, তাই রাজ্য সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই।' আনন্দময় ঘোষের স্ত্রী নিপা ঘোষ বলেন, 'আমার স্বামী শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন এটা শুধু আমার কাছে নয়, গোটা জেলার মানুষের কাছে গর্বের বিষয়। আগামী দিনে তার জীবনে আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক এই প্রার্থনা করি।'

সরকারি অফিসে ফের কর্মবিরতির ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়া-সহ একাধিক দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ আরও একবার সরকারি অফিসে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। আগামী ১০ ও ১১ অক্টোবর রাজ্যজুড়ে সব সরকারি ও আধা সরকারি অফিসে এই কর্মবিরতি পালন করা হবে বলে মঞ্চের আহ্বায়ক অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য সোমবার কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন। পাশাপাশি ১০ সেপ্টেম্বর থানা চলো, ১৮ সেপ্টেম্বর বিডিও অফিস চলো, ২৪ সেপ্টেম্বর রাজভবন চলোর ডাক দেওয়া হয়েছে। এইদিকে আজকের ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনেও মঞ্চের তরফে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। যার নম্বর ৯৭৩২৯৭৮৬৮৮।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ সেপ্টেম্বর ১৮ ভাদ্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার

লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস-এর ১৬টি ডাউনলোড ফাইল তদন্তে ব্যবহার নয়, হাইকোর্টে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার কম্পিউটারে 'ইডির ডাউনলোড' করা ১৬টি এক্সএল ফাইল ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। ইডি তল্লাশির সময় ওই ফাইল ডাউনলোড করেছে, সংস্থার তরফে থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এ নিয়ে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। এই সংক্রান্ত একটি মামলায়, ওই ১৬টি এক্সএল ফাইল ব্যবহার করা হবে না, কলকাতা হাইকোর্টে মৌখিক ভাবে জানাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মতে, এখ নই তদন্তের বিষয়ে রাখা হবে না ওই বিতর্কিত ১৬টি ফাইল। সোমবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, আপাতত ওই বিতর্কিত ১৬টি ফাইল ব্যবহার করা হবে না, তা নিশ্চিত করবে ইডি।

লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার দপ্তরে তল্লাশি করতে গিয়ে তাদের কম্পিউটারে ইডির এক আধিকারিক ১৬টি এক্সএল ফাইল ডাউনলোড করেন বলে অভিযোগ। সেই ফাইল বেআইনি ভাবে ডাউনলোড করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন

ওই সংস্থারই এক কর্মী। ফাইলগুলি দেখতে চেয়েছিল হাই কোর্ট।

গত শনিবার সিএফএসএল থেকে ১৬টি ফাইল নিয়ে যাওয়ার জন্য ইডি এবং লালবাজারের অপরাধ দমন শাখাকে নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট। সোমবারের শুনানিতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, ১৬টি ফাইলের প্রতিলিপি না নিয়েই চলে এসেছেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিক। ওই আধিকারিক আদালতের নির্দেশ অবমাননা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা উচিত। যদিও ওই দাবি সঠিক নয় বলে পাল্টা দাবি করে রাজ্য। এই অবস্থায় আদালত এ বার সরাসরি সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (সিএফএসএল)-কে ওই ১৬টি ফাইলের রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। আদালত এ বার সরাসরি (সিএফএসএল)-র কাছ থেকে ওই ১৬টি ফাইলের তথ্য জানতে চেয়েছে। আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টেয় এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রসঙ্গত, ইডির উদ্ধার করা নথি নিয়ে সোমবার প্রশ্ন তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কিশোর দত্ত। মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ থেকে লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থায় ইডির তল্লাশি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অভিষেক সংস্থার নাম না করলেও 'আমার অফিস' বলে উল্লেখ করেছিলেন। মামলাও হয় এ নিয়ে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী এই মামলায় প্রশ্ন তোলেন, ওই ১৬ টি ফাইলের পাশাপাশি অন্য তথ্যপ্রমাণ নিয়েও সন্দেহ থাকছে। পাল্টা বিচারপতি ঘোষের মন্তব্য, 'এটা কোনও তল্লাশি বা বাজেয়াপ্ত করার মামলা নয়। ইডির করা মামলা (ইসিআইআর) নিয়ে আদালত চিন্তিত। অন্য বেঞ্চ এই মামলায় ইডিকে কিছু নির্দেশ দিয়েছে। এই অবস্থায় ইডি তাদের কাজ করুক। এই কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের মতো শুনানি করছে। সেখ ানে নতুন নতুন বিষয় কেন নিয়ে আসা হচ্ছে?'

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের মামলায় আগাম জামিন নওশাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আপাতত স্বস্তি আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় ভাঙড়ের বিধায়কের আগাম জামিন মঞ্জুর করল হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ শর্ত সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে। হাইকোর্ট জানায়, তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে নওসাদকে। তদন্তকারী আধিকারিরের অনুমতি ছাড়া রাজ্যের বাইরে যেতে পারবেন না নওসাদ।

নওসাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে কলকাতার বউবাজার থানায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ আনেন এক তরুণী। 'তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে', পাল্টা অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন

নওসাদ।

গত ৫ জুলাই দুপুরে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নিউটাউন থানায় আসেন এক তরুণী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাঙড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিধাননগরের তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। ওই তরুণীর অভিযোগ ছিল, 'বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সহবাস করেছেন নওসাদ। ভালবাসার নামে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। পরে বউবাজার থানায় গিয়ে ওই তরুণী অভিযোগ জানান।

শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক দাবিতে শিক্ষক দিবসের ২৪ ঘণ্টা আগে করুণাময়ীতে শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের ডেপুটেশন কর্মসূচি। ছবি: অদিতি সাহা

মমতার কাছে উদয়নিধির ধর্ম নিয়ে মন্তব্যের জবাব চাইলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বাংলায় বিজেপির সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সংগঠন মজবুত করার লক্ষে সোমবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে এই জেলায় আসেন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের পুত্র তথা উক্ত রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্ম নিয়ে করা মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি বলেন, 'তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের ধর্ম নিয়ে মন্তব্যের উনি বিরোধিতা করবেন, নাকি সমর্থন করবেন, তা আগে মমতা দিদি জানাক।'

এদিন সকালে ব্যারাকপুরে দলীয় কার্যক্রম থেকে খাদ্য প্রতিমন্ত্রী শ্যামনগরে আসেন। সেখান থেকে বেলায় ভাটপাড়ায় যান তিনি। ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের পুত্র তথা উক্ত রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্মের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন কেন্দ্রীয় খাদ্য

প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। উদয়নিধির মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় গোটা দেশ। ইন্ডিয়া জোটের শরিক তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র উদয়নিধি তরুণ ডিএমকে নেতা শনিবার চেন্নাইয়ে লেখকদের একটি অনুষ্ঠানে বলেন, কিছু জিনিস আছে, যার বিরোধিতা যথেষ্ট নয়, তা নিশ্চিহ্ন করা দরকার। যেমন করোনা, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির বিরোধিতা নয়, তাদের নিশ্চিহ্ন করা দরকার, তেমনই সনাতন আদর্শকেও মুছে ফেলা দরকার।

সনাতন ধর্ম নিয়ে উদয়নিধির মন্তব্যে সরব হয়েছে বিজেপি ও তার সহযোগী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। এদিনে হালিশহরে কালীমায়ের পূণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যারা হিন্দু ধর্মকে অপমান করছেন। যারা হিন্দু ধর্মকে শেষ করতে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো শধ প্রয়োগ করছেন। তাদের যেন মা সুবুদ্ধি দেন।' তাঁর কথায়, সংবিধানের শপথ নিয়ে তামিলনাড়ু রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন উদয়নিধি। সুতরাং তার মুখে এই ধরনের মন্তব্য মানায় না। নকল ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে তাঁর কটাক্ষ, হিন্দু ধর্মকে যারা অপমান করছেন। তারা জেনে নিন হিন্দু ধর্ম কোনও পোড়া ছাই নয়, যে উড়ে যাবে। ভারতের মানুষের শিরা-উপশিরায় হিন্দু ধর্ম বইছে।

পাশাপাশি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উদয়নিধির হিন্দু ধর্ম নিয়ে মন্তব্যের জবাব চান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের হিন্দুধর্ম নিয়ে মন্তব্য সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মত জানতে চান তিনি। এদিন রামপ্রসাদের কালীমন্দির থেকে বেরিয়ে তিনি হালিশহর নিগমানন্দ আশ্রমে যান। বিকেলে তিনি বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে লোকসভা প্রবাস কমিটির বৈঠকে অংশ নেন। তারপর তিনি বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চারটি মণ্ডলের কার্যকর্তা ও শক্তিকেন্দ্র প্রমুখদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন।

এনিয়ে রবিবার মুখ খোলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদয়নিধির মন্তব্যকে সরাসরি ধিক্কার না জানিয়ে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মতামত দেওয়ার আগে সতর্ক ও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত বলে বার্তা দেন তিনি। মমতা বলেন, 'সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, মানুষকে আঘাত করে, এমন কোনও মন্তব্য করবেন না।'

হালিশহরে শিক্ষক সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে ১৯৬২ সালে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন ড সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণান। দায়িত্ব নেওয়ার পর ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। শিক্ষক দিবসের আগের দিন সোমবার শিক্ষকদের ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের তরফে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত সাংসদের প্রতিনিধি

হিসেবে হাজিনগর আদর্শ হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রসাদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের হাতে তুলে দিলেন মানপত্র, ফুল-মিষ্টি। তবে সাংসদের তরফে সংবর্ধনা পেয়ে খুশি শিক্ষকরা। প্রসাদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অর্ঘ্য দে বলেন, 'ছাত্রদের সঙ্গে আমরা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক যাতে অটুট থাকে, তারা সর্বদা সেই চেষ্টা চালিয়ে যাব।' সাংসদের প্রতিনিধি রাজা দত্ত বলেন, 'একজন শিক্ষকের আশীর্বাদে আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় পৌঁছতে পারি। তাই শিক্ষকদের উপেক্ষা করা ঠিক নয়। সমাজ গড়ার কারিগরদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করা উচিত।'

জানান, সাংসদের পরামর্শ অনুযায়ী আগামীদিনেও তারা সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভ্যাপসা গরমে ভাটপাড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিংয়ে অতিষ্ট সাধারণ মানুষ। মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের জেরে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার শিশু থেকে বয়স্করা। লাগামহীন লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে সোমবার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ভাটপাড়া কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে বিক্ষোভ দেখাল সিপিএম। লাগামছাড়া লোডশেডিং বন্ধ, বিদ্যুতের দাম কমানো-সহ সাত দফা দাবিতে এদিন সিপিএমের ভাটপাড়া-জগদ্দল এরিয়া কমিটির তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ শেষে তারা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার অধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন সিপিএমের ভাটপাড়া-জগদ্দল এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ণ রায়, এরিয়া কমিটির সদস্য অভি কর, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস গঙ্গোপাধ্যায়, দীক্ষিত বিশ্বাস প্রমুখ। সিপিএম নেতা নারায়ণ রায় বলেন, 'রাজ্য জুড়ে পাল্লা দিয়ে লোডশেডিং হচ্ছে। তাই লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। যাতে বিদ্যুতের ঘাটতি মিটিয়ে লোডশেডিং বন্ধ করা হয়।'

লকআপে বন্দিকে 'খুন'! আইসি ও তদন্তকারী অফিসারকে সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার লকআপে গলায় বেল্টের ফাঁস দিয়ে গোবিন্দ ঘোষ নামে এক যুবককে খুনের অভিযোগে কাঠ গড়ায় পুলিশ। যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে থানার আইসি ও তদন্তকারী অফিসারকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে অভিযুক্ত থানার সিসিটিভি ফুটেজও চেয়েছে আদালত।

সোমবার মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত বলেন, 'যথেষ্ট গুরুতর ঘটনা। স্বচ্ছ ভাবে এর তদন্ত হওয়া জরুরি। ঘটনার আগে ও পরের তিন দিনের মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে।' পাশাপাশি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, স্থানীয় পুলিশের থেকে সিআইডি তদন্ত হাতে নিলেও তদন্তের অগ্রগতি দেখতে চায় আদালত। তাই এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট দিয়ে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর জানাতে হবে হাইকোর্টকে। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে বিচারপতি সেনগুপ্তর আদালতে এমন ইস্যুতে মামলা দায়ের করার অনুমতি চাওয়া হয়।

সূত্রের খবর, গত ২ অগাস্ট প্রতিবেশী এক পুলিশকর্মীর বাড়িতে চুরির অভিযোগে নবগ্রাম থানার পুলিশ গোবিন্দ ঘোষ নামে ওই ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগ, লকআপে পুলিশের অত্যাচারের ফলেই মৃত্যু হয়েছে গোবিন্দর। ঘটনার দুই দিন পর ৪ অগস্ট পুলিশ বাড়ির লোককে জানায়, গোবিন্দ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। পরিবারের আরও অভিযোগ, পুলিশ লকআপে থাকার সময়ই মারধর করে চুরির কথা গোবিন্দকে স্বীকার করাতে বাধ্য করা হয়েছে। হাসপাতালেই মৃত্যু হয় গোবিন্দর। পরিবার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।

ডিএ দিতে পারছে না অথচ ক্লাবের অনুদানে ৪০০ কোটি! থানা-অফিস ঘেরাওয়ের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বকেয়া ডিএ-সহ একগুচ্ছ দাবিতে ২২১ দিন ধরে আন্দোলন করেও দাবি পূরণ হয়নি। সরকারি ডিএ দিচ্ছে না অথচ পুজোর জন্য ক্লাবকে টাকা দিচ্ছে। এমনই ক্ষোভ আন্দোলনকারীদের মধ্যে। এবার এই আন্দোলন আরও বৃহত্তরে পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথমঞ্চ ।

কলকাতার পাশাপাশি এবার থানা ও ব্লক স্তরেও আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় আগামী ১০ সেপ্টেম্বর 'থানা চলো' এবং ১৮ সেপ্টেম্বর 'বিডিও অফিস চলো' কর্মসূচি নিয়েছে যৌথমঞ্চ । একই সঙ্গে আগামী ১০ এবং ১১ অক্টোবর কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। ২৪ সেপ্টেম্বর গণ ডেপুটেশন জমা দেওয়া হবে রাজভবনেও। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে একথা জানান সংগ্রামী যৌথমঞ্চের নেতৃত্ব । সংগ্রামী যৌথমঞ্চের অভিযোগ, বকেয়া ডিএ-সহ গুচ্ছ দাবিতে ২২১ দিন ধরে আন্দোলন করলেও এবিষয়ে সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ

নেই।

এবার দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে ৭০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য। অন্যান্য বারের মতো এবারেও পুজো কমিটিগুলির বিদ্যুৎ বিলেও ছাড় দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। নেতৃত্বর অভিযোগ, পুজোর অনুদানে সবমিলিয়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা খ রচ করছে রাজ্য। তখন সরকারের ভাঁড়ারে টান পড়ে না। শুধু আমরা বকেয়া ডিএ-র দাবি জানালেই সরকারের কোষাগার শূন্য হয়ে যায়।

পাল্টা হিসেবে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রসঙ্গ টেনে এনেছে তৃণমূল। শাসকদলের বক্তব্য, ১০০ দিনের প্রকল্প সহ কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে গত দু'বছর ধরে মোদি সরকার রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। এবিষয়ে আন্দোলনকারী কর্মচারীরা কেন নীরব সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা। যদিও আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, বকেয়া ডিএ-র দাবিতে এবার আন্দোলন আরও তীব্রতর করা হবে। তারই পদক্ষেপ হিসেবে ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁরা দেখা করবেন রাজ্যপালের সঙ্গেও।

মশা মারতে ভিয়েতনামের মশারি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কথায় আছে, মশা মারতে কামান দাগা!

কামানে মশা মরে কি না জানা নেই, তবে মশা মারতে এবার বাজারে আসছে ভিয়েতনামের মশারি।

ভাবছেন তো মশারি তো মশা আটকায় সবাই জানে। কিন্তু মশারি মশা মারবে কী করে? আসলে ভিয়েতনামে একধরনের মেডিকেটেড মশারি তৈরি করা হয় যা সে দেশে ম্যালেরিয়া রুখতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এই মশারির নাম লং-লাস্টিং ইনসেক্টিসাইডাল নেটস । এই ধরনের মশারি ম্যালেরিয়ার কিউলেক্স মশার যম। তবে শুধু কিউলেক্স মশা নয়, ডেঙ্গি এডিস ইজিপ্টাই মশা বা যে কোনও ধরনের বিষাক্ত পোকামাকড় থেকেও রেহাই দেবে এই মশারি। এর গায়ে কীটনাশকের কোটিং করা আছে যা

মশার লালায় ঢুকলেই তার মৃত্যু হবে।

জানা গিয়েছে, ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার মশাকে জধ করতে ভিয়েতনামি মশারি বিলি করবে কলকাতা পুরসভা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গোটা মশারির গায়ে এমন একধরনের কীটনাশকের স্তর আছে যাতে বসলেই মশা আটকে যাবে। মশারির নেটের মধ্যে আটকে ছটফট করতে করতে মরবে।

এই ধরনের মশারির নেট খুব শক্ত সুতি বা সিন্থেটিক উপাদানে তৈরি। সাদা রঙের মশারি ওজনে হাল্কা এবং মশারির নেটগুলো এমনভাবে তৈরি যাতে ভেতরে যথেষ্ট হাওয়া চলাচল করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘরে যখন মশারি টাঙাবেন না, তখন কিন্তু নেট গুটিয়ে রেখে দেবেন না। বরং ঘরের একপাশে ঝুলিয়ে রাখুন। তাতেও মশা কম ঢুকবে ঘরে।

বর্ষার শুরু থেকেই শহরে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া-সহ মশাবাহিত রোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মৃত্যুও হচ্ছে। মশা মারতে তেল ছড়ানো, মাঝেমধ্যে গাপ্পি মাছ ছাড়া-সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হলেও, মশাদের বাগে আনা যাচ্ছে না। এবার মশা মারতে ভিয়েতনামের মশারি আনার ভাবনা। তাতে যদি কাজ হয়।

সূত্রের খবর, পুরসভার তরফে প্রত্যেকটি বোরো এলাকা ধরে হিসাব করে একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী মেডিকেটেড মশারির জন্য অর্ডার পাঠানো হবে।

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্য সম্মান চায়

দুর্গাপুজো বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। বাংলার এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে পুজো নেই। হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ পুজো হলেও এই আয়োজনে ধর্মের চেয়ে সবসময় বড় হয়ে উঠেছে উৎসবের আবহ। তাতে শামিল হয় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও। রাজ্যজুড়ে বহু পুজো কমিটিতে দেখা যায় মুসলিম, খ্রিস্টানদের। এই কারণে ইন্ডোরে যে বৈঠকটি মুখ্যমন্ত্রী করলেন, তাতে হাজির ছিলেন মসজিদের ইমাম, গির্জার ফাদার, গুরুদ্বারের প্রতিনিধিরা।

সত্যি কথা বলতে, পুজোর উৎসবের আয়োজনে একটা রাজনৈতিক দিকও আছে। পাড়ায় পাড়ায় একতার প্রাচীর গড়া থেকে জনসংযোগ, সুযোগকে কাজে লাগান জনপ্রতিনিধিরা। সিপিএম পুজোর মধ্যে সরাসরি জড়াত না। ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো ছিল শারদোৎসবের দিনগুলি। প্যান্ডেলের বাইরে বইয়ের স্টল দেওয়া হত। নেতারা পুজোর ধারে-কাছে যেতেন না। কালক্রমে পুজোর ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। আয়োজনের পুরো দখল নেয় অ-বাম শিবির। প্রথমে কংগ্রেস এবং এখন তৃণমূল নেতৃত্বের হাতেই চলে গিয়েছে পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলি। সিংহভাগ পুজোর মাথা তৃণমূল নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, জনপ্রতিনিধিরাই।

বিজেপি হিন্দুত্বর কথা বললেও পুজোর দখল নিতে চূড়ান্ত ব্যর্থ। কলকাতায় কমিটিগুলিতে তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন। জেলায় যেখানে জনপ্রতিনিধিরা আছে, সেখানে কিছুটা প্রভাব আছে। সর্বত্র বরং তৃণমূলই সব।

এই আবহে রাজ্যজুড়ে পুজো কমিটির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অনুদান বৃদ্ধি, বিদ্যুতের বিলে ভালো শতাংশের ছাড় উদ্যোক্তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। ভাঁড়ার শূন্য বলেও মমতার এই দানের পিছনে এক বড় উদ্দেশ্য আছে। এই বাংলার পুজোর দিকে মন বহির্বিশ্বের। যা অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক। উৎসবে হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নি আগামী দিনে রাজ্যের পক্ষে শুভ হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে গেরুয়া শিবিরকে অস্বস্তিতে ফেলেছে দুর্গাপুজোকে 'ইউনেস্কো'-র স্বীকৃতি। তিনি সহাস্যে এবার বলতে পারেন, 'কারা যেন বলেছিল বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না! আসুন দেখে যান। বাংলায় যা পুজো হয় দেশের কোথাও হয় না।' জয় ইউনেস্কোর জয়!

জন্মদিন

আজকের দিন

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৮৮৮ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও দার্শনিক রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন।
১৯৭৯ বিশিষ্ট সরোদবাদক আয়ান আলি খানের জন্মদিন।
১৯৮৬ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রজ্ঞান ওঝার জন্মদিন।

পণ্ডিত হীরালাল চক্রবর্তী: একালের বিরল শিক্ষক

স্বপনকুমার মণ্ডল

শিক্ষক দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

ধনের বিদ্বেষবোধেও বিদ্যায় শ্রদ্ধা নেমে আসে। শুধু তাই নয়, ধনের বনেদিয়ানাও বিদ্যার আভিজাত্যে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এজন্য ধনী হয়েও বিদ্যাধরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক ভাবেই যেখানে বিদ্যাধরের প্রতিই এরূপ হীনমন্যতাবোধ উচ্চকিত হয়ে পড়ে, সেখানে বিদ্যাপতির ভাববিগ্রহে সশ্রদ্ধ প্রণতি অনিবার্য মনে হয়। ছোটবেলা থেকেই মাস্টারমশাইদের ভীতিপ্রদ অস্তিত্ব সহচর হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, মা-বাবারাও ছোটদের মনে ভূত-প্রেতের মতো মাস্টারমশাইদেরও ভয়ার্ত করে তোলেন। সেক্ষেত্রে ভূতের অস্তিত্ব টের পাওয়া না গেলেও মাস্টারমশাইয়ের জীবন্ত অস্তিত্ব যেমন তার কণ্ঠস্বরে, তেমনই তার বংশদণ্ডে সপ্রমাণ হওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সেখানে অপুর প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পরিচিতি অনায়াসেই অপ্রসন্ন করে তোলে। এজন্য ছেলেবেলায় মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে পড়লেই বিদ্যাধর বা বিদ্যাপতির চেয়ে বংশদণ্ডধর পণ্ডিতের কথাই মনে উঠে আসে এবং শ্রদ্ধাবোধের চেয়ে ভয়ঙ্কর চেতনাই আপাতভাবে জেগে ওঠে। সেখানে বিদ্যাদাতার ভয়াল প্রকৃতিটি যেভাবে সজীব হয়ে আসে, সেভাবে তার বিদ্যালঙ্কার প্রভাটি সবুজ হয়ে ওঠে না। আসলে বিদ্যাসাগরের ভয়াবহ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ প্রকৃতটিই মাস্টারমশাইদের ক্ষেত্রে যেভাবে সক্রিয়তা লাভ করে, সেভাবে তার অন্তঃস্থিত রত্নাকরের অস্তিত্বটি নিবিড় হতে পারে না। আর সে ভয় শুধু অপুরই নয়, ছোট্ট রবিরও ছিল। সেখানে অনুশাসনপীড়িত ছাত্রের করুণ পরিণতিতে মাস্টারমশাইয়ের ভূমিকাটি আশৈশব বড়ই স্পর্শকাতর। সেক্ষেত্রে বিদ্যালঙ্কারে সুসজ্জিত ও বিদ্যাসুন্দরে সুশোভিত মাস্টারমশাইয়ের কথা আমাদের ছাত্রজীবনে বিরল মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ় দীপ্তিতে সম্ভ্রম উদ্রেককারী মনীষার পরিচয়ে মাস্টারমশাইয়ের সবুজ প্রকৃতিটি খরাপ্রবণ শিক্ষকসমাজে ব্যতিক্রমী মনে হওয়াটাই দস্তুর। তার সঙ্গে যদি সনিষ্ঠ কর্মব্রতীর দৃষ্টান্ত সামিল হয়, তাহলে তো কথাই নেই। এরকম একজন পণ্ডিতপ্রবর শিক্ষকের সান্নিধ্যলাভ সৌভাগ্যের বিষয়। আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি পণ্ডিত হীরালাল চক্রবর্তী, মালদার বামনগোলা ব্লকের মহেশপুর হাই স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। অথচ তিনি প্রধান শিক্ষক না হয়েও সকলের মধ্যে যেমন বয়সে প্রবীণ, তেমনই সম্মানেও অগ্রবর্তী। শ্বেতশুভ্র ধুতি-পাঞ্জাবীতে সুবেশিত গৌরবর্ণ ও উন্নত নাসিকাদীপ্ত প্রশস্ত ললাটের পশ্চাতে কেশবিন্যাস-সমন্বিত সৌম্যকান্তি স্যারের দিকে তাকালে আপনাতেই দুনয়ন শুচিতাবোধে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে তাঁর নিম্নস্বরে দরদি কুশল কথাবার্তাতেই ছাত্রছাত্রীরা আপন হয়ে যেত। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই।

পণ্ডিতস্যারের বাড়ি নালাগোলা। সেখানে তাঁর একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার। সাংসারিক দায় তাঁকেই মূলত নির্বাহ করতে হ'ত। আসলে দেশভাগের বলি হয়ে উদ্বাস্তু জীবনের শরিক হতে হয়েছিল বলে তাঁকে এপার বাংলায় এসে পরিবারের আস্তানার প্রতি মনোযোগী হতে বাধ্য হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। ওপার বাংলায় থাকার সময় বিয়ে করে সংসারী হওয়ার পর আই এ থেকে এম এ পরীক্ষা পাশ করার পাশাপাশি তাঁকে যেমন চাকরি পেতে হয়েছিল, তেমনই ছিন্নমূল হয়ে এপার বাংলায় এসে আবার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চাকরি জোগাড় করার দায় স্বাভাবিক ভাবেই তার ওপরে চেপে বসেছিল। সেদিক থেকে মহেশপুর স্কুলে তাঁর পক্ষে 'পণ্ডিতমাস্টার' হয়ে ওঠাটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র। অথচ সেই পণ্ডিতস্যারের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, কিন্তু তাতে পাণ্ডিত্যগর্বী আত্মপরিচয়ের সংকট ছিল না। তাঁকে দেখে কখনওই মনে হয়নি তিনি পণ্ডিতম্মন্য। শুধু তাই নয়, তিনি সংস্কৃতের পাশাপাশি ইংরেজি-বাংলা তো জানতেনই, সেইসঙ্গে অঙ্কেও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। মাইনের টাকায় সাংসারিক দায় নির্বাহ হত না বলে তাঁকে নিয়মিত টিউশন করতে হয়েছে। সেখানে নাইন-টেনের অঙ্ক-ইংরেজির টিউটরের ভূমিকায় তাঁকে কত সাবলীল মনে হয়েছে, তা ভাবলে আজও বিস্ময়বোধ করি। সময়ের অগ্রগতিতে বিশেষীকরণের যুগে যেখানে বিশিষ্ট ভাবনার উৎকর্ষে আভিজাত্যবোধ বনেদি হয়ে ওঠে, সেখানে পণ্ডিতস্যার কত অনায়াসেই জ্ঞানের বহুমুখী চলনকে অনায়াসেই সংশ্লিষ্ট করে তাঁর সব্যসাচী প্রকৃতিকে নিবিড় করে তুলেছিলেন, তা ক্রমশ আমাকে নাড়া দিয়েছে। সেই টিউশন করার সূত্রেই স্যারকে আমি আমাদের চড়কডাঙা কলোনিতে দেখেছিলাম। মহেশপুর স্কুলে যেতে গেলে কলোনির উপর দিয়ে যেতে হয়। স্যার কলোনিতে টিউশন শুরু করেন এবং প্রথম দিকে আমাদের বাড়িতেই পড়াতেন। তখন আমার বাবা জীবিত। তাঁর সঙ্গে আমার বাবার ছিল পারস্পারিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক। বাবা ছিলেন কলোনির জনপ্রিয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসক হীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল। শুধু তাই নয়, তিনি তখন কলোনির বিকাশে আলোকিত ব্যক্তিত্ব। স্বাভাবিক ভাবেই চৌত্রিশ বছর বয়সে বাবার অকালপ্রয়াণে (১৯৮৪-এর ১৬ মে) স্যার খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। সেজন্য বোধহয় আমার প্রতি তাঁর করুণাও জেগেছিল। চড়কডাঙা কলোনির বাড়ির সামনে দিয়ে আমি তাঁকে সাইকেলে চড়ে স্কুলে যেতে দেখতাম। শুধু তাই নয়, 'পণ্ডিতমাস্টার' নামে তাঁর নামডাক তখনও সচল । তখন অবশ্য 'পণ্ডিতমাস্টার' সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এজন্য তাঁকে কেন 'পণ্ডিতমাস্টার' বলা হয়, তা না বুঝলেও তাঁর পরিচ্ছন্ন ভাবকান্তি অনুভব করতে অসুবিধে হয়নি । আরও ভালো করে বুঝতে পারলাম মহেশপুর স্কুলে ভর্তি (১৬ জানুয়ারি ১৯৮৫) হওয়ার পর। স্কুলের বাইরে আমিও তাঁর টিউশনে ছাত্র হয়ে গেলাম ক্লাস সিক্সে। তাঁর সান্নিধ্যে যত এসেছি, ততই তাঁকে অসাধারণ মনে হয়েছে। অধিকাংশ মানুষেরই ভেতর ও বাইরে মুখ ও মুখোশের সম্পর্ক । পণ্ডিতস্যারের মুখোশের চেয়ে মুখটি আরও সুন্দর, আরও মাধুর্যময়, আরও মনীষাদীপ্ত। তাঁর বাকসংযমী প্রকৃতি বিস্ময়াবহ। কখনও তাঁকে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখিনি। যেখানে মানুষের আত্মজাহির প্রকৃতির সজীবতা প্রতিটি মুহূর্তে প্রকাশউন্মুখ, সেখানে স্যারের অবিসংবাদিত পাণ্ডিত্য কখনওই অপরকে মূর্খ বা হেয় প্রতিপন্ন করায় সক্রিয় হয়নি, ভাবলে নিজেকে ধন্য মনে হয় । এরূপ স্যারের সান্নিধ্য কিছুকাল আমি পড়েছিলাম। রামকৃষ্ণ পরমহংসের গল্পের আটা-ঘিয়ের চটপটানির শব্দ কীভাবে নীরব হয়ে যায়, তা পণ্ডিতস্যারেই প্রতীয়মান মনে হয়েছে। এখনও ভেবে পাই না আমি কোন্ শক্তিতে স্যার এভাবে সংযমী জীবন লালন করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্যার সংস্কৃতে কাব্য-পুরাণ-তীর্থ প্রভৃতি সবেতেই প্রাজ্ঞ ছিলেন। তাঁর নাম পঞ্জিকায় মুদ্রিত হয়। সে তো তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। কিন্তু তাঁর স্বরচিত জীবনদর্শন মেঘে ঢাকা তারা। যেখানে ব্যক্ত করার পরিসরে ব্যক্তিত্ব আপনাতেই ভর করে, সেখানে স্যার তাঁর সনিষ্ঠ ব্রতে আজীবন অবিচল থেকে ব্যক্ত হওয়ার সদিচ্ছাকে আমল না দিয়ে স্বকীয় অভিব্যক্তিত্বে অমলিন থেকেছেন, ভাবা যায়! শুধু দর্শনেই নয়, তাঁর যাপনেও তিনি স্বতন্ত্র, তিনি অনন্য।

স্যার রোজ সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতেন। স্কুল থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব দশ কিলোমিটারেরও বেশি। মালদার সবচেয়ে দীর্ঘ রুট মালদা-নালাগোলা, ৬২ কিলোমিটার। সেই রুটে যানবাহনের অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও স্যার প্রতিদিন যেভাবে সাইকেলের সওয়ার হয়ে যাতায়াত করতেন, তা ভাবলে তাঁকে আপাতভাবে কৃপণ মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি আদৌ কৃপণ ছিলেন না, ছিলেন মিতব্যয়ী। হয়তো তাঁর আর্থিক দৈন্যই তাঁকে সংযমী জীবনে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু একথা স্মরণীয়, ধনের অভাববোধ সাময়িকভাবে মনের লাগাম ধরে রাখতে পারে, সংযমের অধিকারী না হলে তা সময়ান্তরে লাগামহীন হয়ে পড়ে। স্যার কিন্তু মহেশপুর স্কুলের শেষ দিন পর্যন্ত সাইকেলকেই বাহন করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রয়োজনে পায়ে হেঁটেও স্কুলে গিয়েছেন । আবার আমার মতো অভাজনকেও তিনি সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছেন স্কুলে। নয়-দশ বছরের ছাত্রটি সাইকেলে ওঠা শেখেনি বলে তিনি অনায়াসেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে আমায় উপেক্ষা করতে পারতেন। অথচ তারপরেও তিনি আমায় দিনচারেক সাইকেলে করে স্কুলে নিয়ে গিয়েছেন। সেকথা ভাবলে আজও কৃতজ্ঞতার অশ্রু আপনাতেই গঙ্গার ন্যায় পবিত্র হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষায় ছিল বাঙ্গাল টান । ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে তাঁর সরস বাচনভঙ্গি 'রামা- শ্যামা- মাইনক্যা- গোদা'তো ব্র্যান্ড হয়ে রয়েছে। 'তুই সাইকেলেও উঠতে পারস না' বলে ভর্ৎসনা করার পরেও তিনি যেভাবে হাতবাড়িয়ে আমায় সেদিন সাইকেলে ওঠা শিখিয়ে দিয়েছিলেন,তাতে তাঁর দরদি মনের পরিচয় শুধু উঠে আসেনি, সেই সঙ্গে তাঁর মহত্ত্বের পরিচয়টিও সংগুপ্ত থাকেনি। পিতৃহারা দীনহীন অতি সাধারণ মানের একটি ছাত্রকে তাঁর মতো একজন উচ্চমানের শিক্ষক কেন নিজের সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাবেন এবং তাও আবার একাধিক দিন ধরে, বিষয়টি এতদিন পরেও মেলাতে পারি না। স্যারের সেই সহজতার মধ্যেই তাঁর মহত্ত্ব আমি পাবর্তীতেও লক্ষ করেছি। অন্যদিকে তিনি বাইরের কোনো খাবার কখনওই মুখে তুলতেন না। এতে অবশ্য তাঁর ব্রাহ্মণত্ব জাহিরের পরিচয় ভাবলে ভুল হবে । এও তাঁর স্বরচিত খাদ্যাভ্যাস। আমাদের বাড়িতে একদিন দুধ-বিস্কুটও খেয়েছিলেন। অন্যদিকে স্যার ছিলেন ভোজনরসিক। যে মানুষটি দীর্ঘপথ সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে পাড়ি দেন, সেই তিনিই আবার কলোনি থেকে খাঁটি দুধ কিনে নিয়ে যেতেন। তাঁর বাড়িতে গিয়ে পেয়েছি ফলাহারসহ সমাদর। আবার এই শ্রদ্ধেয় মানুষটিকেই কতভাবেই না ভুল বোঝার মাশুল গুনতে হয়েছে। কিছু মুখে না তোলার জন্য তাকে স্কুলের সহকর্মীদের কাছে অপ্রিয় হতে হয়েছে, ব্যঙ্গের খোরাকও কম হতে হয়নি। সামাজিকভাবে অভ্যস্ত মানুষ ব্যতিক্রমীকে সন্দেহের উর্ধ্বে উঠে কখনওই ভালো চোখে দেখে না শুধু তাই নয়, তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবোধে অসামাজিক বলে দেখে না-দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করে না! অথচ সেই কতিপয় ব্যতিক্রমী মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দিশারি হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নিন্দুকেরা ইতিহাসে হারিয়ে যায়, ব্যতিক্রমীরা ইতিহাস সৃষ্টি করে। আর সেই ইতিহাসে পণ্ডিতস্যার আমাদের চেনা পথে অচেনা পথিক। তাঁর নীরব যাত্রাই সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত তলদেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানেই তো রত্নাকরের আভিজাত্য।

স্যার ছিলেন স্কুলঅন্তপ্রাণ। শুধু তাই নয়, তাঁর স্কুলের প্রতি দায়বোধ আমি অনেক শিক্ষকের মধ্যেই লক্ষ করিনি। ব্যক্তিগত স্তরে শিক্ষক হিসাবে সংযুক্ত হয়ে স্কুলকেই ধন্য করে তুলেছেন, এরকম একটা ধারণা অধিকাংশ শিক্ষাগর্বী শিক্ষকের। স্যারের মধ্যে তা ছিল না । একদিন কলোনির পিরতলায় প্রাইভেট পড়ার সময় আমি সখেদে মহেশপুর স্কুলের হীনতা নিয়ে সরব হতেই স্যারের তীব্র ভর্ৎসনা আমায় বাণবিদ্ধ করে তোলে 'যে-স্কুলে পড়িস, তারই দুর্নাম করছিস! লইজ্জা করে না।' এই একবারই স্যারের রোষের পরিচয় পেয়েছি এবং তার বর্ষণে আমার অশ্রু বেয়ে মনের গ্লানি সেদিন ধুয়ে গিয়েছিল। ক্লাস সিক্সে স্যার আমাদের জীবনবিজ্ঞান পড়াতেন। স্যারের পড়ানো আমার মনে নেই। তবে তা যে মনোহারী ছিল না, তাও স্বীকার্য। ক্লাস সেভেনে তাঁর সংস্কৃত পড়ানোয় আমি বিশেষ কিছু শিখতে পারিনি। বরং সংস্কৃতেই আমি সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছি। স্যারের পড়ানো ভালো না লাগলেও তাঁর ফল্গুধারার ন্যায় ভালোবাসা আমার খরতপ্ত জীবনে শীতলতা প্রদান করেছে। আসলে পড়ানোর উপরেই শিক্ষকদের ভূমিকা নিঃশেষ হয়ে পড়ে না। তাদের দরদি মনের পরশ যেমন সেখানে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তেমনই ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল উদার হাতছানিও আবেদনক্ষম মনে হয়। এজন্য পড়ার বইয়ের বাইরের পড়া তথা জীবনবোধের পাঠ সেখানে অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। ক্লাস সিক্সে যখন আমার পড়াশোনার জীবনে মোড় ফেরার পালা, তখন স্যারের আন্তরিক পরশ আমাকে প্রথম রোমাঞ্চিত করেছিল। ফণীস্যার তাঁর ভূগোল ক্লাসে একদিন পড়া না পাড়ায় স্টাইপেন্ড পাওয়ার তুলনা প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলেন 'পদা পাড়ে না, কিচ্ছু পারে না। আবার স্টাইপেন্ড পাবে!' পরে জেনেছি পিতৃহীনতার প্রতি করুণাপ্রদর্শন করে স্যারদের সুপারিশে আমার মাসিক ষাট টাকা করে সরকারিভাবে স্টাইপেন্ডের বন্দোবস্ত হয়েছিল। জানি না তাতে পণ্ডিতস্যারের হাত ছিল কিনা। এনিয়ে কোনোদিন কিছু বলেননি তিনি। তবে যেদিন তিনি কলোনিতে সাইকেল থেকে নেমে আমায় বললেন, 'তুই বিজ্ঞানে ৫৮ পাইছিস, সেকেন্ড হইছিস', সেদিন বুঝেছি স্যারের মনটি কত নরম, কত মরমী। বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্টের পূর্বে এভাবে নম্বর বলা সমীচীন নয়। অথচ স্যার তাঁর অনাদৃত অনাথ ছাত্রটির মনে একটু প্রশান্তির হাওয়া বইয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করতেও দ্বিধা করেননি। স্যারের এরূপ মহার্ঘ স্মৃতি অনেক ছাত্রছাত্রীদের অমূল্য সঞ্চয় হয়ে রয়েছে। আসলে স্যার জীবনকে কৃত্রিমতার আভিজাত্যে নয়, সহজতার বনেদিয়ানায় অনাবৃত করার মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন যা সময়ান্তরে অতিদ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে । জেনেছিলাম স্যার প্রতিদিন মর্নিং ওয়াক করেন। তাঁর বাড়ির সামনে কোনও মাঠ বা ফাঁকা রাস্তা না থাকায় কীভাবে তিনি হাঁটেন তা আমার বড়ই কৌতূহল জাগে। স্যার বলেন বাড়ির সামনে একচিলতে ফাঁকা জায়গায় বিশ পাক দিলেই তো মাইলখানেক হাঁটা হয়ে যায়। তাঁর সহজতার মধ্যেই রয়েছে গণেশের পিতা-মাতার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শনের ধারণা। স্যার কত সহজে তাঁর পাণ্ডিত্যের গুরুভারকে লঘু করে নিতে পেরেছেন, তা যত ভাবি, ততই বিস্ময় জাগে। রসসাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর স্বসম্প্রদায়কে তিন ফুঁ-এ চিহ্নিত করেছেন। যথা, শাঁখে ফুঁ অর্থাৎ পূজারী ব্রাহ্মণ, কানে ফুঁ অর্থাৎ গুরুদেব ব্রাহ্মণ এবং উনুনে ফুঁ অর্থাৎ পাচক ব্রাহ্মণ । স্যার সেগুলিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে শিক্ষকতার মহানব্রতে আজীবন নিমগ্ন ছিলেন । অবসর জীবনেও টিউশনি পড়িয়েছেন, আমৃত্যু কষ্টে জীবন নির্বাহ করেছেন, কিন্তু কোনোরকম ফুঁ-তে আত্মনিয়োগ করেননি। তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর । স্কুলের কৃত্রিমতামণ্ডিত সংবর্ধনাকেও তিনি উপেক্ষা করেছিলেন । অথচ আমাদের প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়ে কলোনিতে এসেছিলেন বিদায় সংবর্ধনা নিতে। তাঁকে সংবর্ধনা প্রদানে আদতে আমরাই সংবর্ধিত হয়েছিলাম। তাঁকে সংবর্ধিত করার সাধ্য আমাদের নেই, তা তিনিই সংগোপনে বুঝিয়ে চলেছেন। কেননা তিনি যে আমাদের মনেই ক্রমবর্ধমান ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাব্যবস্থায় জিজ্ঞাসু মনের প্রতি চরম উদাসীনতাই সামাজিক পরিসরে ক্রমবর্দ্ধমান অপরাধ ও সম্পর্ক ভাঙ্গনের মূল কারণ

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি পঙ্কজ ত্রিপাঠী ও অক্ষয় কুমার অভিনীত OMG-2 প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবির বিষয়বস্তু পঙ্কজ ত্রিপাঠীর ছেলে স্কুলে স্বমেহন করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং সেটা ভিডিও হিসাবে ভাইরাল হতেই তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টা ঠিক কি নিয়ে সেটা জানার জন্যও পঙ্কজ তার ছেলে বিবেকের বন্ধুর কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারে যে তার পুরুষ গোপনাঙ্গ ছোট থাকার কারণে সে ভবিষ্যতের অশনি বার্তা বুঝে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। এইজন্য সে স্কুলে সালসা নাচে যে ছাত্রীর সাথে অংশগ্রহণ করেছিল সেও সেটা তার বন্ধুদের কাছে জানতে পেরে তাকে বদল করে অন্য ছেলের সাথে জুটিবদ্ধ হয়। পরে বিবেক স্বাভাবিক পুরুষ গোপনাঙ্গের পরিমাপ কতটা হয় সেটা স্কুলের বায়োলজির শিক্ষকদের কাছে জানতে চাইলেও তারা এড়িয়ে যায়। সে আরও অবসাদে ভরে যায়। এরপরে সে নানারকম তেল, ওষুধ ব্যবহার করেও যখন কাজ হচ্ছিল না তখন সে সেই অবসাদ দূর করতে হস্তমৈথুন করতে শুরু করে। এতটাই অবসাদগ্রস্ত হয়েছিল সে যে স্কুলের বাথরুমেও সেই কাজ করছে হুঁশ ছিল না। এই কথা জানতে পেরে প্রথমে পঙ্কজ তার ছেলের ওপরে রাগারাগি করলেও পরে সে ভুল বোঝে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে যে সিলেবাসে এই নিয়ে চর্চা হয় না কেন। এই নিয়েই বিভিন্ন তথ্য উঠে আসে আর হস্তমৈথুন যে অপরাধ নয় বরং জৈবিক সেটাও মামলায় প্রমাণিত হয়।

ভারত সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিসরের দেশ। অতীতে গুরু আশ্রমে সমস্ত শিক্ষার পাশাপাশি কামশাস্ত্রও শিক্ষাদান করা হত। বলা হয়, সৃষ্টিকর্তার মধ্যে যে ইচ্ছা প্রথম পরিলক্ষিত হয়েছিল সেটা হল কাম ইচ্ছা আর তার জেরেই আজকের এই সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলেছে। ভারতে যখন ইংরেজ শাসন বাড়তে থাকে তখন তারা সমীক্ষা করে জেনেছিল যে ভারতের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি বিস্তর গভীর আর এই দেশকে শাসন করতে হলে মানুষকে মূর্খ করে রাখতে হবে। সীমিত জ্ঞানে তাদের ভরিয়ে রাখতে হবে। অর্ধসত্য জানান হবে। এরপরেই আস্তে আস্তে মেকেলের শিক্ষানীতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং আজও তা বিদ্যমান। এই শিক্ষানীতি দাসত্বের শিক্ষানীতি, অধিকাংশই পরনির্ভরতার জন্ম দেয়। ইংরেজরা ভারতীয়দের চাকরে পরিণত করে রাখতে এই নীতির প্রসার ঘটায় আর ধামাচাপা পড়ে আড়ালে চলে যায় ভারতের নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান, বেদ-উপনিশদ চর্চা সবকিছুই। যেখানে ভারতের নিজস্ব শিক্ষানীতিতে এই কামশাস্ত্রকে রীতিমত গুরুর অধীনে অধ্যয়ন করা হত যা মুছে গেল। এরফলে মানুষ জানল ঠিকই কিন্তু যে শিক্ষায় নিজেকে জানা অধরা হয়ে থাকে সেই শিক্ষা হয় অপূর্ণ ও সামাজিক ক্ষতির কারণ। শাস্ত্রে পুরুষ ও নারী শরীরকে এক আশ্চর্যময় অস্তিত্ব হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিটা অঙ্গকে প্রকৃতির সাথে সাদৃশ্য রেখে উপমা করা হয়েছে। নারী শরীরকে আরও গভীর ভাবে ব্যাখ্যা করে বলা রয়েছে যে যোনি এক পবিত্রতম নদী আর সেখানে পুরুষের বীর্যপাতে নতুন সৃষ্টির সূত্রপাত হয় ঠিক যেমন নদীতে বর্ষার জল নতুন স্রোতের সূত্রপাত ঘটায়। এছাড়া মনের টানে সঠিক শরীরের প্রতি আকর্ষণ মোটেই অজানা থাকার কথা নয়। মানুষের শরীরের চেয়ে দ্রষ্টব্য প্রকৃতি ঈশ্বর আর সৃষ্টি করেননি। কামশাস্ত্র অজানা হচ্ছে বলে যেগুলো ঘটছে-

১) দেশে ছোট বয়স থেকেই ধর্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছরের নিরিখে ৪.২% হারে সেই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ২) নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিপরীত শরীরকে জানার প্রবল তাগিদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এরফলে শিক্ষার্থীরা অল্প বয়সেই যৌন সঙ্গমে ঝোঁকের বশে লিপ্ত হচ্ছে, এর ফলাফল হচ্ছে ভয়ানক। গর্ভপাত, প্রাণ নাশ অবধি এর পরিণামে ঘটছে। ৩) গুড টাচ- ব্যাড টাচ সম্পর্কে জানানো হলেও একদম খুদেরা সেই সম্পর্কে বুঝতে পারে না। সমীক্ষা বলছে, ৯৭% খুদে মেয়েরা তার আত্মীয়স্বজনের কাছেই শ্লীলতাহানির শিকার হয়। কেউ আদর করার নামে কোলে নিয়ে ঠোঁটে, ঘাড়ে, বুকে আপত্তিকর ভাবে চুম্বন করে। এছাড়াও শরীরের বিশেষ অঙ্গ আদর করার নামে টিপে যৌনসুখের প্রচ্ছন্ন মজা উপভোগ করে। ৪) নিজেকে জানা হয় না বলেই গ্রামীণ মেয়েরা আজও ঋতুস্রাবকে লুকিয়ে রাখে। বলতেও লজ্জাবোধ করে। প্রতিবছর ৬৫% মহিলা এর থেকে সংক্রমণে মারা যাচ্ছে আজও। ৫) ছেলেদের মধ্যে নিজেদের পুরুষাঙ্গ, হস্তমৈথুন নিয়ে বিস্তর প্রশ্নের উদ্রেক হলেও সেগুলোর উত্তর মেলে না। এরফলে অল্প বয়সেই আজকের মোবাইল নেটওয়ার্কের সহজলভ্যতার জন্য পর্ণ দেখা শুরু করে। শুধু তাই নয়, সামাজিক লজ্জার কারণে নিজেকে পুরুষ প্রমাণ করতে আজকাল ৯০% ছেলে ২০-২৫ বছর এবং গ্রামে তার চেয়েও কম বয়সে বিয়ে করে এবং এক নারীতে দীর্ঘদিন আসক্তি আসার জন্য ও একইসাথে অল্প বয়সেই বাবা হয়ে ওঠার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে অল্প সময়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬) পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে প্রতি ২৩০ জন জনসংখ্যার মধ্যে ১১% ছেলে ও ৬% মেয়ে পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত। এবং এরা প্রত্যেকেই হস্তমৈথুন করে নিজের কামোত্তেজনা নির্বাপণ করে। পর্যাপ্ত পরিমাণ হস্তমৈথুনে ডোপামিন ও আনুষঙ্গিক কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়ে দেহকে স্থির করে। একই কাজ সুস্থভাবে যৌন সঙ্গমেও ঘটে। কিন্তু এই কামশাস্ত্রের অজানার ফলে অধিকাংশ যৌন সঙ্গম আজকাল আঁচড়-কামড়-অযাচিত আঘাত দেওয়ার পন্থায় উপনীত হয়েছে যাতে শারীরিক সুখের চেয়ে বিকৃতিই বেশী ঘটে। ৭) মজার কথা হল পৃথিবীতে সবচেয়ে বিক্রীত পুস্তক বাৎস্যায়ন রচিত 'কামসূত্র' হলেও সেই শিক্ষাকে অজানা করে রেখে পাশ্চাত্য দেশে এই কামশাস্ত্রের ওপরে ভিত্তি করে স্ত্রীরোগ ও নানারকম হরমনাল থেরাপি ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথ দেখছে আর ভারত এসবের জনক হয়েও তাদের আরোপিত নির্দিষ্ট ধারার ওপরে নির্ভর করে রয়েছে।

এখানে দেখানো হয়েছে অক্ষয়কুমার শিবের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আর তিনি তাঁর ভক্ত পঙ্কজকে সব বিপদে সাহায্য করছেন। মজার কথা হল, সমস্ত জ্ঞানের আদিপিতা, আদিগুরু হলেন মহাদেব শিব। শিব খালি ধ্বংসের প্রতীক নন, তিনি প্রেম-ভালবাসারও ধারকের প্রতীক। অর্থাৎ কামশাস্ত্রও তাঁর অধীনে। তাই তো তিনি সতীর থেকে বিচ্ছেদে প্রলয় ডেকে এনেছিলেন। তিনিই একমাত্র পুরুষ যিনি মহামায়াকে স্ত্রী রূপে পেয়েছেন এবং সৃষ্টির ধারক হয়েছেন। কামশাস্ত্র খালি সঙ্গমের কথাই বলে না, সে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পবিত্র শৃঙ্খলের ভাবনার প্রবাহও ঘটায়। নিজেকে জানতে শেখায়। অতএব কামশাস্ত্র অজানা মানেই সমগ্র শিবতত্ত্বই অজানা হয়ে থাকছে। শিব যে আমাদের সবকিছুর নিয়ন্তা, ভাগ্যদেবতাকে না জেনে আমরা শিবের কালভৈরবকেই বিপরীতে আহ্বান করে চলেছি। বিনাশ ঘটছে বুদ্ধির, বিনাশ ঘটছে সমাজের, বিনাশ ঘটছে সৃষ্টির।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল নেতাদের গাছে বেঁধে উত্তম-মধ্যম দেওয়ার নিদান, ফের বিতর্কে বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল নেতাদের গাছে বেঁধে উত্তম মধ্যম দেওয়ার নিদান দিয়ে ফের বিতর্কে জড়ালেন বিজেপি নেতা বিকাশ ঘোষ। এর আগেও একাধিকবার প্রকাশ্যে এমনই নিদান দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ওই নেতা। এই বক্তব্য আসলে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়েছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। বিজেপি নেতার বিতর্কিত এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার বিজেপির বাঁকুড়া চার নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে পুয়াবাগান এলাকায় একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় দলের অন্যান্য জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ ঘোষ। সেই সভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের কর্মীদের উদ্দেশে বিকাশ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল নেতারা হুমকি বা ধমক চমক দিতে এলে, তাঁদের গাছে বেঁধে রেখে উত্তম-মধ্যম দিন। তারপর তাঁদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। আমাদের বিধায়ক বসে আছেন। তিনি সুপারিশ করে দেবেন।'

এখানেই থেমে না থেকে বিজেপির ওই নেতা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমরা যদি ক্ষমতায় আসতে পারি, তাহলে বাবার নাম ভুলিয়ে দেব। একশো দিনের কাজের টাকা লুঠ করেছে, পঞ্চায়েতে, পঞ্চায়েত সমিতির টাকা লুঠ করেছে, যে সব প্রশাসন ও তৃণমূলের চামচারা তারা তখন বুঝতে পারবে।' সভামঞ্চে এই বক্তব্যের সমর্থনে পরে বিজেপির ওই নেতার যুক্তি, 'কেউ আক্রমণ করতে এলে আমরা তো চুপচাপ বসে থাকব না। প্রতিরোধ আমরা করবই।' বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতির দাবি, সর্বত্র যেভাবে লুঠ চলছে, ভোটের নামে প্রহসন হচ্ছে ও বিজেপি কর্মীদের যেভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাতে ক্ষুব্ধ হয়েই একথা বলেছেন বিজেপির ওই নেতা। বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে তৃণমূলের দাবি, এটাই বিজেপির সংস্কৃতি। আর তার জবাব তারা একটার পর একটা নির্বাচনে পেয়ে যাচ্ছে।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় সেরা বিদ্যালয় হওয়ায় খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: আজ ৫ সেপ্টেম্বর সারা দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে শিক্ষক দিবস। এই দিনই সেরা বিদ্যালয় পুরস্কার পেতে চলেছে হুগলি জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্কুল কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এবার 'সেরা বিদ্যালয় পুরস্কার' পাচ্ছে গোঘাটে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়, এদিন জেলাশাসকের দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলকে পুরস্কৃত করা হবে। এই খবর জানাজানি হতেই খুশি হাওয়া গোঘাট জুড়ে। জেলার অন্যান্য নামী স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম হল কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়। ১৯৬২ সালে স্থাপিত এই স্কুলে শিক্ষার গুণগত মান, নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা ছাত্রদের বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য জেলা জুড়ে নাম আছে। এছাড়াও ধারাবাহিকভাবে মাধ্যমিকে নজর কাড়া ফলের জন্যেও স্কুলের পরিচিতি আছে। চলতি বছরে স্কুলটি উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীতও হয়েছে। এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী কল্যাণেশানন্দ বলেন, আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। আমাদের স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের আন্তরিক চেষ্টাই এই সাফল্যের চাবিকাঠি। সকলকে ধন্যবাদ। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলব, চরিত্র গঠন ও সৎভাবে জীবন যাপন করাই জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। অপরদিকে এই বিষয়ে কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, প্রধান হিসাবে এটা আমার কাছে খুব গর্বের ও আনন্দের বিষয়। ওই স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে এটা আবেগের এবং ভালোলাগার বিষয়। কারণ ওই বিদ্যালয় থেকেই আমি মাধ্যমিক পাশ করেছি। অন্যদিকে, ওই স্কুলের অভিভাবিকা শিল্পী ঘোষ বলেন, আমার ছেলে এখানে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। এই স্কুলের পড়াশোনা থেকে শুরু করে নিয়মাবর্তিতা ও শৃঙ্খলা সবদিক থেকেই ভালো। সেরা বিদ্যালয় হওয়ায় ভালো লাগছে। পাশাপাশি ঝাড়গ্রামের বাসিন্দা ভবেশ প্রতিহারে ছেলে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। ভবেশবাবু বলেন, এইরকম একটা স্কুলে আমার ছেলে পড়াশোনা করায় গর্ববোধ করছি। বিদ্যালয় সেরা হওয়ায় ভালো লাগছে। সবমিলিয়ে গোঘাটের কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় ২০২৩ সালে সেরা বিদ্যালয়ের পুরস্কার পাওয়ায় খুশির জোয়ার জেলা জুড়ে।

বাঁকুড়ায় বাজ পড়ে মৃত তিন, আহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল তিনজনের। আহত হয়েছেন আরও ছ'জন। রবিবার সন্ধ্যায় পৃথক পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় বাঁকুড়ার ছাতনায় দু'জন ও শালতোড়ায় একজনের মৃত্যু হয়। গত কয়েকদিন ধরে একটানা ভ্যাপসা গরমের পর রবিবার বিকেল থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহযোগে বাঁকুড়া জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সময় পৃথক তিনটি বজ্রপাতের ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, বৃষ্টির সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় বাঁকুড়ার ছাতনা থানার পাতাবড় গ্রামের মীরা বাউরি (৬১)। পাতাবড় গ্রাম সংলগ্ন মাঠে গোরু চরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আচমকা বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে ছাতনা থানার ছাচনপুর গ্রাম সংলগ্ন নদী ঘাটে মাছ ধরার সময় আচমকাই বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ছাচনপুর গ্রামের বাসিন্দা সাগেন মুর্মু (২০) নামের এক যুবকের। একই সঙ্গে এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হন। আহতদের ছাতনা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার বিকেলে বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া থানাতেও বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে মৃতার নাম শুকুরমণি সোরেন (২৭)। মাঠে অপর তিনজনের সঙ্গে ধান রোপণের কাজ করার সময় শুকুরমণি সহ চারজনই বজ্রপাতে আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে শালতোড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে শুকুরমণিকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অপর তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ডানলপ এস্টেট প্রা. লি.
অফিস নং ৯ এজরা স্ট্রিট, সর্বোচ্চ তল
রুম নং ৪৭, কলকাতা - ৭০০ ০০১

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমরা ২৪১৬২৫ বর্গ মিটার জমি "**মারগাঁও গোয়া**" স্থিত জমির মালিক এবং সংশ্লিষ্ট জমির মূল ৯ বিক্রয় দলিল আমাদের হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত নথি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় ফেরত পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মানদক্ষিণা প্রদান করা হবে।

গৌতম চন্দ
৯৮৩১০৫৪০২৯

DECLARATION

I Nisha Mahato D/O Sarjug Mahato, Residing at 16, Tiljala Road, P.O. and P.S. - Tiljala, Kolkata - 700039, District - South 24 Parganas, that in my Birth Certificate issued by Calcutta Municipal Corporation Health Department serial no - 32068, where in my name was recorded wrongly as Nisha Kumari instead of my original name Nisha Mahato and also my father's name was recorded wrongly as Sarju Mahato instead of his original name Sarjug Mahato and my date of birth also mentioned there in wrongly as 09.06.1996 instead of my correct D.O.B. 21.07.1996 and in my educational certificates where in my date of birth mentioned there in as 09.06.1996 instead of my correct D.O.B. 21.07.1996 and I declared the contains through an Affidavit no - 2469 Dated - 16.08.2023 under 1st Class judicial Magistrate Alipore Court and Nisha Mahato and Nisha Kumari is the same and one identical person.

দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, দলিল নং ২০০৩ -১৯৯৩ সালের তারিখ ০৫.০৫.১৯৯৩ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল, হুগলি অনুযায়ী ক্ষিরোদ জীবন সাধুখাঁ, পিতা প্রয়াত অর্জুন চন্দ্র সাধুখাঁ, গ্রাম - আমিনপুর (পূর্ব), পো- খামারগাছি, থানা- হরিপাল, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২৪০৫ এর নামে নথিভুক্ত হারিয়ে গিয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হরিপাল থানায় যথাযথভাবে একটি জেনারেল ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে উল্লেখ্য নং ৩২৫/২০২৩,তারিখ ১০.০৮.২০২৩। কোনও ব্যক্তি/গণ সংশ্লিষ্ট স্বত্ব দলিল পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না। কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট হারিয়ে যাওয়া দলিল দ্বারা কোনও ব্যক্তি/গণ, কর্তৃপক্ষ কোনও লেনদেন করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। সম্পত্তির তপশিল : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি, পরিমাণ ৩.৭৫ ডেসিমেল দলিল অনুযায়ী এবং দ্বিতল ভবন অবস্থিত মৌজা- আমিনপুর, জেএল নং ৭১, আরএস দাগ নং ১৩৪৬, এলআর দাগ নং ২৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৭১, আমিনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা-হরিপাল, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রী ক্ষিরোধ জীবন সাধুখাঁ সংশ্লিষ্ট জমি সম্পত্তি বন্ধক রেখে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হরিপাল শাখা (৬১৫০) থেকে ঋণসুবিধা পেতে আগ্রহী।

অ্যাডভোকেটের নাম : শান্তনু নন্দী
যোগাযোগ নং : ৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ আইন) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০৯.২০২২** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মা কালী এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী - প্রয়াত মলয় ঘোষ চৌধুরী (প্রয়াত), শ্রীমতি রীনা ঘোষ চৌধুরী** (ঋণগ্রহীতা প্রয়াত মলয় ঘোষ চৌধুরীর জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী) শ্রী শান্তনু ঘোষ চৌধুরী **(ঋণগ্রহীতা প্রয়াত মলয় ঘোষ চৌধুরীর আইনি উত্তরাধিকারী) এবং শ্রীমতি শাশ্বতী ভট্টাচার্য** (ঋণগ্রহীতা প্রয়াত মলয় ঘোষ চৌধুরীর আইনি উত্তরাধিকারী) কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,৯৮,১০৬.০৪ টাকা (বাইশ লাখ আটানব্বই হাজার একশো ছয় টাকা এবং চার পয়সা) টাকা ১৩.০৯.২০২২ অনুযায়ী (বর্তমান মোট বকেয়া ১৩,১২,২৩৩.০০ টাকা ৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী)** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য আইনসম্মতভাবে আদায়যোগ্য বকেয়া লোনের নিয়ম এবং চুক্তি অনুযায়ী এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩১ আগস্ট ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া পরিমাণ **২২,৯৮,১০৬.০৪ টাকা (বাইশ লাখ আটানব্বই হাজার একশো ছয় টাকা এবং চার পয়সা) টাকা ১৩.০৯.২০২২ অনুযায়ী** (বর্তমান মোট বকেয়া ১৩,১২,২৩৩.০০ টাকা ৩১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী) পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/কর্পোরেট জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা অবস্থিত মৌজা- সাহানপুর, আরএস নং ২০০০, তৌজি নং ৭৭৮, সিএস খতিয়ান নং ৮৬, সিএস দাগ নং ২৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৮৬০, আরএস দাগ নং ১৭, জেএল নং ২, থানা - জাগা, জেলা সাব রেজিস্টার হাওড়া এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্টার ডোমজুড় অধিক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ অধীন, দলিল নং ৫৬৫৮ -১৯৯১ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ২৬৬ থেকে ২৭৬।
সম্পত্তি শ্রীমতি রিনা ঘোষ চৌধুরীর নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : দাগ নং ১৭ জমি, পূর্বে : ৩২ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : দাগ নং ১৭ জমি এবং মানিক ঘোষ চৌধুরীর জমি সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ : ৩১.০৮.২০২৩
স্থান : দাসনগর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

মহর্ষি কমার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
CIN U74140WB1983PLC223632
ফোন : ০১১- ৪১৫০১৯৯৫, ইমেল : finance@vpgrp.in

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ১০টায় ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর রুল ২০ এর সাথে এবং এসএস-২ সংশোধিত মতে পঠিত, কোম্পানি তার সদস্যদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করেছে ইলেকট্রনিক উপায়ে ৪০ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস করার প্রস্তাবিত রেজোলিউশন এবং সদস্যরা সভার স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য জায়গা থেকে একটি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারে।
ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ অন্যান্য বিষয়ের সাথে দূরবর্তী ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ যোগাযোগ এবং সভার নোটিশের অনুলিপি এবং আর্থিক বছরের ২০২২-২৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যদের কাছে অনুমোদিত মোডে প্রেরণ করা হয়েছে।
এই যোগাযোগ এবং বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য অনুমোদিত এজেন্সি হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড('সিডিএসএল') এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধাটি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
একজন ব্যক্তি যার নাম রেজিস্টার অফ মেম্বারস/বেনিফিশিয়াল ওনারস-এ কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ প্রদর্শিত হবে তিনি মিটিংয়ে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
যে বিনিয়োগকারীরা নোটিশ/ইমেল পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তাদের কোম্পানির কাছে লিখিত/ইমেলে যোগাযোগ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, কলকাতা -৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ বা finance@vpgrp.in বা রেজিস্ট্রার যেমন নিচ টেকনোলজিস প্রা. লিমিটেড, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ (ইমেল আইডি nichetechpl@ nichetechpl.com) (ফোন নম্বর ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স ২২৮০-৬৬১৯), তাদের ফোলিও-নং./ডিপি-আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে ই-ভোটিং এর জন্য। সদস্য যদি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
যে সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি সভায় উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই রবিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শনিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদান সংক্রান্ত প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্য/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন :
রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট যেমন নিচ টেকনোলজিস প্রা. লি., ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা - ৭০০০১৭, ইমেল nichetechpl@nichetechpl.com, যোগাযোগের নম্বর ০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ফ্যাক্স : ২২৮০- ৬৬১৯।

বোর্ডের আদেশক্রমে
মহর্ষি কমার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩
স্থান : নতুন দিল্লি
স্বা/-
(শ্বেতা শর্মা)
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং - ৫৯৫২৪

চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন (০৩৩) ২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৩-০০২১
ইমেল : chandisteelindustries@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com, CIN L13100WB1978PLC031670

৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধের তারিখ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (দি "কোম্পানি") সদস্যদের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ঠিকানায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসা লেনদেনের জন্য। সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 অনুযায়ী ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের এমসিএ সার্কুলার নং ১০/২০২২-এর সাথে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের নোটিশটি বার্ষিক রিপোর্ট সহ পঠিত, এজিএম-এর জন্য উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন।
বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২-২৩ সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, এজিএম-এর জন্য উপস্থিতি স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://chandisteel.com/** থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড **https://www.cse-india.com/** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ("সিডিএসএল") ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-থেকে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) এবং এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ) এর বিধি ২০ এর সাথে পড়া হয়েছে, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া এবং রেগুলেশন ৪৪ এর সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং উল্লিখিত সার্কুলারগুলি দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তার সদস্যদের অনুশীলন করার জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হতে নির্ধারিত কোম্পানির ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর সেবা নিযুক্ত করেছে।
যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা প্রদান করেননি তারা ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি পেতে সক্ষম হবেন না। তাই, যেসকল সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা. লি., ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপি বা কোম্পানির নিকট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। একই নিবন্ধনের প্রক্রিয়া নীচে উল্লেখ করা হয়েছে :
(ক) প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা নিম্নলিখিত বিবরণ সহ **mdpldc@yahoo.com/chandisteein-dustries@gmail.com**-এ একটি ইমেল অনুরোধ পাঠাতে পারেন- তাদের নাম উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র, ফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ);
(খ) ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপিএস) তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে পারেন।
শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে কাট-অফ তারিখে, যেমন **বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** সিডিএসএল এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের **www.evotingindia.com** মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।
একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি কেবল দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে সভায় ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
ভোটের অধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সদস্যদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সকাল ১০টায় এবং শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বুধবার বিকেল ৫টায়। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
যেকোন ব্যক্তি যিনি শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএমের নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি তাদের ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড/সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, **"mdpldc@yahoo.com"** এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে তাদের ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা সভায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। সভায় ভৌত ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।
একজন সদস্য যিনি দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগ করেছেন তিনি সভায় উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল পাঠান বা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করুন ১৮০০ ২২ ৫৫৩৩।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ১০-এর সাথে পঠিত নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে উপরোক্ত এজিএমের উদ্দেশ্যে।

চন্ডি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
সীমা চৌধুরী
কোম্পানি সচিব

বৈংক ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চ
১৭৫, ব্লক জি, নলিন রঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ফোন : ০৩৩-২৪৪৫২৪৮৪, ইমেল : brmgr791@mahabank.co.in

[পরিশিষ্ট - ১০] বিক্রয় নোটিশ

নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্তগণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট অধীনে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের রেজিস্টার্ড ডাকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তা অবন্টিত অবস্থায় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরে এসেছে (অপ্রযোজ্য হলে অগ্রাহ্য করতে হবে)। সুতরাং সংশ্লিষ্টগণকে বকেয়া দায় এবং অন্যান্য চার্জ এবং দায়বদ্ধ সম্পত্তি উদ্ধার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ২৮.০৮.২০২৩ তারিখের পূর্বে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পতি ব্যাঙ্ক কর্তৃক সাধারণ নিলামে ঋণগ্রহীতাগণের ঝুঁকি এবং ব্যয়ে বিক্রি করা হবে ১১.০৯.২০২৩ তারিখ বেলা ১১ টায় ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসে অথবা অন্যান্য সুবিধাজনক তারিখে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীনে। সংশ্লিষ্ট স্বর্ণ অলংকার কিনতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিলামে অংশ নিতে পারেন।

ক্রম নং	লোনের তারিখ	লোন এ/সি নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	নিলামের সংরক্ষিত মূল্য
১.	১৭.০১.২০২২	৬০৪০৫৬৮৪৫৮৫	শ্রী মুকেশ কুমার নীরজ, অ্যাড. ২১৪, গোপালপুর ঢালি পাড়া, সরকারপুল, ওয়ার্ড নং ১১, মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪৩	১১৫০০০ টাকা

তারিখ :০৫.০৯.২০২৩ **ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, শাখা প্রবন্ধক**

SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016
M/s. JANPRAGTI COMMODITIES PRIVATE LIMITED (In Liquidation)
Liquidator's Address: 8, N.N. Mukherjee 3rd Lane, Uttarpara, Hooghly-712258, West Bengal

The following Assets and Properties of M/s. JANPRAGTI COMMODITIES PRIVATE LIMITED (In Liquidation) having CIN No. U51109WB1995PTC068406 forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator through e-auction on "AS IS WHERE IS," "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as per details mentioned in the table below:

Asset Description	Manners of Sale	Inspection Date	Date and Time of Auction	Reserve price Rs. In Lacs	EMD Amount & Documents submission dead line (Rs. In Lacs)
Non-Current Investments:	Standalone Basis	Before 26th September, 2023	30th September, 2023 (10.30 am to 4.30 pm) with unlimited extension of 5 minutes each		
I. Manikaran Vincom Private Limited				4.94	0.49
II. Samarpan Viniyog Private Limited				5.71	0.57
III. Satabdi Investment Consultant Private Limited				4.96	0.50
IV. Manimaya Holding Private Limited				62.89	6.29
					On or before 28th September, 2023

1. Interested applicants may refer to the COMPLETE E- AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available at Linkstar Infosys Pvt. Ltd.'s website: **https://www.eauctions.co.in** or through E Mail: **admin@eauctions.co.in**.
2. The Liquidator has right to accept or cancel or extend or modify, etc. any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons. The Liquidator can cancel E-Auction at any time without giving any reason.
3. E-Auction platform: **www.eauctions.co.in** Interested bidders are requested to visit the above-mentioned websites and submit a bid.
4. EMD should be paid by Demand Draft/Electronic Transfer only.

Sd/-
Sudipta Ghosh, Liquidator
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
admin@eauctions.co.in (Process and Specific)
Cell No: 9230823033 / 7003384289
Date : 05.09.2023
Place : Kolkata

ইন্ডিয়ান বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

দাবি নোটিশ প্রকাশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ
শ্রীমতি সাহানা মিত্র গোস্বামী এবং শ্রী সম্রাট মিত্র-কে ২২.০৮.২০২৩ তারিখে রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠানো হয়েছে

শ্রীমতি সাহানা মিত্র গোস্বামী (ঋণগ্রহীতা), স্বামী শ্রী তারক নাথ গোস্বামী, ৩৭৫, সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, লালবাড়ি, বালি, হাওড়া, ৭১১২২৭, পব.

শ্রী সম্রাট মিত্র (ঋণগ্রহীতা), পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র মিত্র, ৩৭৫, সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, লালবাড়ি, বালি, হাওড়া, ৭১১২২৭, পব.

বিষয় - ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলি সাহানা মিত্র (গোস্বামী) এবং সম্রাট মিত্র (এ/সি নং ৫০৪৭২০১২৭৪৪) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বেগমপুর শাখার সহিত

আপনারা সংশ্লিষ্ট ঋণ বকেয়া পরিমাণ **১৯,৪৪,৩৪০ টাকা (উনিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা) টাকা ১৬.০৮.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ চুক্তির হার মোতাবেক ১৭.০৮.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত চার্জ এবং ব্যয় আদায়দানে দায়বদ্ধ।
ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট নোটিশ উক্ত আইন অনুযায়ী ইস্যু করেছে **১৬.০৮.২০২৩** তারিখে আপনাদের সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ **১৯,৪৪,৩৪০ টাকা (উনিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা) টাকা ১৬.০৮.২০২৩** অনুযায়ী এবং পবরর্তী সুদ, সম্মত চুক্তি মোতাবেক ১৭.০৮.২০২৩ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত চার্জ, ব্যয় সহ। রেজিস্টার্ড ডাকে আপনাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে।
আপনাদের অবগত করা হচ্ছে ১৯৪৪৩৪০ টাকা (উনিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশো চল্লিশ টাকা) টাকা ১৬.০৮.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সম্মত চুক্তি মোতাবেক ১৭.০৮.২০২৩ তারিখ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত, চার্জ এবং শুল্ক ও ব্যয় নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দায়বদ্ধ, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট শিডিউলে বর্ণিত মতে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী আদায়ের ব্যবস্থা করবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তার বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করতেই জারি করেছে।

শিডিউল
সংশ্লিষ্ট সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত জামিনদত্ত হিসেবে নির্ধারিত নিম্নোক্ত মতে :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৮০ বর্গফুট (সুপার বিল্টআর এরিয়া)কমবেশি ফ্ল্যাট নং ৫০১, ৬ষ্ঠতলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, জি-৪তলা ভবনে মৌজা - বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬২২৩ ,এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো-বালি,থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়া, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৭১-২০১৯ সালের তারিখ ১১.০১.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭২৫০ থেকে ৭২৮৬, অনুযায়ী সাহানা মিত্র (গোস্বামী) এবং সম্রাট মিত্র নামে সমুদয় সম্পত্তি।

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩, স্থান : ব্যান্ডেল **স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	শালিনি আগরওয়াল	০০০১৩৮৮	২৬০	৫৩৬৫০১-৫৩৮২৫০	১,৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

THE PENCH VALLEY COAL COMPANY LIMITED
CIN : L74140WB1905PLC001622
Regd. Office : Hongkong House, 31, B. B. D. Bagh (S), Kolkata - 700 001
Tel : +91 33 2248 8891/92, **Email :** corp@poddarheritage.com
Website : www.poddarheritage.com

NOTICE OF 117TH ANNUAL GENERAL MEETING, CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 117th Annual General Meeting (AGM) of the Members of The Pench Valley Coal Company Limited ("the Company") will be on **Thursday, 28th September, 2023 at 01.00 P.M.** at the Registered office of the Company at Hongkong House, 31, B.B.D. Bagh (S), Kolkata - 700 001
The Annual Report along with the Proxy Forms and Attendance slips and the Notice of the Meeting setting out the Ordinary businesses to be transacted thereat together with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2023, Auditors Report and Directors Report have been sent to the members whose name appears on the Register of Members, electronically to those with registered email ID and physically to the rest on their registered addresses.
Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website http://www.poddarheritage.com/the-pench-valley-coal-company-limited.htmland www.cdslindia.com and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays during business hours up to the date of meeting.
Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, ('the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, **the Register of Members will remain closed from Friday, 22ndSeptember, 2023 to Thursday, 28th September, 2023 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.
Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its Members to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) provided by CDSL and the business may be transacted through such remote e-voting. **The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Thursday, 21st September, 2023**. Any person who is a Member of the Company as on the cut-off date, holding shares in either dematerialized or physical form, is eligible to cast their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-voting.
The remote e-voting period commences on Monday, 25th September, 2023 09.00 A.M. and ends on Wednesday, 27th September, 2023, 5.00 P.M. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module will be disabled by CDSL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote while members who have not cast their vote shall be able to exercise their voting rights at the AGM.
A person who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to CDSL. However if such person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password may be used for casting votes. For any queries/grievances, in relation to remote e-voting etc. Members may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at the address / telephone Nos : MCS Share Transfer Agent Limited, Registrar & Share Transfer Agent, 383 Lake Gardens, 1st Floor, Kolkata - 700045, Contact No. : (033) 40724051/2/3, Fax : (033) 40724050 www.mcsregistrars.com, E-Mail : helpdesk.evoting@cdslindia.com with a copy to corp@poddarheritage.com.
A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For **THE PENCH VALLEY COAL COMPANY LIMITED**
Devendra Khemka
Sd/-
Director
DIN : 00008693
Date : 2nd September, 2023
Place : Kolkata

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
পঞ্চাননতলা, মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২১০১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল ৮(১)]

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস** পিতা নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম : ২৫৪, পৌর স্টেডিয়াম রোড, পো এবং থানা - শান্তিপুর, জেলা -নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪। **জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : শ্রী নারায়ণ বিশ্বাস**, পিতা প্রয়াত সদানন্দ বিশ্বাস, স্টেডিয়াম পাড়া, শান্তিপুর, পো এবং থানা-শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া, পিনা - ৭৪১৪০৪। **শাখা : বাবলা শাখা**	১৫.০৬.২০২৩ এবং ০২.০৯.২০২৩	**১৭,০১,৭৮৯.০০ টাকা (সতেরো লাখ এক হাজার সাতশো উননব্বই টাকা) টাকা** ১৫.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- বাইগাছি, জেএল নং ২৫, এডিএসআরও শান্তিপুর, ডিএসআর নদিয়া, কৃষ্ণনগর,শান্তিপুর পুরসভা অধীন, খতিয়ান নং এস-৩৫, আরএস -১৩৫৫, এলআর ৩৩১, ৮৮৭, ২২৭৭, বর্তমান এলআর -৫৫৭৪,প্লট নং আরএস ৮৯৬, এলআর ২২৬৩, শান্তিপুর সুপসভার ওয়ার্ড নং ৫, হোল্ডিং নং ২৫৪, জেলা-নদিয়া, পিন - ৭৪১৪০৪, পশ্চিমবঙ্গ, জমির পরিমাণ ০৪ ডেসিমেল, শ্রেণি - ভিটা, উল্লেখ্য দান দলিল নং ৪৩০৫ তারিখ ১০.০৮.২০১৭ , রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও শান্তিপুর, নদিয়া, অনুযায়ী **অভিজিৎ বিশ্বাস**, পিতা নারায়ণ বিশ্বাস এর নামে সমুদয় **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে : নন্দ কুন্ডু এবং জীতেন করের জমি, পূর্বে : অজিত বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাসের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ০২.০৯.২০২৩
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
শাখা : বরিশা

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৭.০৯.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির নির্ধারিত বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়াহা শাখা : বড়িশা	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০৪ বর্গফুট , সুরনিধি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থতল, (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) বীরেণ রায় রোড (পশ্চিমঃ) পো : জোতে শিবরামপুর, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আশুতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা-সরসুনা, আরএস দাগ নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৯৬২,তৌজি নং ৪৭এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, ১২/সি/১বাস স্ট্যান্ডের নিকট, স্বত্ব দলিল নং ৯৩৬২ -২০০৬ অনুযায়ী রাজ নারায়ণ কুশওয়াহ নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর জমি এবং ভবন, **দক্ষিণে :** বীরনে রায় রোড (পশ্চিম), **পূর্বে :** অন্যান্যের জমি এবং ভবন, **পশ্চিমে :** অন্যান্যের জমি এবং ভবন সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৫০,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫,০০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০১৮৫৪৭৪৯৯৮ ছ) ৬৩,৫২,৯৯৯.০০ (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা) টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০৫.০৯.২০২৩, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/ চার্জযোগ্য ঠিকানা, যার বাস্তবিক/গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
১.	**ক) মূল শাখা : চেতলা (০০৯৪২০)** **খ) মেসার্স বি এস ট্রেডার্স** ২০এ, রুসা রোড (দক্ষিণ), থার্ড লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৩৩ **এ/সি নং: ০০৯৪২৫০০০৫৭২৭** **সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200014**	উল্লিখিত জমি ও দোতলা আবাসিক ভবন এর সকল, মৌজা- গর্বভুক্ত নন্দনপুর, জে.এল. নং- ৮, এল.আর. খতিয়ান নং-৫৪৯৭, ৫৪৯৮, এলআর দাগ নং- ২০২৮, হোম নং ১৫৯১৪ থানা-বজবজ, বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ওয়ার্ড নং-১২, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৩৭ **প্রয়াত দীপ্তি রাণী দেবের নামে আছে** এখন আইনি উত্তরাধিকার সূত্রে **মালিক অলক দেব ও অমিতাভ দেব**। জমির পরিমাপ- ৮ ডেসিমেল। প্রথম তলে- ১২৫৪ বর্গফুট, ২য় তলার পরিমাপ-১৩২৬ বর্গফুট। **অবস্থান : ২২.৪৮১৪২৬, ৮৮.১৮৯১৮ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৮.০২.২০১৯** **খ) ১,১৪,৬৬,৫৪৫.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ২২.০৪.২০২২** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ৫৮.২৭ লক্ষ টাকা** **খ) ৫.৮৩ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২.	**ক) মূল শাখা : গাঙ্গুলিবাগান (০৩৬৪২০)** **খ) মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী : শুভঙ্কর আঢ্য** **গ) শুভঙ্কর আঢ্য** ১২এ, বকুলতলা লেন, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২। **এ/সি নং : 0364250302890, 0364300027441** **সম্পত্তি আইডি: PUNBOMENTERPRISE**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় দ্বিতল ভবনে পশ্চিম দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি ৫৪৪ বর্গফুট এবং অবিভক্ত জমি ১ কাঠা ১ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১২এ বকুলতলা লেন, মৌজা - কসবা, জেএল নং ১৩, দাগ নং ৬৬২, খতিয়ান নং ৫২২, আরএস নং ২৩৩, তৌজি নং ১৪৫, ওয়ার্ড নং ৬৭, কলকাতা পৌরসংস্থা অধিক্ষেত্র অধীন থানা কসবা কলকাতা - ৭০০০৪২ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। **মালিকের নাম প্রয়াত রমেন্দ্র নাথ আঢ্য** **অবস্থান : ২২.৫০৪৯১, ৮৮.৩৮০০৮৪ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৬.০৭.২০২১** **খ) ১২,৪৬,৪০৬.৯০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ **গ) ১৬.১১.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ১৫.৩১ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৫৩ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৩.	**ক) মূল শাখা: বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **খ) মেসার্স দত্ত'স ভ্যারাইটি স্টোর্স** **স্বত্বাধিকারী: দীপিকা দত্ত** ৮৩ বঙ্কু বিহারী চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৪২ **গ) দীপিকা দত্ত** ১২০ ডি শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৩১ **এছাড়াও:** ৩৩৩/এ, দম দম পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৫৫ **এ/সি নং : ০০৭৪২৫০৩০৭৬০৪ এবং ০০৭৪৩০০০১৫৫৯৮** **সম্পত্তি আইডি : PUNBDUTTAVARIETY**	পাঁচ তলা ইটের বিল্ডিং এর ৫ম তলায় উত্তর-পূর্ব দিকে একটি মোজাইক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, এলাকার পরিমাপ ৫৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং সেইসঙ্গে ১/১০ ভাগে জমির আনুপাতিক শেয়ার সহ, বংশগতি, এবং প্রেমিসেসের পৌরসভা হোল্ডিং নং ৩৪৪/২ এখন ৫৪৭/৩, দম দম পার্ক, কলকাতা ৭০০ ০৫৫, থানা- দমদম এখন লেক টাউন, জেলা-২৪ পরগনা (উত্তর) এ.০.৫.৮ বিধাননগর, সল্টলেক সিটি এর অধীনে।, মৌজা-শ্যামনগর, জেএল নং ১৭, সিএস প্লট নং ২৪৬৬ এর অংশ। দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমার মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বিধাননগর, সল্টলেক সিটি এবং ডাক ঠিকানা ৩৩৩এ, দমদম পার্ক কৃষ্ণপুর রিফিউজি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, থানা- লেক টাউন, কলকাতা ৭০০০৫৫। **সম্পত্তিটি দীপিকা দত্ত এর নাম আছে,** স্বামী- মনোতাষ দত্ত। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- সড়কপথ, দক্ষিণে- প্লট নং ২৯৪ দমদম পার্ক,পূর্ব দিকে- প্লট নং ৩৩২ দমদম পার্ক,পশ্চিম দিকে- প্লট নং ৩৩৩/৮, দমদম পার্ক দ্বারা। **অবস্থান: ২২.৬০৭৬০০, ৮৮.৪১৬৪৪৬ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৬.১১.২০২২** **খ) ৫২,০০,৭১৯.৬৬ টাকা** সহ সুদ এবং চার্জ **গ) ০৩.০৩.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ১৫.৩০ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৫৩ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৪.	**ক) মূল শাখা: বোসপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **খ) গীতা মাইতি** **গ) মেসার্স গীতা মাইতি** গড়িয়া নবগ্রাম, ঝিল রোড, পোস্ট- পাঁচপোতা, থানা - সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫২ **এ/সি নং: ১০৬৯৬০১১০০০৫২৭** **সম্পত্তি আইডি : PUNBGITAMITY**	'সারদা ভ্যালি' নামক জি + ৩ তলা ভবনের ৪র্থ তলায় একটি সম্পূর্ণ মার্বেল মেঝের আবাসিক ফ্ল্যাট নং-৩সি, উত্তর-পশ্চিমমুখী, মোট সুপার-বিল্ট-আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৭১০ বর্গফুট যার আছে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা, হোল্ডিং নম্বর ২৫৮, উত্তর ধলুয়া, থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০৯৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ২০ ফুট চওড়া পৌর সড়ক, দক্ষিণ- ২৫ ফুট চওড়া পৌর সড়ক, পূর্ব - আরএস দাগনং-৪ এর অংশ, পশ্চিম- আরএস দাগ নং-৪ এর অংশ দ্বারা। **অবস্থান: ২২.৪৭৭৫১৫, ৮৮.৪০৭২৪৩ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৫.০৭.২০২২** **খ) ২৭,৭১,৩৭৩.৮৬ টাকা** সহ সুদ এবং চার্জ **গ) ১৮.১০.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)**	**ক) ২২.৬৪ লক্ষ টাকা** **খ) ২.২৭ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৫.	**ক) শাখা: সন্তোষপুর (০১৪৬২০)** **খ) মন্টু ভদ্র ও কাকলী মল্লিক** **গ) শ্রীমতী কাকলী মল্লিক** স্বামী- প্রয়াত শ্রী মন্টু ভদ্র পিতা-প্রিয়রঞ্জন ভদ্র ,আটঘরা সুকান্ত পার্ক আর, এম ঝুম মঠ পোস্ট- ধলুয়া, সোনারপুর সোনারপুর, এসও, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫০ **এ/সি নং: ০১৪৬২৫০০০৮৮৩৯ এবং ০১৪৬৩০০০৩১৭১৮** **সম্পত্তি আইডি: PUNBMANTUBHADRA**	শ্রী মন্টু ভদ্রের নামে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ প্রায় ৮৩৫ বর্গফুট তৃতীয় তলায় সুপার বিল্ড আপ এলাকা, জি+৩ তলা বিল্ডিংয়ের উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে সেইসঙ্গে বিল্ডিংয়ের নীচের জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং প্রেমিসেস নং ২৬৬৯, নয়াবাদ, কলকাতা ৭০০০৯৯, থানা- পূর্বে কসবা এখন- পূর্ব যাদবপুর জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৮২, আরএস দাগ নং ১৭১ কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯, এর সীমার মধ্যে। জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং আই ৩২৩৬/১৭, তারিখ ০৬.১১.২০১৭। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- দাগ নং ১৭০ এর অধীনে সম্পত্তি, দক্ষিণে- দাগ নং ১৭১ এর অধীনে সম্পত্তি, পূর্বে - দাগ নং ১৭২ এবং ১৭৪ এর অধীনে সম্পত্তি, পশ্চিমে- ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড দ্বারা । **অবস্থান: ২২.৪৮৬৬২০, ৮৮.৪১৬২৬৯ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৩.০১.২০২০** **খ) ২২,৪৮,৯৩২.৭৮ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ২৯.১০.২০২০** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ২৫.১৩ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৫২ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৬.	**ক) শাখা: পশ্চিম পুটিয়ারি (০৮৬৩২০)** **খ) মেসার্স ইশিকাস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস** **স্বত্বাধিকারী: কৌশিক চন্দ** ২৪৯এ ফ্ল্যাট-বি৩, মতিলাল গুপ্ত রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৮২ **গ) সুধীর কুমার (জামিনদার)** ২৪৯এ ফ্ল্যাট-বি৩, মতিলাল গুপ্ত রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৮২ **এ/সি নং: ০৮৬৩২৫০০০৮০০৬** **সম্পত্তি আইডি: PUNBU45257070001**	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এ-৩ এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং পরিমাপ প্রায় ৭৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা। ২-বেডরুম, একটি ড্রয়িং রুম সহ ডাইনিং, একটি বারান্দা/ব্যালকনি এবং ভবনটির চতুর্থ তলার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত যার প্রেমিসেস নং ৩২৭ পোস্টাল নং ২৩ শ্রী পল্লী, পূর্ব পুটিয়ারি, এখন গুরুচরণ নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০০৯৩, সেইসঙ্গে উল্লিখিত প্রেমিসেসের জমিতে অভিভক্ত অংশ বা ইন্টারেস্ট সহ সাধারণ অংশ এবং খতিয়ান নং ৫৯, দাগ নং ৬, মৌজা চাকদহ, জেএল নং ৪৪, থানা- রিজেন্ট পার্ক, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৪ বোরো নং ১১, প্রেমিসেস নং ৩২৭ ডাক নং ২৩, **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে-ভূপাল চন্দ্র বিশ্বাসের প্লট, দক্ষিণে- জগবন্ধু সাহার প্লট, পূর্বে- অরুণ কুমার সাহা এবং পরেশ চন্দ্র সাহার প্লট, পশ্চিমে- কেএমসি রোড। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: (১) সুধীর কুমার (জামিনদার) (২) কৌশিক চন্দ (স্বত্বাধিকারী)** **অবস্থান: ২২.৪৭৫১৭৯, ৮৮.৩৪৬৬১৩ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৩.০৮.২০১৯** **খ) ২২,৪৮,৯৩২.৭৮ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৫.১১.২০১৯** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ১৭.৬৪ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৭৭ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৭.	**ক) শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) শ্রী সুরজিৎ চক্রবর্তী ও শ্রীমতী রুপা চক্রবর্তী** গ্রাম - দক্ষিণ লস্করপুর, পোস্ট - লস্করপুর, থানা - নরেন্দ্রপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হোল্ডিং নং ৩৭৭, থানা - নরেন্দ্রপুর, পিন - ৭০০ ১০৩। **এছাড়াও এখানে:** পূর্বপাড়া লস্করপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১৫৩। **অ্যাকাউন্ট নং : 0143300042024** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSURAJITCHAK**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মার্বেল মেঝে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ৩য় তলে উক্ত জি+২ তলা বসবাসের ভবনে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০৩ বর্গফুট, কমবেশি, ২ বেড রুম, এক ড্রয়িং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা, সমন্বিত বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা - রামচন্দ্রপুর, জেএল নং ৫৮, আরএস ১৯৬, তৌজি নং ১১০, এলআর দাগ নং ৮৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১১৫ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সংস্থা বনহুগলি নং ১, গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হোল্ডিং নং ৩৭৭,, থানা- নরেন্দ্রপুর, সাবেক সোনারপুর এডিএসআর সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **অবস্থান: ২২.৪৪৪৫৫৮, ৮৮.৩৮৯৬৩১ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৩.০১.২০২০** **খ) ২৩,১৪,৯৯২ টাকা** তদুপরি আরও সুদ **গ) ০৩.০৩.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ২১.৪১ লক্ষ টাকা** **খ) ২.১৫ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৮.	**ক) মূল শাখা : টালিগঞ্জ (০০৮৪০০)** **খ) শ্রী টিংকু শ' ও শ্রী মিন্টু শ'** ১০, সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩২। **অ্যাকাউন্ট নং : 0109305620067** **সম্পত্তি আইডি : PUNB826520200101**	সংশ্লিষ্ট সকল সমুদয় বসবাসের ফ্ল্যাট চতুর্থ তলে (টপ) পরিমাণ আনুমানিক ১০৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং একটি কার পার্কিং স্পেস ১৩৫ বর্গফুট মাপের একতলায় জি+৩ ভবনে অবস্থিত ২ কাঠা ৬ ছটাক ২৮ বর্গফুট কমবেশি প্রেমিসেস নং ১০সি, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা- ৭০০০৩২, থানা-যাদবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯৩ অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঠিকানায় ফ্ল্যাট ২ বেড রুম, ১(এক) টয়লেট, ১ (এক) কিচেন, ১ (এক) ডাইনিং/ড্রইং স্পেস, ১ (এক) ডব্লু সি এবং ১ ব্যালকনি সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত,এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাদির ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, **মালিকের নাম: শ্রী টিঙ্কু সাউ এবং শ্রী মিন্টু সাউ।** **অবস্থান: ২২.৪৯৬৩৫, ৮৮.৩৬৭৬ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৩.০৮.২০১৯** **খ) ২৫,১৯,০০৭.৫৮ টাকা** তদুপরি আরও সুদ **গ) ০৮.১১.২০১৯** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২৩.৫৬ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৩৬ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৯.	**ক) মূল শাখা : সরশুনা কলেজ, কলকাতা (১৪৯২২০)** **খ) মেসার্স শ্রী গণেশ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : অনিন্দিতা মুখার্জি** **গ) অনিন্দিতা মুখার্জি** স্বামী- পঙ্কজ মুখার্জি, বাঘার নবোদয় পল্লী, বনহুগলি, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা - ৭০০ ১০৩। **অ্যাকাউন্ট নং : 149220RF00000080, 1492250000657 এবং 1492300011626** **সম্পত্তি আইডি : PUNBSRIGANESH001**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১.৬৮ ডেসিমেল এলআর দাগ নং ১৪৮৫, জমির পরিমাণ ২.৬২ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ১৫৪৮, জমির পরিমাণ ১ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ১৫৫০, এবং জমির পরিমাণ ১.৬২ ডেসিমেল , এলআর দাগ নং ১৫৩৬ মোট জমির পরিমাণ ৬.৯৩ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৪ কাঠা ৩ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন (জি+২) নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- শ্রীপুর বাঘেরঘোল, জেএল নং ৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৮৩, থানা- সোনারপুর, এডিএসআর সোনারপুর, বর্তমানে গড়িয়া, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৬১৩, বাঘারঘোল রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩২ অধীন, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে-শ্রী পঙ্কজ মুখার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণে- পুকুর, পূর্বে- শ্রী পঙ্কজ মুখার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে-১৩ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত, **সম্পত্তির মালিক:- অনিন্দিতা মুখার্জি, স্বামী পঙ্কজ মুখার্জি।** **অবস্থান: ২২.৪৩৯৯৪৪, ৮৮.৩৭৭০১৬ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৯.০৪.২০২২** **খ) ৬৩,৭৮,০৬০.৫৬ টাকা** সহ আরও সুদ ৩১.০৩.২০২১ থেকে কার্যকর **গ) ১৬.০৭.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)**	**ক) ৬২.৯১ লক্ষ টাকা** **খ) ৬.২৯ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১০.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স মনীষা সাপ্লাই এন্ড কোং, স্বত্বাধিকারী: শ্রী মদন বারুই** **গ) শ্রী মদন বারুই,** পিতা- সুরেন্দ্র নাথ বারুই, ১৮/২, কালিকাপুর রোড, পোস্ট - মুকুন্দপুর, থানা - সার্ভে পার্ক কলকাতা - ৭০০ ০৯৯। **অ্যাকাউন্ট নং: 0143250011477, 0143300037785, 0143300043360, 0143300043379, 0143300043388** **সম্পত্তি আইডি : PUNBMANISHASUPPL**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৯ ছটাক ৪৩ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৫, হেদের হাট, কলকাতা ৭০০০৭৮, মৌজা- কালিকাপুর, জেএল নং ২০, আরএস নং ২, তৌজি নং ৩-৫, ১২, আরএস খতিয়ান নং ১১৬,দাগ নং ২৭২, থানা- গরফা (পুরানো পূর্ব যাদবপুর) কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৯ অধীন ঠিকানায় **মদন বাউড়ির নামে** উল্লেখ্য দলিল নং ৪১১৪-২০০৬ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার ৩, আলিপুর। **অবস্থান: ২২.৪৯৭৪৪৫, ৮৮.৩৯৬৭৯৭ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২১.০১.২০২১** **খ) ৯২,৮৭,৬৫২.৪২ টাকা** সহ আরও সুদ **গ) ১৪.০৭.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৬১.৮৮ লক্ষ টাকা** **খ) ৬.১৯ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১১.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স শুভদিন, স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিপ্লব ঘোষ** **গ) শ্রী বিপ্লব ঘোষ** ১৫/১এ, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, মুচিপাড়া, কলকাতা - ৭০০ ০০৯, পশ্চিমবঙ্গ **অ্যাকাউন্ট নং : 0143250012032** **সম্পত্তি আইডি: PUNBSHUVODIN**	বন্ধকদত্ত সমপরিমাণ জমিন মৌজা- ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৭৪৯, আরএস খতিয়ান নং ৮৩৪, এলআর খতিয়ান নং ১৫৯১৬, ১৫৯১৭, ১৫৯১৮, ১৫৯১৯, ২১৪৬ হোল্ডিং নং ৩৪, ঘোষ পাড়া রোড, কালীতলা,স্টোভ বাজার, উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন, থানা-নোয়াপাড়া, কলকাতা- ৭০০১২১ ঠিকানায় **শ্রী বিপ্লব ঘোষের নামে** সমুদয় সম্পত্তি। **অবস্থান: ২২.৮০৯৩৫, ৮৮.৩৭২২৩ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২১.০১.২০২১** **খ) ৭২,৭১,০১৮.০০ টাকা** সহ সুদ + কলকাতা পশ্চিম ব্যালেন্স + অতিরিক্ত সুদ **গ) ২০.০৭.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৪৬.৫৮ লক্ষ টাকা** **খ) ৪.৬৬ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১২.	**ক) মূল শাখা : যোধপুর পার্ক** **খ) মেসার্স টেকনোমেক সলিউশনস প্রাঃ লিঃ** **গ) ১. জনজিৎ চ্যাটার্জি (ডিরেক্টর)** ২৫৪, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৪৫। **আরও ঠিকানা:**২৩০/৪ রায়পুর রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭। **২. শ্রীমতি নন্দ ভৌমিক, (ডিরেক্টর ও পিজি)** ই/২৩৪, বাঘাযতীন স্টেশন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৮৬। **অ্যাকাউন্ট নং : 0951250020007** **সম্পত্তি আইডি : PUNBTECHNOMAKE**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং হ্যাস ১বি, একতলায় পরিমাণ এরিয়া ৬৭৫ বর্গফুট তিনতলা " শ্রাবণী" ভবনে প্রেমিসেস নং ২৫৪ প্রিন্স অনোয়ার শাহ রোড, থানা- লেক, কলকাতা ৭০০০৪৫, অবস্থিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক ৩৪ বর্গ ফুট মৌজা-আরাকপুর, জেএল নং ৮৯, সিএস দাগ নং৩০২, সিএস খতিয়ান নং ৫৬, তৌজি নং-১৫১, প্লট নং ৭৬, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৩ অধীন, ঠিকানায় **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে- প্রেমিসেস নং ১৮৮/৭৬ এবং প্রেমিসেস নং ১৮৮/৭৭ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, পূর্বে - প্রেমিসেস নং ২৩২ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, দক্ষিণে- ২০ ফুট চওড়া কলকাতা পৌর সংস্থার সড়ক, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ২৬০ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড সমন্বিত। **অবস্থান: ২২.৫০২৭৩, ৮৮.৩৫৯১০৪২ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৫.০৬.২০২১** **খ) ৭৩,৭৮,৯৯৪.৪৯ টাকা** সহ আরও সুদ ০১.০৬.২০২১ থেকে কার্যকর **গ) ২৩.০৯.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২০.৭০ লক্ষ টাকা** **খ) ২.০৭ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১৩.	**ক) মূল শাখা: কলকাতা-এসএসআই (০৮৮০১০)** **খ) রানা সেনগুপ্ত ও মেসার্স কৃতি ইভেন্ট সলিউশনস প্রাঃ লিঃ ,** বি১৫/১০, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, লেক রোড, পোস্ট - কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৩৫। **এছাড়াও এখানে:** ১৯১এ, যোধপুর গার্ডেন, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **অ্যাকাউন্ট নং : 08806015001777 এবং 08804015002061** **সম্পত্তি আইডি: PUNBRANASENGUPTA**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিকানাধীন বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ-২, ২য়তলে, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, লেক রোড, পরিমাণ কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সমন্বিত অবস্থিত প্লট নং ১০, সাব ব্লক -১৫, ব্লক-বি, কল্যাণী টাউনশিপ, কল্যাণী পুরসভার অধীন, পোঃ এবং থানা- কল্যাণী, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় দলিল নং আই-১৭০৯ - ২০১৫ সালের, অনুযায়ী **সম্পত্তির মালিক শ্রী রানা সেনগুপ্ত। চৌহদ্দি:** উত্তরে- প্লট নং বি-১৫/১১, দক্ষিণে- প্লট নং বি-১৫/৯, পূর্বে- ৮০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে- ৩০ চওড়া সড়ক সমন্বিত। **অবস্থান : ২২.৯৬৯৪৪৬, ৮৮.৪৩৯৯২৯ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০১.১০.২০২১** **খ) ৩১,৩৪,৫৭৯.৭২ টাকা** সহ আরও সুদ ৩০.০৯.২০২২ থেকে কার্যকর **গ) ০৭.০১.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২১.৯৪ লক্ষ টাকা** **খ) ২.২০ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৩০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১৪.	**ক) মূল শাখা: বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি (১০০৩২০)** **খ) মেসার্স প্রীতম্বর ট্রেডিং কোম্পানি** **স্বত্বাধিকারী : মোহন লাল সিং** **গ) মোহন লাল সিং** **মেসার্স প্রীতম্বর ট্রেডিং কোম্পানি এর স্বত্বাধিকারী,** পিতা- নন্দ লাল সিং, বাগুইপাড়া রোড, চণ্ডীতলা পার্ক, পোস্ট- সুভাষগ্রাম, থানা- সোনারপুর, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পিন - ৭০০ ১৪৭। **অ্যাকাউন্ট নং : 1003210305297 (OD)** **সম্পত্তি আইডি : PUNBU58573593001**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা কমবেশি এবং দোতলা ভবন অবস্থিত গ্রাম- চণ্ডীতলা পার্ক, মৌজা- বৈকুণ্ঠপুর, জেএল নং ৩৭, আরএস নং ১১০, তৌজি নং ২৫১, আরএস খতিয়ান নং ৪৬৭/৩, এলআর খতিয়ান নং ২৫১৬, আরএস দাগ নং ১৯৭৫, এলআর দাগ নং ২১০৮, হোল্ডিং নং ৯৯৯, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৫ অধীন, থানা- সোনারপুর, জেলা-২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০১৪৭ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :-** উত্তরে- মন্টু ঘরামীর খালি জমি, পূর্বে- টিপু সাহার জমি এবং ভবন, পশ্চিমে- ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে- খালি জমি সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক :- মোহন লাল সিং** পিতা নন্দ লাল সিং। **অবস্থান : ২২.৪২৬০৪১, ৮৮.৪৩২৫৮০ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৭.০৪.২০১৯** **খ) ২৩,৮৭,৪৫২.০০ টাকা** সহ আরও সুদ ০১.০৪.২০১৯ থেকে কার্যকর **গ) ০৩.০৭.২০১৯** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ১৮.২১ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৮৩ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১৫.	**ক) মূল শাখা: বাঘাযতীন স্টেশন রোড (২১৮১২০)** **খ) মেসার্স ফ্রেশ চিকেন ছব্বি ধারা (স্বত্বাধিকারী)** **গ) ছব্বি ধারা (স্বত্বাধিকারী)** ৫০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, ২২১ এবং ৬ তালপুকুর, বাঘাযতীন স্টেশন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৩২। **অ্যাকাউন্ট নং : 2181250000170** **সম্পত্তি আইডি : PUNBFRESHCHICEN**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকানের পরিমাণ ১৯০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত একতলায় উত্তর মুখী বসবাসের জি-৩ ভবনের কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, ওয়ার্ড নং ১০২, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৩২, মৌজা- রাজাপুর, জেএল নং ২৩, সিএস প্লট নং ১৭৯ (অংশ) এবং ১৮০ (অংশ), জেলা- যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২ **চৌহদ্দি :** উত্তরে - ১২ ফুট কলোনি রোড, দক্ষিণে- কলোনি প্লট নং ই/পি নং ৩৯৮, পূর্বে- কলোনি প্লট নং ৩৯৪, পশ্চিমে- ১২ কলোনি রোড সমন্বিত। **জমির মালিক: ছবি ধারা (স্বত্বাধিকারী)।** **অবস্থান : ২২.৪৮৬৮৫, ৮৮.৩৭৯২৩ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০৩.০৭.২০২১** **খ) ৩৯,১৮,২৫২.৫০ টাকা** সহ সুদ + আরও সুদ ০১.০৭.২০২১ থেকে কার্যকর **গ) ১২.০৪.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ১৭.৫৪ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৭৬ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১৬.	**ক) মূল শাখা: বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি (১০০৩২০)** **খ) অনিন্দিতা হাজরা** ৪১/৯এ, কেন্দুয়া মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৪। **গ) সুমিত লাল মুখার্জি** ৪১/৯এ, কেন্দুয়া মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮৪। **এ/সি নং : ১০০৩৩০০০১২৫৪৬** **সম্পত্তি আইডি : PUNBANINDITAH**	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট, জি-আই, একতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোনে পরিমাণ ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথা ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারযোগ্য সমুদয় সুবিধা ও অন্যান্য যাবতীয় ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত তিন তলা ভবনের প্রেমিসেস নং ১২৪ নিউ রাইপুর, থানা- যাদবপুর বর্তমানে পাটুলি কলকাতা ৭০০০৮৪ ঠিকানায় ৩ কাঠা ২০ বর্গফুট কমবেশি মৌজা- বৈষ্ণবঘাটা, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ২৫৬, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৮১, সিএস দাগ নং ৭৮২, আরএস দাগ নং ৭৮২/১৪৫৭ কলকাতা পৌর সংস্থর ওয়ার্ড নং ১০১ অধীন **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে- প্রেমিসেস নং ১৫, নিউ রাইপুর রোড, দক্ষিণে- প্রেমিসেস নং ১৫বি , নিউ রাইপুর রোড, পূর্বে- ১৫ ফুট চওড়া নিউ রাইপুর রোড, পশ্চিমে- প্রেমিসেস নং ৭ , নিউ রাইপুর রোড সমন্বিত **জমির মালিক(গণ) : সুমিত লাল মুখার্জি এবং অনিন্দিতা হাজরা।** **অবস্থান : ২২.৪৭৩৯৬, ৮৮.৩৮০২২ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৬.০৯.২০২২** **খ) ১৭,৫৫,১৪৫.১২ টাকা** সহ সুদ + আরও সুদ ০১.০৯.২০২২ থেকে কার্যকর **গ) ২২.০২.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)**	**ক) ২১.৩৬ লক্ষ টাকা** **খ) ২.১৪ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১৭.	**ক) মূল শাখা: বেহালা (০০৮৬২০)** **খ) মেসার্স নিউ আইডিয়াল স্টার** **স্বত্বাধিকারী : সেকান্দার সাইখ** **গ) সেকান্দার সেখ,** পিতা- আসমত সেখ, রায়পুর সেখ পাড়া খাগড়ামুরিয়া, পোস্ট - কঙ্গনবেরাই, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৫০৩। **অ্যাকাউন্ট নং : 0086250301466** **সম্পত্তি আইডি : PUNBNEWIDEALSTAR**	১৪. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত প্লট নং জি-আই, মৌজা- ছোটো কালিকাপুর, জেএল নং ২২, আরএস নং ৪৯২, তৌজি নং ৬৩, ৬৪, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ১৫৩৪, আরএস এবং এলআর দাগ অংশ ৪৩২৪, 'ছোটা উপনগরী প্রোজেক্ট' নামে পরিচিত ছোট কালিকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- মহেশতলা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১, জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৮ ছটাক। **চৌহদ্দি:** উত্তরে ২৫ ফুট কাঁচা সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে- স্কিম প্লট নং ডি-১২, পূর্বে- স্কিম প্লট নং জি-আইবি, পশ্চিমে- স্কিম প্লট নং জি-২ সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক : সেকেন্দর শেখ পিতা আসমত শেখ।** **অবস্থান : ২২.৪৬২৪৩১, ৮৮.২৩৮৬৭৪ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১২.১০.২০২০** **খ) ৫০,৫৩,৫৩৬.৯৯ টাকা** সহ আরও সুদ ০১.১০.২০২০ থেকে কার্যকর **গ) ২৫.০২.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৭৫.২১ লক্ষ টাকা** **খ) ৭.৫২ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১৮.	**ক) মূল শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০)** **খ) মেসার্স এস.এন. এন্টারপ্রাইজ, সোমা দে (স্বত্বাধিকারী)** **গ) সোমা দে (ঋণগ্রহীতা)** ১২/১, অরবিন্দ নগর, নাকতলা রোড কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ **আনন্দ শঙ্কর সর্বজন (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত সৌরেন্দ্র কুমার সর্বজন ১০৮, কানুনগো পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৮৪। **অ্যাকাউন্ট নং 0143250012120 (সিসি), 0143300042893 (টিএল) এবং 0143300042909 (টিএল)** **সম্পত্তি আইডি : PUNBU62663107001**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং বাণিজ্যিক ভবন একতলায় জায়গা জি+৩ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা- কামডহরি, জেএল নং ৪৯, সিএস প্লট নং ১০৮ (অংশ) ইপি নং ৮৫, এসপি নং ৫৪, প্রেমিসেস নং ১৯৯, বিধানপল্লী (ডাক ঠিকানা 'নারায়ণ অ্যাপার্টমেন্ট' ৮৫ বিধানপল্লী, থানা - রিজেন্ট পার্ক, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০৮৪) কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ১১২ অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে - কেএমসি রোড, দক্ষিণে - শ্রীমতি দে'এর সম্পত্তি, পূর্বে - ৮৬ বিধানপল্লী, পশ্চিমে - ৮৪ বিধানপল্লী সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক - শ্রী আনন্দ শংকর সর্বজন** পিতা প্রয়াত সৌরেন্দ্র কুমার সর্বজন (জামিনদাতা)। **অবস্থান : ২২.৪৬৯০২, ৮৮.৩৭২০৬ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০৫.০৭.২০১৯** **খ) ৯৩,৮৭,৩৯৪.০০ টাকা** সহ আরও সুদ ০১ ০৭.২০১৯ থেকে কার্যকর **গ) ১২.০৯.২০১৯** **ঘ) বাস্তবিক দখল**	**ক) ৪৪.২০ লক্ষ টাকা** **খ) ৪.৪২ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
১৯.	**ক) মূল শাখা: কলকাতা -সম্মিলনী মহাবিদ্যা (৫২০৭১০)** **খ) মেসার্স দাস এন্টারপ্রাইজ** **গ) মেসার্স দাস এন্টারপ্রাইজ** ৫৭/ই, পূর্ণ দাস রোড, গোলপার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০২৯। **অ্যাকাউন্ট নং : 520710IB00000015, 52074011000178, 52077011000087, 52077121000151** **সম্পত্তি আইডি : PUNBDASENTER001**	খালি জমি অবস্থিত গীতাঞ্জলি পার্ক স্কিম প্লট নং ১৮, মৌজা - জগতীপোতা, জেএল নং ৩, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ১১৩১, আরএস দাগ নং ৯/৬১ এবং ৯/৬২ খন্ড খতিয়ান নং ১৮৫, আরএস খতিয়ান নং ১৮, খেয়াদহ অঞ্চল অধিক্ষেত্র অধীন পঞ্চায়েত ২ কলকাতা - ৭০০০৯৯ থানা - সোনারপুর বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি জোয়াল মোটরস ওয়ার্কশপের নিকট। **সম্পত্তির মালিক সুকুমার দাস পিতা নাদে দাস।** **অবস্থান : ২২.৫০০৯৩৬, ৮৮.৪১২৭০৬ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৪.০৩.২০২২** **খ) ৫৮,৪৩,২৪০.৩০ টাকা** তদুপরি আরও সুদ **গ) ১০.০৬.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ১৫.৫৬ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৫৬ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২০.	**ক) মূল শাখা : বোসেপুকুর রাজডাঙ্গা (০৯৫৫২০)** **খ) মেসার্স আইকন অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং** **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী প্রণতি চৌধুরী** ৭৬, বি.বি. চ্যাটার্জি রোড, পোস্ট-কসবা, কলকাতা-৭০০০৪২ **গ) শ্রীমতী প্রণতি চৌধুরী,** স্বামী- দেবব্রত চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ৮, ২য় তল, ৩২, আর কে চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২। **জামিনদার : শ্রী দেবব্রত চৌধুরী** ফ্ল্যাট নং ৮, ২য় তলা, ৩২, আর কে চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৪২। **অ্যাকাউন্ট নং 0074210308205 এবং 0074300020475** **সম্পত্তি আইডি : PUNB826520220009**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা কুশাংগ্রা, বামনপুকুর জিপি অধীন জেএল নং ৩২, তৌজি নং ১৪৭৭, আরএস দাগ নং ১০৫২ এবং ১০৫৩, এলআর দাগ নং ১৭৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৯/১, এলআর খ তিয়ান নং ৩৯২ জমির পরিমাণ আনুমানিক বাস্তু ৫০ ডেসিমেল মোট জমি ১.৮৮ একর থেকে তদস্থিত দুই তল ভবন বামুনপুকুর জিপি অনুমোদিত একতলার পরিমাণ ১২৬২.৫১ বর্গফুট এবং দ্বিতলে ৯০১.২১ বর্গফুট বর্তমানে এডিএসআর দেগঙ্গা ঠিকানায় **শ্রী দেবব্রত চৌধুরীর নামে সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে - বাসন্তী হাইওয়ে, দক্ষিণে - লক্ষ্মীকান্ত মন্ডলের খালি জমি, পূর্বে - লক্ষ্মীকান্ত মন্ডলের পুকুর, পশ্চিমে - গিরিন্দ্র চন্দ্র মন্ডলের খালি জমি সমন্বিত। **অবস্থান : ২২.৫১৩৪২৩, ৮৮.৭১৩৯৪১ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৬.০৪.২০২১** **খ) ৩৮,৪৩,৭৬৬.৮১ টাকা** বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ **গ) ৩০.০৭.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ৬৪.২৪ লক্ষ টাকা** **খ) ৬.৪৩ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২১.	**ক) শাখা : কলকাতা টালিগঞ্জ (০০৮৪০০)** **খ) শ্রী মাধব কুমার দাস** পিতা- লক্ষ্মীকান্ত দাস, পোস্ট - নেপালগঞ্জ, গ্রাম - রাঘবপুর, থানা - বিষ্ণুপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৩। **এছাড়াও এখানে:** ফ্ল্যাট নং ২বি, ৩য় তল, প্রেমিসেস নং ১৯, ওয়ার্ড নং ৮২, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, থানা-আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭ **অ্যাকাউন্ট নং : 0084009900000158, 166700NC00326444** **সম্পত্তি আইডি : PUNBMADHABDAS**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৮৬ বর্গফুট, ফ্ল্যাট নং ২বি, ৩য় তল, জি+৪ তলা ভবন অবস্থিত ৯ কাঠা ৭ ছটাক ২৫ বর্গফুট পুর প্রেমিসেস নং ১৯ চেতলা সেন্ট্রাল রোড, ওয়ার্ড নং ৮২, থানা - আলিপুর, কলকাতা ৭০০০২৭ **চৌহদ্দি:** উত্তরে - ২১ সেন্ট্রাল লেডিজ পার্ক, দক্ষিণে - সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল রোড, পূর্বে - ২১ সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল রোড কলকাতা ৭০০০২৭, পশ্চিমে - ১৭/২ সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল রোড,কলকাতা - ৭০০০২৭ সমন্বিত। **অবস্থান : ২২.৫১৭৬০৪, ৮৮.৩৩৬২৭৭ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ৩০.১১.২০২২** **খ) ৫৪,১৩,৯৪৯.৪২ টাকা** বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ **গ) ২৭.০২.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৪৯.৪৬ লক্ষ টাকা** **খ) ৪.৯৫ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২২.	**ক) শাখা : বেহালা (০০৮৬২০)** **খ) মেসার্স মোল্লা গার্মেন্টস** **স্বত্বাধিকারী : আবদুল্লাহ আল নুমান মোল্লা** **গ) মেসার্স মোল্লা গার্মেন্টস এর স্বত্বাধিকারী: আবদুল্লাহ আল নুমান মোল্লা,** পিতা- মোঃ ইসমাইল মোল্লা, গ্রাম- ঘনশ্যামপুর, পোস্ট- বঙ্গনগর, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৫১৩। **অ্যাকাউন্ট নং : 0086250301435, 0086300216760 এবং 0086300218979** **সম্পত্তি আইডি : PUNBMOLLAGARMENT**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা ঘনশ্যামপুর, জেএল নং ১০৬, এলআর দাগ নং ৮৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২৪৪৭, পো. ঘনশ্যামপুর, বঙ্গনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - ফলতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ জমির মোট পরিমাণ আনুমানিক ৭.২৫ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - পাকা সড়ক নং ৮৯, দক্ষিণে - শেখ তাহের-এর সম্পত্তি, পূর্বে - শাহানাজ মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে - নুরুদ্দিন শেখের সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক আবদুল্লা আল নুমান মোল্লা** পিতা মহ. ইসমাইল মোল্লা। **অবস্থান : ২২.৩১৪৭২৬, ৮৮.২৩৪৬৭৫ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১২.১০.২০২০** **খ) ৬৯,৬২,৬৭৯.৭১ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ ৩০.০৯.২০২০ থেকে কার্যকর **গ) ০১.০৩.২০২১** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৮৫.৫৯ লক্ষ টাকা** **খ) ৮.৫৬ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২৩.	**ক) শাখা: পশ্চিম পুটিয়ারি (০৮৬৩২০)** **খ) শ্রী প্রণব চ্যাটার্জি ও শ্রীমতী অনন্যা চ্যাটার্জি** ১২/৭/বি, ওস্তাদ আমির খান সরণি, পোস্ট - হরিদেবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৮২। **অ্যাকাউন্ট নং : 0863300500047** **সম্পত্তি আইডি : PUNBU45149040001**	সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১ডি, একতলায় উত্তর পূর্ব অংশে পরিমাণ কম বেশি ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মোজাইক মেঝে অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত ভবনে কম বেশি পরিমাণ ৬ কাঠা মৌজা - হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৩৩৫৮, আরএস খতিয়ান নং ১৩২৫, দাগ নং ৪৬, থানা - ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ২১৫, মহাত্মা গান্ধি রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৫ অধীন, অ্যাসেসি নং ৪১১১৫০৬১৩৩৩৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - প্লট নং ৪৬ (প্রেমিসেস নং ৭৭এমজি রোড) এর অবশিষ্ট অংশ, দক্ষিণে - নস্কর পাড়া রোড, পূর্বে - প্রেমিসেস নং ৭২/১ এমজি রোড এবং ৮১/২০৩/আইবি এমজি রোড, পশ্চিমে - শ্রীমতি তাপসী মুখার্জির জমি প্রেমিসেস নং ২১৪ এমজি রোড। **সম্পত্তির মালিক শ্রী প্রণব চ্যাটার্জি** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি **অবস্থান : ২২.৪৭৫২০৫২, ৮৮.৩৪৬৫৪৯ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৩.০১.২০২০** **খ) ১৯,৬০,১৮০.৬৪ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ২৮.১০.২০২০** **ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)**	**ক) ১৬.৬৮ লক্ষ টাকা** **খ) ১.৬৭ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২৪.	**ক) শাখা : বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি (১০০৩২০)** **খ) মেসার্স ডিঙ্গল কনস্ট্রাকশন** **স্বত্বাধিকারী : ভৈরব ডিঙ্গল** গ্রাম ও পোস্ট - পাঁচপোতা, শচীন্দ্রপল্লী, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১৫২। **জামিনদার এবং বন্ধকদাতা :** **শ্রী বিপ্লব ডিঙ্গল,** পিতা- ভৈরব ডিঙ্গল গ্রাম ও পোস্ট - পাঁচপোতা, শচীন্দ্রপল্লী, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১৫২। **অ্যাকাউন্ট নং : 1003210305150** **সম্পত্তি আইডি : PUNBU49250587001**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৩ ছটাক ২৮ বর্গফুট মৌজা- কামরাবাদ, তৌজি নং ১০৯, দাগ নং ১৬২, খতিয়ান নং ২৯, জেএল নং ৪১, এডিএসআর - সোনারপুর, হোল্ডিং নং ২৯৮, ওয়ার্ড নং ৪, থানা - সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা তদস্থিত পাকা ভবন সমুদয় সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে - আরএস দাগ নং ১৬৩, দক্ষিণে - ৪ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ এবং মিহির কুন্ডুর সম্পত্তি, পূর্বে - আরএস দাগ নং ১৬২, পশ্চিমে - আরএস দাগ নং ১৬০ এবং ১৬১ সমন্বিত। **অবস্থান : ২২.৪৬৬০, ৮৮.৪১৮৬ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৭.০৩.২০২৩** **খ) ৩৫,৬৪,২৭৮.৭১ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৮.০৭.২০২৩** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ৩৩.৫৬ লক্ষ টাকা** **খ) ৩.৩৬ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২৫.	**ক) শাখা : নিউ আলিপুর (০০৯৯২০)** **খ) মেসার্স এ.এম. এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী- শ্রী আজিজুল ইসলাম মোল্লা** ৩/২/২এ, চণ্ডীতলা ব্রাঞ্চ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৩। **গ) শ্রী আজিজুল ইসলাম মোল্লা** পিতা-প্রয়াত কাশেম আলী মোল্লা, **২. শ্রীমতী সৈয়েদা রুনা লায়লা (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী আজিজুল ইসলাম মোল্লা, **উভয়ের ঠিকানা:** গ্রাম- নারায়ণতলা, নুরপুর রোড, পোস্ট - সরিষা, থানা - ডায়মন্ড হারবার, পিন - ৭৪৩ ৩৬৮, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা **অ্যাকাউন্ট নং: 0099250010539** **সম্পত্তি আইডি : PUNBAMENTERP**	সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪ ডেসিমেল অবস্থিত গ্রাম নারায়ণতলা, নুরোর রোড, মৌজা - কামারপোল, জেএল নং ৭৩, আরএস খতিয়ান নং ২১৭২, এলআর খতিয়ান নং ১২০৪, দাগ নং ১৫৬০, দ্বিতল ভবন পরিমাণ মোট ১৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তদস্থিত একতলায় (৯০০ বর্গফুট) ২ বেডরুম, ২ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং রুম, ১ বারান্দা সমন্বিত এবং দ্বিতীয় তলে (৯০০ বর্গফুট) ২ বেডরুম, ২ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং রুম, ১ বারান্দা কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্র অধীন থানা - ডায়মন্ডহারবার পিন - ৭৪৩৩৬৮ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি যথাযথ ভাবে বিভাজিত এবং **চৌহদ্দি :** উত্তরে - শ্রী গিয়াসউদ্দিন-এর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে - নূরপুর রোড, পূর্বে - ৯ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে - শ্রী দত্ত দাগ নং ১৫৫৯ জমি এবং ভবন সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক আজিজুল ইসলাম মোল্লা** পিতা প্রয়াত কাসেন আলি মোল্লা, দলিল নং আই-৭৪-২০০৩ সালের বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৫৫-৬০ অনুযায়ী। **অবস্থান : ২২.২৪২১০৯, ৮৮.১৭৯৮৩২ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০২.০৭.২০২২** **খ) ২৭,১০,২৮৫.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৮.০৭.২০২২** **ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২৭.৩২ লক্ষ টাকা** **খ) ২.৭৪ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩)** **গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**

এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায় ...

রাজস্থানে এক নয় কুড়িটি নির্বাচনের দাবি করলেন কেজরিওয়াল

কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে দিলেন 'গ্যারান্টি'

জয়পুর, ৪ সেপ্টেম্বর: বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক, জাতীয় কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি। ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান-নির্বাচনমুখী দুই রাজ্যেই ক্ষমতায় আছে কংগ্রেস। অথচ, এই দুই রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে চলেছে আপ। এর আগে ছত্তিশগড়ে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার গেহলটের রাজস্থানে দলীয় প্রচার চালালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন, জয়পুরে এক জনসভা থেকে 'এক দেশ এক নির্বাচন'-এর সমালোচনা করে, এক নির্বাচনের বদলে আরও ঘন ঘন নির্বাচন করার দাবি জানিয়েছেন আপ প্রধান। তাঁর মতে, সেই ক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহি করার অবকাশ থাকবে। তিনি বলেন, 'প্রতি তিন মাস অন্তর একটি করে নির্বাচন হওয়া উচিত। অন্যথায়, এক দেশ, এক নির্বাচন বাস্তবায়িত হলে পাঁচ বছর আর বিজেপির মুখ দেখাতে পাওয়া যাবে না।'

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেন, মোদি সরকার কোনও কাজ করেনি বলেই এখন ভোট চাওয়ার জন্য তাদের 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর দাবি তুলতে হচ্ছে। তিনি বলেন, 'নয় বছর প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে থাকার পরও প্রধানমন্ত্রী মোদি এক দেশ এক নির্বাচনের নামে ভোট চাইছেন। দেশে কটা নির্বাচন হবে, তাতে সাধারণ মানুষের কী? এর থেকে সাধারণ মানুষ কী পাবেন? নয় বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার পরও যদি কাউকে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে ভোট চাইতে হয়, তার অর্থ হল, তিনি কোনও কাজ করেননি। ভোট চাওয়া উচিত, 'এক দেশ, এক শিক্ষা', 'এক দেশ, এক চিকিৎসা'র মতো বিষয়ে।'

তিনি আরও দাবি করেছেন, ভারতে প্রতি ছয় মাসে নির্বাচন হয়। ছয় মাস বাদে বাদে জনগণের কাছে যাওয়াটা প্রধানমন্ত্রী মোদির পছন্দ নয়। তাই তিনি প্রতি পাঁচ বছরে একবার নির্বাচন করতে চাইছেন। এই ব্যবস্থা চালু হলে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ৫০০০ টাকা হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, 'পাঁচ বছর পর, প্রধানমন্ত্রী মোদি এসে বলবেন, তিনি গ্যাসের দাম ২০০ টাকা কমিয়েছেন।'

রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারকে সরাসরি আক্রমণ না করলেও, এদিন রাজস্থানের জনগণের জন্য বেশ কয়েকটি 'গ্যারান্টি' ঘোষণা করেছেন আপ প্রধান। তিনি বলেন, গত ৭৫ বছরে কোনও রাজনৈতিক দল হাসপাতাল, স্কুল তৈরির কথা বলেনি। কেউই দেশের মানুষকে নিয়ে চিন্তিত নয়। শুধু আপ যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা পূরণ করে। ২৪ ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রতিটি পরিবারকে ৩০০ ইউনিট করে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিদ্যুতের বকেয়া বিল মকুব, শিশুদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসার মতো 'গ্যারান্টি'র ঘোষণা করেছেন তিনি। রাজস্থানে আপের প্রবেশ, কংগ্রেসের পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

'এক নির্বাচন কমিটি' বিতর্কে 'সোর্স' জানতে চাইলেন অধীর

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: 'এক দেশ, এক নির্বাচন' কমিটি নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। কেন্দ্রের গঠিত প্যানেলে সদস্য হতে অস্বীকার করেছেন কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। তবে, রবিবার সরকার তথা বিজেপি দাবি করেছে, কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণার আগে এই বিষয়ে সম্মতি নেওয়া হয়েছিল অধীরের। কংগ্রেস নেতা সম্মতি দিয়েছিলেন। এবার, এই অভিযোগ ওড়ালেন অধীর। সোমবার এই প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেছেন, 'এই অভিযোগের সূত্র কী, সরকারকে বলতে হবে।'

অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন, কমিটি গঠনের আগের রাতে তাঁকে ফোন করা হয়েছিল ঠিকই, তবে, তিনি সদস্য হওয়ার বিষয়ে সম্মতি দেননি। তাঁর দাবি, কমিটি গঠনের আগের দিন, রাত ১১টায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মুখ্যসচিব প্রমোদ কুমার মিশ্র তাঁকে ফোন করে এক দেশ এক নির্বাচন প্রস্তাবের বিষয়ে সরকারের কমিটি গঠনের কথা জানান। তাঁকে সেই কমিটিতে রাখা হচ্ছে, সেই কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, অধীর চৌধুরীর দাবি, তিনি আগে এই বিষয়ে সমস্ত নথিপত্র চেয়েছিলেন। সেই সকল নথি খতিয়ে দেখে তবে কমিটির সদস্য হওয়ার বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে তাঁকে কোনও নথিপত্র না পাঠিয়েই কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়। অধীর বলেছেন, 'সরকারের হাতে পেগাসাস আছে। সিবিআই-ইডি আছে। ঠিক বলছি কি না, ফোন রেকর্ড খতিয়ে দেখুক সরকার। ভুল বলে থাকলে জেলে পুড়ুক।'

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি

কিয়েভ, ৪ সেপ্টেম্বর: ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ওলেক্সি রেজনিকভকে সরালেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। রবিবার রাতে দেওয়া ভিডিও ভাষণে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বরখাস্তের ঘোষণা করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন করে অগ্রসর হওয়ার সময় এসেছে।

নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে রুস্তেম উমেরভকে মনোনীত করেছেন জেলেনস্কি। উমেরভ এতদিন ইউক্রেনের স্টেট প্রোপার্টি ফান্ড পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। জেলেনস্কি তার ভাষণে বলেন, আমি বিশ্বাস করি সামরিক বাহিনী ও সমাজ উভয়ের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে আন্তসংযোগ তৈরিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নতুন পন্থায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ওলেক্সি রেজনিকভ বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচিত হচ্ছিল। ধারণা হচ্ছে, তাকে লন্ডনে কিয়েভের নতুন রাষ্ট্রদূত করা হবে। কারণ ব্রিটেনের সিনিয়র রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছেন তিনি।

গত সপ্তাহে রেজনিকভ সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে অন্য কোনও অবস্থানে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করছেন তিনি।

উল্লেখ্য, রেজনিকভ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরু হওয়ার আগে থেকেই এই মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। ৫৭ বছর বয়সি রেজনিকভ ইউক্রেনের যুদ্ধের শুরু থেকেই নিয়মিত ইউক্রেনের পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন এবং রুশ আগ্রাসন মোকাবিলায় আরও সামরিক সরঞ্জাম পেতে লবিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

৯ বছরে একটি ছুটিও নেননি প্রধানমন্ত্রী, জানাল পিএমও

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ৯ বছরে একটি দিনও ছুটি নেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একটি তথ্য জানার অধিকার আইনে করা প্রশ্নের জবাবে এমনটাই জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। আরটিআইয়ের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে,২০১৪ সালের মে মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর থেকে ৩০০০টিরও বেশি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তিনি। তিনি কখনই 'অফ ডিউটি' হন না, প্রধানমন্ত্রী সব সময়ই 'অন ডিউটি' থাকেন। অর্থাৎ, দায়িত্বে বহাল থাকেন।

বিজেপি নেতারা প্রায়শই দাবি করে থাকেন, দেশের 'প্রধান সেবক' হিসেবে কখনও ছুটি নেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কোনও অবকাশ না নিয়ে তিনি চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করে চলেছেন। সারা জীবনই তিনি দেশ এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণের কাজে উৎসর্গ করেছেন। বিজেপি নেতাদের সেই দাবি, শুধুমাত্র কোনও রাজনৈতিক আখ্যান নয়। এবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে, গত নয় বছরে একটি দিনও ছুটি নেননি প্রধানমন্ত্রী মোদি।

চলতি বছরের ২৩ জনৈক প্রফুল্ল পি সারদা, তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলেন। প্রথম, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লিতে তাঁর কার্যালয়ে কত দিন উপস্থিত ছিলেন। তার বিশদ তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কতগুলি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান জানতে চাওয়া হয়েছিল।

কানাডায় বিয়েবাড়িতে বন্দুকবাজের হামলায় মৃত অন্তত ২, আহত ৬ জন

অটোয়া, ৪ সেপ্টেম্বর: কানাডায় বিয়েবাড়িতে বন্দুকবাজের হামলা। আনন্দের মাঝেই হামলায় মৃত্যু হল দু'জনের। গুরুতর আহত আরও ছ'জন। স্থানীয় সময় শনিবার রাতে এলোপাথাড়ি গুলি চলে বিয়েবাড়িতে। তবে এখনও বন্দুকবাজের হদিস মেলেনি। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কাউকে আটকও করতে পারেনি পুলিশ। কানাডার অটোয়া শহরের একটি হলে পাশাপাশি দু'টি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। প্রচুর অতিথি সমাগম হয়েছিল দুই বিয়ের ক্ষেত্রেই। অনুষ্ঠান চলাকালীনই হঠাৎ গুলির আওয়াজ শোনা যায়। স্থানীয় সময় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ গুলি চলার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে চেষ্টা করেন। তাতেই বিপত্তি আরও বাড়ে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন তিনি অন্তত ১৫-১৬টা গুলির আওয়াজ শোনা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দু'জনেই কানাডার নাগরিক। তাঁদের বয়স যথাক্রমে ২৬ ও ২৯ বছর। আহতদের মধ্যে মার্কিন নাগরিকরাও রয়েছেন। তবে তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

তবে এখনও বন্দুকবাজকে চিহ্নিত করতে পারেনি স্থানীয় পুলিশ। কেন হামলা হল, সেই কারণও অজানা। পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, নানা টুকরো টুকরো তথ্য থেকে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তবে জাতিবিদ্বেষী কারণেও বিয়েবাড়িতে হামলা হয়ে থাকতে পারে। শনিবার রাতে হামলার পর দু'দিন কেটে গেলেও এখনও কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। প্রসঙ্গত, কানাডার রাজধানী শহরে চলতি বছরে বন্দুকবাজের হামলার বলি হয়েছেন ১২ জন।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় যোগ দেবেন না প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার আগামী অধিবেশনে যোগ দেবেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানা গিয়েছে, অধিবেশনে বক্তৃতা দেবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। রাষ্ট্রসংঘের প্রকাশিত তালিকাতেও জয়শঙ্করের নাম রয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের তালিকা অনুযায়ী, ২২ সেপ্টেম্বর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল মোদির। জয়শঙ্কর বক্তৃতা দেবেন ২৬ সেপ্টেম্বর। দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের কয়েক দিন পরেই শুরু হবে রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন। দিল্লির সম্মেলনেও বাইডেন-সহ বেশ কয়েক জন রাষ্ট্রনেতার যোগ দেওয়ার কথা।

১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন-সহ বেশ কয়েক জন রাষ্ট্রনেতার এই অধিবেশনে যোগ দেওয়ার কথা। রীতি অনুযায়ী, প্রথমে বক্তৃতার সুযোগ পায় ব্রাজিল। তার পরে আমেরিকা।

অধিবেশনের প্রথম দিনেই বক্তৃতা দেওয়ার কথা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির। ২৩ সেপ্টেম্বর বক্তৃতা দেবেন রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ।

Vidyasagar College
39, Sankar Ghosh Lane, Kol- 6
E-Tender Notice
Invited E-Tender for Cultural Programeme student's Union, Refer eNIT-01/DHE/VC/2023-24 Dated 02/09/2023
https://wbtenders.gov.in Also see https:/www.vidyasagarcollege.edu.in
Teacher-in-Charge
Vidyasagar College

TENDER NOTICE
Sivanath Sastri College, Kolkata invites quotations for Book Drop System in college library.
Please visit wbtenders.gov.in and sivanathsastricollege.org

TENDER NOTICE
The Building Contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of (G+4) Residential Building with 8 Nos. of Flats of Ultra Co-Operative Housing Society Ltd. at a Plot No. AA-IIIG/1689, Premises No. 08-0892, Action Area-IIIG, Category/MIG(C), New Town, Kolkata-700160, Plot Area 335. 17 Sq. Mt. Approx. The last date of submission of the Quotation is (15 days gap from the date of publication) Advertisement at **BOX No : T-0509/2023-24** of newspaper **EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001.**, The selection process is the discretionary part of the society. He Selection process is the discretionary part of the Society.
Secretary
Ultra Co-operative Housing Society Ltd.

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-27/2ND CALL/2023-24** for **"Supplying and Installation of acoustic wall panel and false ceiling at Dwijendra Mancha in Krishnanagar Municipality"** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id: 2023_MAD_563253_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-6/23-24 dated 04.09.23** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in.** Contact concern authority P.W.Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 16.09.2023.**
Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এসডিএএসটিই-ই আই-পি আর জি আর-এসকেআইপি-২৩-২৪ আর, তারিখ ০১.০৯.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং এসডিএএসটিই-ই আই-পি আর জি আর-এসকেআইপি-২৩-২৪ আর-এর প্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। **কাজের নাম ঃ শিডিউল এ-** হাওড়া ডিভিসনের পিনরগড়িয়া স্টেশনে বিদ্যমান ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এর রেট্রোফিট করার কাজ। **শিডিউল বি -** হাওড়া ডিভিসনের শিকারিপাড়া স্টেশনে বিদ্যমান ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এর রেট্রোফিট করার কাজ। **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন। **দরপ্রস্তাব প্রদান ব্যবস্থা ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹৩,৭৯,৪৮,৪০৭.২১। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹৩,৩৯,৮০০.০০। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ₹০.০০। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬৫ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ঃ** ৩১.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৪টে ৫৪ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৮.০৯.২০২৩। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২২.০৯.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয়, এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না।
হাওড়া- ২৩৬/২০২৩-২৪
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট ঃ www.indianrailways.gov.in /www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর ...

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) **pnb punjab national bank** (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১, ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
২৬.	**ক) শাখা- যাদবপুর বিদ্যাপীঠ (১৫১৭২০)** **খ) মেসার্স রুমা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী রুমা ব্যানার্জী ওরফে রুমা ব্যানার্জী পাঠক,** ৮৩এফ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০০৩১ **জামিনদার ও বন্ধকদাতা- শ্রী সুব্রত ব্যানার্জি** ৮৩এফ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০০৩১ **এ/সি নং: ১৫১৭৩০০০০৪৭২৫** **সম্পত্তি আইডি: PUNBRUMAENTER**	কমবেশি ১১২০.০৯৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের দ্বিতীয় তল এর সকল, ৩ বেড রুম, ১ ড্রয়িং কাম ডাইনিং ১ রান্নাঘর ২ বাথ এবং প্রিভি এবং ২, বারান্দা সমন্বিত, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ৩০ বর্গফুট জমির অবিভক্ত ৫০% শেয়ার সহ মৌজা-ঢাকুরিয়া, জেএল নং-১৮ ,খতিয়ান নং ৬৮৭-এর মধ্যে দাগ নং -৮১৯ এবং ৮২০, থানা- পূর্বে টালিগঞ্জ, এখন কসবা, কেএমসি প্রেমিসেস নং-৮৩এফ, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড কলকাতা-৭০০০৩১ কেএমসি ওয়ার্ড নং-৯১এর মধ্যে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা ডিড-০০৬৮৯ সাল- ২০১৭। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সুব্রত ব্যানার্জি। জমি সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ১৬ ফুট চওড়া শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড,দক্ষিণ , ৮ ফুট কমন রোড এবং শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পূর্ব-শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, পশ্চিম- শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড। **অবস্থান: ২২.৫১২৪,৮৮.৩৭৬১ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০৮.০৩.২০২৩ খ) ২৭,৭১,২২০.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৮.০৭.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ৩১.২৬ লক্ষ টাকা খ) ৩.১৩ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২৭.	**ক) শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স নিযূষ পলিপ্যাক প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন প্রিয়াঙ্কা পলিমার প্রাইভেট লিমিটেড) গ) ১. শ্রী পীযূষ গোয়েল, পিতা-পুরন গোয়েল,** টাওয়ার-৫, ফ্ল্যাট-১১এ ''ডায়মন্ড সিটি'' দক্ষিণ, ৫৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০৪১ **২. শ্রীমতী নিশা গোয়েল** স্বামী-পীযূষ গোয়েল, টাওয়ার-৫, ফ্ল্যাট-১১এ ''ডায়মন্ড সিটি'' দক্ষিণ, ৫৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০৪১ **৩. শ্রী পুরন গোয়েল এবং শ্রীমতী সন্তোষ গোয়েল** পিতা-শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েল, ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪০বি, এম.জি. রোড, কেওড়াপুকুর বাজার, হরিদেবপুর, কলকাতা ৭০০০৮২ **এ/সি নং: ০১৪৩২৫০০১২১৪৮ এবং ০১৪৩৩০০০৪৩৩৯৭ সম্পত্তি আইডি: PUNBPRIYANKA001**	ইউনিট (ফ্ল্যাট) নং ৪এ (রিদ্ধি সিদ্ধি রেসিডেন্সি) এর সকল, ৫ম তলায় পরিমাপ প্রায় ১৩৪৯ বর্গফুট (মোজাইক ফ্লোরিং সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং এর প্রথম তলায় ১৬ নং খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস, প্রেমিসেস নং- ৪০ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০৮২, থানা- হরিদেবপুর, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১২২, ডিড অফ কনভেয়েন্স নং আই০৩৫৩২/১৮ তারিখ- ২৭.০৩.২০১৮, ডিএসআর-২, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনায় নিবন্ধিত। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী পুরান গোয়েল এবং শ্রীমতি সন্তোষ গোয়েল। **অবস্থান: ২২.৪৬৮৪৪, ৮৮.৩৩৭১১ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ২৮.০৪.২০২৩ খ) ১,১৬,৪২,০১৭.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ১৫.০৭.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৪৩.৩৯ লক্ষ টাকা খ) ৪.৩৪ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২৮.	**ক) মূল শাখা : গড়িয়া খ) মেসার্স গুড উইল এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র** ২৩, সাধনা ঔষধালয় রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬। **গ) রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র ই-৩, পঞ্চম তল, প্রমিত অ্যাপার্টমেন্ট, গোরক্ষা বাসি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮। **অ্যাকা. নং : ১৪৩২৫০০১১৯৫৪ সম্পত্তি আইডি : PUNBU64640555001**	মৌজা সিতগাছি, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, আরএস দাগ নং ৩৫১০ দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে, প্রেমিসেস নং ৩৭৩, গৌরক্ষা বাসি রোড, থানা- দমদম, কলকাতা -৭০০ ০২৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনে ০৫ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির উপর ৫ম তলায় ফ্ল্যাট নং ই-৩-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক পরিমাপ ৭৫০ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক বাস্তু জমির শেয়ার। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর-কমন প্যাসেজ দ্বারা, দক্ষিণ-পথ দ্বারা, পূর্ব-গোরক্ষা বাসি রোড দ্বারা, পশ্চিম-পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র **(ঋণগ্রহীতা)। অবস্থান: ২২.৬২১১০৪, ৮৮.৪১৮৮৬৭ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১১.০৮.২০১৯ খ) ৯৩,৭৯,৬০৭.৫০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ ০১.০৮.২০১৯ থেকে কার্যকর **গ) ০৩.১০.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল**	**ক) ২০.২৫ লক্ষ টাকা খ) ২.০৩ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
২৯.	**ক) শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স ঘোষ বিল্ডার্স অরুণ কুমার ঘোষ গ) অরুণ কুমার ঘোষ** গ্রাম - মোহনপুর, পোস্ট - দক্ষিণ, মোহনপুর, থানা- মগরাহাট, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, মগরা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৬১০। **অ্যাকা. নং : ০১৪৩২৫০০১২১০২, ০১৪৩৩০০০৪৩৫৭৩ সম্পত্তি আইডি : PUNBGHOSHBUILD**	দোতলা আবাসিক তথা বাণিজ্যিক ভবন সহ ৫.৮৯ ডেসিমেল = ৩.৫৬ কাঠা বা ২৩৮.১২ বর্গমিটার পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৩, ৯২, ২৪, ৭৭ এবং এলআর খতিয়ান নং ৪৫৩, আরএস ও এলআর দাগ নং ৪৮, থানা - মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৯৯৮ সালের বিক্রয় দলিল নং ২০৪০ এর অধীনে, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ২০৪১, ২০০১ সালের বিক্রয় দলিল নং ৪১৯, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৪২১, ২০০২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩৬৫৫, সবগুলিই অরুণ কুমার ঘোষের নামে এডিএসআর - মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় যথাযথভাবে নিবন্ধিত। **অবস্থান: ২২.৩২১৯৬৩, ৮৮.৩৫৫১৬৯ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০৭.০৮.২০২১ খ) ৭৫,৮৭,৪৫৮.০০ টাকা** তদুপরি সুদ **গ) ২৪.১২.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি সম্পন্ন)**	**ক) ৫৮.৬৩ লক্ষ টাকা খ) ৫.৮৭ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৩০.	**ক) শাখা- গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স সোনু গার্মেন্টস গ) ১. শ্রী মহিন্দর খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা, ১০, জহরলাল নেহেরু রোড, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৩। **২. রাজেন্দ্র সিং খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা ১/১কিউ, যুক্ত নগর কলোনি, হলি ফ্যামিলি, বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫। **৩. শ্রী মহিন্দর খুরানা** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা, ১/১কিউ, যুক্ত নগর কলোনি, পি.জি.এম. শাহ রোড, পোস্ট- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪৫। **অ্যাকা. নং: ০১৪৩২৫০০১১৩২৫ (সিসি) সম্পত্তি আইডি: PUNBU59850230001**	প্রথম তলায় খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ জি+৩ তলা ''হ্যাবিট্যাট এনক্লেভ'' নামক বিল্ডিং এর ২য় তলায় জমি ও বিল্ডিং এ-১-এর ন্যায়সঙ্গত মৌজা- বারহাঁস ফরতাবাদ, প্লট নং ৩৮২/১৭২৭, ২৮১/১৮৬৫, ৩৮১/১৮৬৪, ৩৮০ এর অধীন, খতিয়ান নং ৪৮০, ১০৭০, জেএল নং ৪৭, এলাকা - ১৪৫৭ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ২৭৭০, নেতাজি সুভাষ রোড, পোস্ট- গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, জেলা- ২৪ পগোনা (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০০৮৪। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - শ্রী এস. সুবাইয়া এর ফ্ল্যাট নং ১বি, দক্ষিণ - শ্রী মানস ব্যানার্জির ফ্ল্যাট নং ১ই, পূর্ব- শ্রী দেবাশীষ এবং মাম্পির ফ্ল্যাট নং ১সি এবং ১ডি, পশ্চিম - অভ্যন্তরীণ সাধারণ পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাজেন্দ্র সিং খুরানা,** পিতা- শ্রী দেবীদাস খুরানা **(জামিনদার)। অবস্থান: ২২.৪৫৮৭৬৭, ৮৮.৩৮৩৭৭৮ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ০৫.০৭.২০১৯ খ) ৮৩,৬১,৬০৫.০০ টাকা** তদুপরি ০১.০৭.২০১৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ **গ) ১১.০৯.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম অর্ডার গৃহীত হয়েছে)**	**ক) ৬৯.০৫ লক্ষ টাকা খ) ৬.৯০ লক্ষ টাকা (২০.০৯.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**২১.০৯.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৩১.	**ক) শাখা: বোন্দেল রোড, গড়িয়াহাট খ) মিঠুন সিকদার ও শ্রীমতী দীপশিখা সিকদার,** ফ্ল্যাট ২সি, বিশ্বনাথ রেসিডেন্সি, ব্যারাকপুর বারাসত রোড, পোস্ট- নোনাচন্দনপুকুর, কলকাতা-৭০০১২২, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রী মিঠুন সিকদার** পিতা- নির্মল চন্দ্র সিকদার, শান্তিনগর পলতা, পোস্ট-বেঙ্গল এনিমেল ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ **এ/সি নং : ২২৫১১০এনসি০০০০০০৩১ প্রপার্টি আইডি: PUNBMITHUN001**	৪র্থ তলায় উত্তর পূর্ব পাশের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩ডি এর সকল, যার এলাকার পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (সিঁড়ির আনুপাতিক শেয়ার এবং ২৫% সুপারবিল্ট আপ এলাকা সহ) যার আছে ২ বেডরুম, ১ রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১ ড্রয়িং, স্পেস, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ এবং মার্বেল মেঝে সহ, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস. নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খ তিয়ান (সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক-এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, এডিএসআর বর্তমানে সোদপুর আগে ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত, পরিচিত, সংখ্যাযুক্ত প্রেমিসেসে নং ৩০০/বিবিশিষ্ট, এইচ.বি. টাউন, রোড নং ৫, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দা, কলকাতা-৭০০১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধীনে, দলিল নম্বর ৫১১০/২০২১ এ.আর.এ-২ কলকাতায় নিবন্ধিত। মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি। **অবস্থান: ২২.৬৯২৯৫৮, ৮৮.৩৯৩২১৪ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৯.০৬.২০২৩ খ) ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৩৬.৮৮ লক্ষ টাকা খ) ৩.৬৯ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**
৩২.	**ক) শাখা- বোন্দেল রোড, গড়িয়াহাট খ) মিঠুন সিকদার ও শ্রীমতী দীপশিখা সিকদার,** ফ্ল্যাট ২সি, বিশ্বনাথ রেসিডেন্সি, ব্যারাকপুর বারাসত রোড, পোস্ট- নোনাচন্দনপুকুর, কলকাতা-৭০০১২২, পশ্চিমবঙ্গ **গ) শ্রী মিঠুন সিকদার** পিতা- নির্মল চন্দ্র সিকদার, শান্তিনগর পলতা, পোস্ট-বেঙ্গল এনিমেল ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ **এ/সি নং : ২২৫১১০এনসি০০০০০০৩১ প্রপার্টি আইডি: PUNBMITHUN002**	৪র্থ তলায় উত্তর পূর্ব পাশের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি এর সকল, যার এলাকার পরিমাপ ১০০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (সিঁড়ির আনুপাতিক শেয়ার এবং ২৫% সুপারবিল্ট আপ এলাকা সহ) যার আছে ২ বেডরুম, ১ রান্নাঘর সহ ডাইনিং, ১ ড্রয়িং, স্পেস, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা, লিফট সুবিধা সহ এবং মার্বেল মেঝে সহ, মৌজা- সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস. নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, দাগ নং ৩০০, খতিয়ান (সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিমের অধীনে) প্ল্যান নং ২২৫/৫৩, ব্লক-এ, রেডসিডেন্সিয়াল জোন, এডিএসআর বর্তমানে সোদপুর আগে ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত, পরিচিত, সংখ্যাযুক্ত প্রেমিসেসে নং ৩০০/বিবিশিষ্ট, এইচ.বি. টাউন, রোড নং ৫, পোস্ট- সোদপুর, থানা- খড়দা, কলকাতা-৭০০১১০, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৩১, হোল্ডিং নং ২৮, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অধীনে, দলিল নম্বর ৫১১১/২০২১ এ.আর.এ-২ কলকাতায় নিবন্ধিত। শ্রী মিঠুন সিকদার ও দীপশিখা সিকদারের মালিকানাধীন সম্পত্তি। **অবস্থান: ২২.৬৯২৯৫৮, ৮৮.৩৯৩২১৪ (গুগল ম্যাপ)**	**ক) ১৯.০৬.২০২৩ খ) ৫৫,১৬,৪৫৪.০০ টাকা** সহ অতিরিক্ত সুদ **গ) ৩১.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইলকৃত)**	**ক) ৩৬.৮৮ লক্ষ টাকা খ) ৩.৬৯ লক্ষ টাকা (০৪.১০.২০২৩) গ) ০.৫০ লক্ষ টাকা**	**০৫.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা**

সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্কের কাছে অজানা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে'** এবং **'যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে'** এবং **'যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে'**।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে **২১.০৯.২০২৩ তারিখ (ক্র.নং ০১ থেকে ৩০) এবং ০৫.১০.২০২৩ (ক্র. নং ৩১ এবং ৩২) সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪ টার মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**
৫. **সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে ১৪.০৯.২০২৩ এবং ১৭.০৯.২০২৩ তারিখে।**

তারিখ : ০৪.০৯.২০২৩
স্থান: কলকাতা

চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

শ্রীলঙ্কা থেকে এশিয়া কাপের বাকি সব ম্যাচ সরিয়ে নিতে বলছেন পিসিবি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃষ্টির কারণে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের কলম্বোর ম্যাচগুলো অন্য ভেন্যুতে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে, এমন সম্ভাবনার খবর এসেছে আগেই। বৃষ্টির বাগড়ার পর এবার এশিয়া কাপের ম্যাচ শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে নিতে বলছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান জাকা আশরাফ। এ ব্যাপারে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) চেয়ারম্যান ও বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহর সঙ্গেও আশরাফের কথা হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকেট পাকিস্তান।

বৃষ্টির কারণে ভারত ও পাকিস্তানের পাল্লেকেলের ম্যাচটি শেষ হতে পারেনি, এক ইনিংস খেলা হওয়ার পর পরিত্যক্ত হয় সেটি। আজ নেপালের বিপক্ষে চলমান ভারতের ম্যাচেও আছে বৃষ্টির শঙ্কা। এ প্রতিবেদন লেখার সময়ও একবার বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যদিও এরপর দ্রুতই শুরু হয় আবার।

সুপার ফোরে লাহোরে প্রথম ম্যাচটি হওয়ার পর বাকি ম্যাচগুলো হওয়ার কথা কলম্বোতে। ফাইনালও হওয়ার কথা সেখানেই। তবে সেখানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে সামনের দিনগুলোতে। সে ম্যাচগুলো অন্য ভেন্যুতে সরিয়ে নেওয়া হবে কি না, এ ব্যাপারে শিগগিরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

এদিকে ক্রিকেট পাকিস্তান বলছে, বৃষ্টির পূর্বাভাসের কারণে সুপার ফোরের ম্যাচগুলো পাকিস্তানে সরিয়ে নিতে বলেছেন আশরাফ। টেলিফোনে শাহর সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। বৈরী আবহাওয়ার কারণে সামনের ম্যাচগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়েও পর্যালোচনা করতে বলেছেন তিনি।

অবশ্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে পাকিস্তান সফরে ভারত যাবে না বলেই শ্রীলঙ্কাকে সহ-আয়োজক হিসেবে নেওয়া হয়েছে, এমনিতে এবারের আসরের মূল আয়োজক পাকিস্তানই। সুপার ফোরে দুই দলই উঠলে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচটি দুবাইয়ে আয়োজন করা যেতে পারে বলেও প্রস্তাব দিয়েছেন আশরাফ। ক্রিকেট পাকিস্তানের দাবি, আশরাফের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখবেন বলে জানিয়েছেন শাহ।

টুর্নামেন্টের মাঝপথে আবহাওয়ার কারণে ভেন্যু বদলানোর প্রস্তাব এলেও বাস্তবতা স্বাভাবিকভাবেই কঠিন। সুপার ফোরের ম্যাচগুলো কলম্বোয় না হলে বিকল্প ভেন্যু হতে পারে ক্যান্ডি, ডাম্বুলা বা হাম্বানটোটা। তবে ক্যান্ডিতেই ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচটি পণ্ড হয়ে যায়। সেখানেও আগামী কয়েক দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে।

ডাম্বুলার রণগিরি স্টেডিয়াম আবার এত স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করা সম্ভব নয় বলে বার্তা সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তা। ফ্লাডলাইট নিয়েও সেখানে কাজ করা হচ্ছে। তার ওপর সে শহরের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে খুব একটা নাকি সন্তুষ্ট নয় ভারত।

হাম্বানটোটাকে 'শুষ্ক' বলে বিবেচনা করা হলেও সেখানকার স্টেডিয়ামের দূরত্ব জটিলতা তৈরি করতে পারে। এর কাছাকাছি তেমন কোনো থাকার জায়গা নেই। ফলে সম্প্রচারক ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে বেশ লজিস্টিক ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর পরও এশিয়া কাপ নিয়ে জটিলতা কাটছে না, যেটি শুরুর আগে থেকেই অনিশ্চয়তায় পড়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তানের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় হচ্ছে এশিয়া কাপ।

টিকিট ছাড়াই ডার্বি দেখতে মাঠে ঢোকার চেষ্টা, গ্রেফতার ৮১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড ফাইনালের ডার্বি ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়েছিল চড়চড় করে। ফাইনালের আগে থেকেই টিকিট নিয়ে হাহাকার ছিল অব্যাহত। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দুই ক্লাবের তাঁবুর সামনেই ফাইনালের আগে টিকিটের জন্য দীর্ঘ লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। যাদের অধিকাংশই টিকিট পাননি। টিকিট না পেয়ে তাদের ক্ষোভ তারা উগড়ে দেন। ক্লাবের সামনের রাস্তাতে দুই ক্লাবের সমর্থকরা যৌথভাবে রাস্তা অবরোধও করেন। রবিবার সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনালে টিকিট না পেয়ে অনেকেই মাঠে ঢুকতে পারেননি। এমন অবস্থায় টিকিট ছাড়াই মাঠে প্রবেশের চেষ্টা করেন অত্যুৎসাহী বেশ কিছু সমর্থক। বিধাননগর পুলিশ ম্যাচ শুরুর আগে এবং ম্যাচ চলাকালীন এবং পরবর্তীতে একাধিক সমর্থককে গ্রেফতার করেন বিনা টিকিটে স্টেডিয়ামে প্রবেশের চেষ্টা করার কারণে। পুলিশ সূত্রে খবর ৮১ জন এমন সমর্থককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মরশুমের দ্বিতীয় কলকাতা ডার্বিকে ঘিরে টিকিটের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। দীর্ঘ ১৬৫৭ দিন বাদে প্রথম ডার্বি জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। ফলে তাদের সমর্থকরা ছিল উজ্জীবিত। আবার অন্যদিকে ডুরান্ডের ফাইনালেই গ্রুপ লিগের হারের বদলা নিতে মুখিয়ে ছিল মোহনবাগান। ফলে মুখিয়ে ছিল মোহন সমর্থকরাও। ফলে ফাইনালে দুই দল ফের মুখোমুখি হওয়ায় উন্মাদনার পারদ আরও চড়েছিল। কিন্তু চাহিদার তুলনায় টিকিটের যোগান বাজারে ছিল না। ডুরান্ড ফাইনালের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল শুক্রবার সকালে। প্রথম দিনের শেষেই আয়োজকেরা জানিয়ে দিয়েছিলেন সব টিকিট শেষ অর্থাৎ 'সোল্ড আউট'। ফলে সকাল থেকে ময়দানের দুই প্রধানের ক্লাব তাঁবুর বাইরে প্রবল বৃষ্টির উপেক্ষা করে যেসব হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করেছিলেন টিকিট পাবে বলে ফলে তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দেয় তাঁরা সব টিকিট গেল কোথায়? কারণ ৬০-৭০ হাজার টিকিট এইভাবে নিমেষে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। বিস্মিত ছিলেন দুই ক্লাবের কর্তারাও। রবিবার ম্যাচ শুরুর আধ ঘণ্টা আগে দেখা যায়, স্টেডিয়ামে অর্ধেক আসনও ভর্তি হয়নি। দু'দলের সমর্থকেরা যারা এদিন যুবভারতীতে এসে পৌঁছান তাঁদের সবার কাছে যে টিকিট ছিল না স্পষ্ট হয়ে যায়। আর সেই কারণেই খেলা শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক সমর্থক মাঠের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। যদি শেষ মুহূর্তে কোনওভাবে টিকিট পেয়ে মাঠে ঢোকা যায় তার চেষ্টাতেই ছিলেন তারা। বাস্তবে তা যখন হয়নি তখন অনেকে চেষ্টা করেছিলেন বিনা টিকিটেই মাঠে ঢুকতে। তাতেই সমস্যার সম্মুখীন হন তারা। বিধাননগর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হতে হয় ৮১ জনকে।

রবিবারের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ডুরান্ড জিতে নেয় মোহনবাগান। এটি ছিল তাদের ১৭ তম বার এই প্রতিযোগিতার শিরোপা জয়। শেষ ৩০ মিনিট মোহনবাগান দশ জনে খেলেও ম্যাচ জিততে সমর্থ হয়।

যোগা, মেডিটেশন, মায়ের রান্না; কলকাতায় এসে সাফল্যের রেসিপি ফাঁস প্রজ্ঞানন্দর

কলকাতা: তিলোত্তমায় পা পড়ল দাবার জগতের বিস্ময় রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর। সদ্য দাবা বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলে ফিরেছেন। কিংবদন্তি ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে ১৮ বছরের প্রজ্ঞানন্দের হাতে উঠেছে রুপোর পদক। এ বার খেতাবের খুব কাছ থেকে ফিরতে হলেও নিজের উপর বিশ্বাস অটুট। তিনি মনে করেন, দাবা বিশ্বকাপ জেতার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। কলকাতায় এসে সে কথাই জানালেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে ভিসি স্যার, ক্রিকেট থেকে ডায়েট, ডি গুকেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সর্বোপরী মা নাগলক্ষ্মী; নানা কথা ভাগ করে নিলেন চেন্নাইয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার। কলকাতায় আয়োজিত ২০২৩ টাটা স্টিল চেস ইন্ডিয়াতে অংশ নেবেন। হানঝাউ এশিয়ান গেমসের আগে এই শহরেই সারবেন প্রস্তুতি। যার ফাঁকে কলকাতার দাবাপ্রেমীরা প্রজ্ঞানন্দের খেলা দেখতে পারবেন।

১৮ বছরেই দাবা বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা মুখের কথা নয়। বিশ্বনাথন আনন্দ পেরেছিলেন। দাবার বিস্ময় প্রজ্ঞানন্দও পৌঁছেছেন ফাইনাল পর্যন্ত। প্রতিপক্ষ পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেও খেলা টেনে নিয়ে যান টাইব্রেকার পর্যন্ত। ফাইনালে ওঠার পথে হারিয়েছেন বিশ্ব ব্যাঙ্কিংয়ে দুই এবং তিন নম্বরে থাকা দাবাড়ুদের। কম বয়সে এমন সাফল্যের রহস্য কী? প্রজ্ঞানন্দ জানিয়েছেন, বিশ্বনাথন আনন্দের থেকে অনুপ্রেরণা পান। আর মানসিক দৃঢ়তার জন্য শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজন। যার জন্য যোগা, মেডিটেশনের উপর ভরসা রাখেন প্রজ্ঞা। তবে সাফল্যে সবচেয়ে বড় কারণ হল মায়ের হাতের তৈরি খাবার। যে কোনও প্রতিযোগিতায় নামার আগে ভারতীয় খাবার পছন্দ তাঁর। বিশেষ করে মায়ের হাতের তৈরি। প্রতিটি টুর্নামেন্টেই ইন্ডাকশন কুকার নিয়ে যান প্রজ্ঞানন্দের মা নাগলক্ষ্মী। মা-ই যে তাঁর প্রধান স্তম্ভ, জানাতে ভোলেননি চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু। রিল্যাক্স থাকার জন্য সিনেমাও দেখেন। তবে ভিডিয়ো গেম একেবারেই না পসন্দ।

বাবা-মাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে দেখা করে এসেছেন। কী কথা হল তাঁর সঙ্গে? প্রজ্ঞানন্দ বলেন, তআমার ট্রেনিংয়ে ব্যাপারে উনি জানতে চেয়েছিলেন। আমার পরিবার ও বাবার কাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন।দ তবে বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে দাবার চেয়ে অন্যান্য বিষয়েই বেশি কথা হয় তাঁর। দাবার বাইরে অন্য কোন খেলা পছন্দ? আর পাঁচজন ভারতীয় মতোই ক্রিকেট ভালোবাসেন প্রজ্ঞানন্দ। সব ক্রিকেটাররাই কমবেশি পছন্দে তাঁর। তবে বিশেষ একজনের কথা জিজ্ঞেস করলে, নিজের শহরের রবিচন্দ্রন অশ্বিনের নাম নিলেন দাবাড়ু। টুর্নামেন্টের আগে মনে কোনওরকম প্রত্যাশা রাখেন না। চাপ নেওয়ার অভ্যেস নেই। নিজের প্রতি অটুট বিশ্বাস। এগুলোই অন্যদের থেকে আলাদা করে প্রজ্ঞানন্দকে।

সমর্থকরা আক্রান্ত, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বড় ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনার পরিস্থিতি ময়দানে নতুন নয়। প্রতি ডার্বির পর এমন নানা ঘটনা ঘটে। মাঠে প্লেয়ারদের মধ্যে ঝামেলা হলেও তা দ্রুত মিটে যায়। ডুরান্ড ফাইনালেও দেখা গিয়েছে ম্যাচ চলাকালীন দু-দলের ফুটবলাররা ঝামেলায় জড়ান। ইস্টবেঙ্গল কোচকেও কার্ড দেখানো হয়। কিন্তু ম্যাচ শেষেই পরিস্থিতিটা অন্য। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ইস্টবেঙ্গল প্লেয়াররা যখন রানার্স মেডেল নিতে উঠছেন, গার্ড অব মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে বড় ম্যাচ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। ফাইনালে ডার্বি জিতে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। বড় ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা কাটতে চলল। এখনও রেশ কাটেনি। রক্তাক্ত বেশ কিছু সমর্থক। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। ক্লাবের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে কর্তারা জানান, রবিবার ডার্বি শেষে রক্ত ঝরছে ময়দানে? কারও প্ররোচনায় হচ্ছে নাকি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ব্যর্থতায় এই ঘটনা আটকানো যাচ্ছে না। তা খতিয়ে দেখার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হতে চান লাল-হলুদ কর্তারা। ক্রীড়ামন্ত্রীকেও ঘটনাটি জানানো হবে। বিশেষ করে কাদাপাড়াতে এর আগেও ডার্বি শেষে অনেকবার রক্ত ঝরেছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে ঘটনাটি জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি

অনার দেন মোহনবাগান ফুটবলাররা। একই সৌজন্যতা দেখা যায় ইস্টবেঙ্গলের তরফেও। কিন্তু মাঠের বাইরে সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলার রেশ থাকে দীর্ঘ সময়। স্টেডিয়ামের বাইরে গত কালও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পুলিশ আরও তৎপরতা দেখালে পরিস্থিতি কি কিছুটা বদলাতে পারতো? সমর্থকরা আক্রান্ত। পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়ে পরিস্থিতি বদলায়নি। তাই এ বার স্টেডিয়ামের বাইরে আক্রান্ত হন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। বেশ কয়েকজন সমর্থক গুরুর আহত হন। ঘটনায় সরাসরি মোহনবাগানের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছেন লাল-হলুদ কর্তারা। সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা গত রাতের বেশ কিছু ভিডিয়ো ফুটেজও দেখান।

ইস্টবেঙ্গল শিবির আরও প্রশ্ন তুলছেন, মোহনবাগান কর্তাদের প্ররোচনামূলক মন্তব্যের জন্যই কি আকর্ষণ করতে চান ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

লাল-হলুদের তরফে আরও জানানো হয়েছে, আহত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের চিকিৎসার খরচ বহন করার দায়িত্ব নিচ্ছে ক্লাব। বুধবার ৪টে থেকে ৭টার মধ্যে আহত সমর্থকদের ক্লাবে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। প্রয়োজনে তাঁদের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছেও নিয়ে যেতে পারেন লাল-হলুদ কর্তারা।

শেষ আটে জোকার, ইউএস ওপেনে থেকে ছিটকে গেলেন ক্যারোলিনা ওজনিয়াকি

নিউ ইয়র্ক: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই সবচেয়ে সফল তিনি। মোট ১০বার জিতেছেন খেতাব। উইম্বলডনে খুব একটা পিছিয়ে নেই। অল ইংল্যান্ড ক্লাবে সাতবার জিতেছেন খেতাব। ফরাসি ওপেন আর ইউএস ওপেন তিনবার করে। সব ঠিকঠাক থাকলে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে চার নম্বর খেতাব ঢুকে পড়তে পারে তাঁর ঝুলিতে। দুরন্ত ছন্দে থাকা নোভাক জকোভিচকে দেখার পর কিন্তু তাই বলছে টেনিস মহল। ৩৬এর সার্বিয়ান তারকা ১৩তম বার উঠলেন ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে। জোকার নিরাশ না করলেও যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে থেমে গেলেন ক্যারোলিনা ওজনিয়াকি। তিন বছর পর অবসর ভেঙে আবার গ্র্যান্ড স্লামে ফিরেছিলেন ডেনিস তারকা। কিন্তু কোকো গফকে টপকাতে পারলেন না।

চতুর্থ রাউন্ডে ১০৫তম প্লেয়ারের মুখে নেমেছিলেন জোকার। ক্রোয়েশিয়ান বর্না গোজো সেই অর্থে প্রতিরোধই তৈরি করতে পারেননি। তিন সেটের ম্যাচে একতরফা জিতে শেষ আটে পা রেখেছেন সার্বিয়ান। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ আমেরিকার টেলর ফির্টজ। আগে ম্যাচেই প্রথম দুটো সেটে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ জিতেছিলেন জোকার। ফিটনেস এবং ছন্দ; দুটোরই তুঙ্গে রয়েছেন তিনি। সেই তুলনায় ২৫ বছরের গোজোকে হারাতে বেগই পেতে হয়নি জকোভিচকে। ম্যাচ জেতার পর জোকার বলেছেন, 'আমি জানতাম বর্নার কাছে এটা বড় ম্যাচ। ওর হাতে কিন্তু বড় শট আছে। সার্ভিস চমৎকার, ফোরহ্যান্ড ভালো। এইগুলোই ওর শক্তি। ওর সার্ভিসগুলোকে সামলে দিতে চেয়েছিলাম।'

মঙ্গলবার আমেরিকার নাম্বার ওয়ান টেনিস প্লেয়ার ফির্টজরে বিরুদ্ধে খেলা। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ফির্টজ যে বাড়তি সাপোর্ট পাবেন, সন্দেহ নেই। তাও জোকার বলছেন, 'ও দারুণ ছন্দে রয়েছে, বিশেষ করে ওর ঘরের মাঠে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ম্যাচ আরও কঠিন হবে। তবে আমি সব রকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি।' মেয়েদের ম্যাচে ফেভারিট এবং ষষ্ঠ বাছাই গফের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও পরের রাউন্ডে যেতে পারেননি ক্যারোলিনা ওজনিয়াকি। ৩-৬, ৬-৩, ১-৬ হেরেছেন। গত বারের চ্যাম্পিয়ন সোয়াতেকের বিরুদ্ধে খেলবেন গফ।

এমএলএস চ্যাম্পিয়নদের হারাল মেসির মায়ামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইন্টার মায়ামির জয় মানেই যেন লিওনেল মেসি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। ন্যাশভিলের বিপক্ষে আগের ম্যাচে মেসি গোল বা 'অ্যাসিস্ট' না পাওয়ায় দলও শেষ পর্যন্ত আর জিততে পারেনি। তবে আজ এমএলএস চ্যাম্পিয়ন লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে ফের ছন্দে দেখা গেছে মেসিকে। ইন্টার মায়ামির ৩,১ গোলে জয়ের পথে জোড়া 'অ্যাসিস্ট' করেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ম্যাচ হওয়ায় এই ম্যাচ নিয়ে কিছুটা চাপ ছিল ইন্টার মায়ামি শিবিরে। আগের দিন ম্যাচটির গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছিলেন কোচ জেরার্দো মার্তিনো। এবার মেসিও বলেছেন, এই ম্যাচ দিয়ে নিজেদের অবস্থান যাচাই করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। আর শেষ পর্যন্ত দারুণভাবে চ্যালেঞ্জটা উতরে যাওয়ায় নিজের উচ্ছ্বাসের কথাও বলেছেন বিশ্বকাপজয়ী এই মহাতারকা।

ম্যাচের আগেই লস অ্যাঞ্জেলেসের বিপক্ষে অপেক্ষমাণ চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মেসি বলেছেন, 'আমরা ম্যাচের আগে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলেছি। আমরা কোথায় আছি, সেটা বোঝার জন্য এটা ভালো পরীক্ষা ছিল। এটা দেখতে চাইছিলাম যে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে আমরা কী করতে পারি। আমরা এই ম্যাচে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফল পেয়েছি। প্রতিনিয়ত দল আরও ভালো করছে।'

ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়ে গোটা লিগকেই বদলে দিয়েছেন মেসি। তাঁর হাত ধরেই প্রথম শিরোপা (লিগস কাপ) জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। উঠেছে আরেকটির (ইউএস ওপেন কাপ) ফাইনালে। এরপর পরবর্তী লক্ষ্য কী তা জানিয়ে মেসির মন্তব্য, 'আমরা সৌভাগ্যবান যে একটা শিরোপা (লিগস কাপ) জিততে পেরেছি এবং একটা ফাইনালে যেতে পেরেছি। এখন লক্ষ্য হচ্ছে সেরা আটে (এমএলএসে) থাকা। আমরা উন্নতির ধারা ধরে রাখতে চাই, এভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। আর জিততে পারা বরাবরই আত্মবিশ্বাস দেয়।' পিএসজিতে দুই বছরের খারাপ সময় পার করে এখন মায়ামিতে দারুণ আছেন মেসি। নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মেসি বলেছেন,'আমি শারীরিকভাবে ভালো বোধ করছি। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ, আমি খেলা চালিয়ে যেতে পারছি এবং যেভাবে সম্ভব দলকে সাহায্য করতে পারছি।' লস অ্যাঞ্জেলেসে এদিন মেসির খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন প্রচুর দর্শক। যেখানে প্রিন্স হ্যারি, সেলেনা গোমেজ, লেব্রন জেমস এবং লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিওর মতো তারকারাও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেসি বলেছেন, 'এখানকার দর্শকেরা দারুণ। যে ভালোবাসা দেখিয়েছে, আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। খুবই কৃতজ্ঞ।'

নেপালের বিরুদ্ধে প্রথম ৫ ওভারে তিন ক্যাচ মিস কোহলি-শ্রেয়স-ইশানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যান্ডি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে হতাশ করেছিল ভারতীয় ব্যাটিং লাইনের টপ অর্ডার। পাক পে অ্যাটাকের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়র, শুভমান গিলরা। আর প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচেও প্রথম পাঁচ ওভারে অবাক ও হতাশ করল ভারতীয় দলের ফিল্ডিং।প প্রথম ৫ ওভারে তিনটি সহজ ক্যাচ ফেলল টিম ইন্ডিয়া।

ম্যাচের প্রথম ওভার বল করতে আসেন মহম্মদ শামি। নেপালের হয়ে ইনিংস শুরু করেন কুশল ভুর্টেল ও আসিফ শেখ। প্রথম ওভারের শেষ বলে অফ স্ট্যাম্পের বাইর বল স্কোয়ার কাট মারতে গিয়ে স্লিপে সহজ ক্যাচ যায়। যেই ক্যাচ মিস করেন শ্রেয়স আইয়ার। আর দ্বিতীয় ওভারে মহম্মদ সিরাজের প্রথম বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে কবে সহজ ক্যাচ যায়। যা মিস করেন বিরাট কোহলি। শ্রেয়স ও বিরাটের মত ফিল্ডার সহজ ক্যাচ মিস করায় অবাক হয়ে যান সকলেই। এরপর তৃতীয় ক্যাচে ফেলে ভারত ম্যাচের পঞ্চম ওভারে। সবথেকে সহজ সুযোগ মিস করেন ইশান কিশান। শামির বল হুক মারতে গিয়ে ইশানের কাছে ক্যাচ যায়। যা কিপারের একেবারে সহজতম ক্যাচ। কিন্তু সেই ক্যাচ মিস করে বসেন ইশান কিশান। শুধু ক্যাচ মিস নয়, পায়ের ফাঁক দিয়ে চারও হয়ে যায় সেই বল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**